চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিষ্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 7 September, 2020 ■ আগরতলা, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২১ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ঘনঘন ভূকম্পন বৃহৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা

ইটানগর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। রবিবার সকালে অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াং শহর কেঁপে উঠেছে ভূমিকম্পে। ইদানীংকালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে ঘনঘন ভূকম্পনের ফলে জনমনে আতঙ্ক ঘণীভূত হচ্ছে। বড় আকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা তাড়া করছে অষ্টলক্ষ্মীর রাজ্যগুলোতে বসবাসকারী জনমানসে। ভূমিকম্পপ্রবণ অগ্নি বলয়ের অন্তর্গত হওয়ার জন্য এই অঞ্চলে ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্পের ঘটনার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আজকের ভুমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

রবিবার সকাল ৭:৩০:০৫ (সাতটা তিরিশ মিনিট পাঁচ সেকেন্ড)-য় সংঘটিত মৃদু ভূমিকম্পের রিখটার স্ক্যালে তীব্রতা ছিল ৩.৪। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির খবর, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল তাওয়াং জেলা থেকে ৪৫ কিলেমিটার দূরে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৭.৮৩ঞ্চ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯২.২৪ঞ্চ পূর্বে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১ সেপ্টেম্বরও ভূমিকম্পে কেঁপেছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম পাহাড়ি রাজ্য মণিপুর। এদিন ভোররাত ২.৩৯ মিনিট নাগাদ হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় মণিপুরে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.১। রাজ্যের উখরুল থেকে ৫৫ কিলোমিটার পূর্বে ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে।

গত ২৭ আগস্ট মিজোরামের চাম্ফাই জেলায় এক ঘন্টার মধ্যে ৩.৬ থেকে ৫.৩ রিখটার স্ক্যালে পর্যায়ক্রমে তিনবার ভূমিকম্প অনুভুত হয়েছিল। মণিপুরের চান্দেল জেলায় গত ১১ আগস্ট ৪.০ প্রাবল্যের ভূমিকম্পের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছর প্রায় ২৩ বার ভূকম্পে কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য। গত ২ জুন ভারতীয় সময় সকাল ৭:১৪ মিনিটে ৩.৯ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছিল মণিপুরে। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ওই রাজ্যের পূর্ব উখরুল জেলার ভূপৃষ্ঠের ১১ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে ২৫ মে রাত ৮টা ১২ মিনিটে ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায়ও। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা এবং মায়ানমার সীমান্ত। এর পর ২১ জুন অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সহ প্রতিবেশী মেঘালয়, মণিপুর এবং মিজোরামে মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে বিকেল ৪:১৫ মিনিটে। ভূমিকম্পটির রিখটার স্কেলে তীব্রতা ছিল ৫.১। এদিনের ভূকম্পনের উৎসস্থল ছিল মিজোরামের রাজধানী আইজল।

এভাবে গত ২২ জুন মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে ফের মিজোরামে ভূমিকম্প হয়েছিল এদিন ভোর ৪:১০:৫২ মিনিটে। গত ১৮ জুন থেকে ছয়দিনে পঞ্চমবার ২৪ জুন মাঝারি ভূকম্পন হয়েছে মিজোরামে। ৩ জুলাইও ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে মিজোরাম ও পার্শবর্তী এলাকা। ৭ জুলাই গভীর রাত ১.৩৩ মিনিটে মৃদু ভূকম্পনে কেঁপে উঠেছিল অরুণাচল প্রদেশ। ১৪ জুলাই সকালে নাগাল্যান্ডের লংলেং জেলায় রিখটার স্কেলে সংঘটিত ভূকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৫। ১৭ এবং ২৫ জুলাই ফের মিজোরামে যথাক্রমে ৪.২ এবং ৩.৮ প্রাবল্যের ভূকম্পন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মূল্যবৃদ্ধি রুখতে ময়দানে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের অন্যতম প্রধান বাজার মহারাজগঞ্জ বাজার। আর মহারাজগঞ্জ বাজারে আলু, পেঁয়াজ সহ কাঁচা সব্জির মূল্য লাফিয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এটা কোন নতুন বিষয় নয়, লক ডাউনের সুযোগ নিয়ে বাজারে কিছু অসাধু ব্যবসায়ি সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করে চলেছে মর্জিফিক।

আর ক্রতাদের কাছ থেকে প্রায়ই এই ধরনের অভিযোগ পাওয়ার পর রবিবার বাস্তব মুল্য যাচাই করতে মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালায় সদর মহকুমা প্রশাসন। এদিন ডিসিএম অনিমেষ ধরের নেতৃত্বে মহারাজগঞ্জ বাজারে অভিযান চালানো হয়। পরে ডিসিএম অনিমেষ ধর জানান ক্রেতাদের অভিযোগের ভিত্তিতে আলুর দাম বেশী রাখার সত্যতা পাওয়া গেছে। পুরনো আলু ২৯ টাকা পাইকারি বিক্রি হলেও বাজারে তা বিক্রি করা হচ্ছে ৩৫ টাকা কেজিতে ।পেঁয়াজও একই ভাবে অনিয়ম করে চলেছে। তাই ব্যবসায়িদের সর্তক করে দেওয়া হয়েছে। দোকানে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আলু পেয়াজের মূল্য। এমনকি কাঁচালঙ্কার ূল্যও বৃদ্ধি ঘটেছে। লক্ষ্য করা যায় রাজ্যে আমদানিকৃত বহিঃ রাজ্যের লঙ্কা এবং স্থানীয় লঙ্কার মধ্যে দামের সঠিক মূল্য নেই। একই মুল্যে লঙ্কা বিক্রি করতে হবে। আর এই বিষয়গুলি নিয়ে ব্যবসায়িদের সাথে কথা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানান তিনি।

আর যদি এই ধরনের অনিয়ম পুনঃবৃত্ত হয় তাহলে আইনি ব্যবসা নেওয়া হবে বলেও জানান। তবে প্রশ্ন হলও লকডাউনের পর থেকে এই ধরনের অভিযোগ পেয়ে বহু আধিকারিক বাজার পরিদর্শন করেছেন। কিন্তু বাস্তবে কতটা মুল্য সঠিক জায়গায় নিয়ে আসতে পেরেছেন তা নিয়ে অবশ্যই ক্রেতাদের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে।

কংগ্রেসের বীরজিৎপন্থীর ডাকা ত্রিপুরা বন্‌ধ স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। বনধ করতে গিয়ে হোঁচট খেলেন বীরজিৎ সিনহা এন্ড কোং। ব্যক্তিস্বার্থে হঠকারিতা করতে গিয়ে কার্যত দাবরানি খেতে হল। এআইসিসির পক্ষ থেকে লুই জিনহো ফেলেইরো, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস ও বীরজিৎ সিনহাকে এআইসিসি তথা সোনিয়া গান্ধীর এই নির্দেশের বিষয়ে অবগত করেছেন।আগামী ১১ তারিখ রাজ্যে আসছেন ভূপেন বোরা।

সেদিনই দলের প্রদেশ নেতৃত্ব ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস এর যৌথ উদ্যোগে কংগ্রেস পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচি নির্ধারণ করবে। এ খবর জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিজে। যদিও কেন্দ্রীয় কমিটির এই দাবরানি সংক্রান্ত বিষয়ে বীরজিৎ সিনহার প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। কারণ তার মোবাইল বন্ধ করে রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সম্প্রতি বীরজিৎ সিনহা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুষ্কৃতিকারীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তিনজন গুরুতর আহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। সিপাহী জলা জেলার বিশালগড়ের ২নং গৌতম নগর এলাকায় ৪ দুষ্কৃতিকারীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। দুস্কৃতিকারীরা পরিবারের মহিলাদের শ্রীলতাহানি করেছে বলেও অভিযোগ।

অভিযুক্তদের মধ্যে দুইজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিশালগড় থানার পুলিশ। ধৃতরা হলো কাজল নামোএবং সমীর নামো। অপর দুই অভিযুক্ত পলাতক। তারা হল সজল নামো এবং পরেশ নামো। তাদেরকে আটক করার জন্য বিশালগড় থানার পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গেছে বিশালগড়ের ২ নং গৌতম নগর এলাকার এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিবেশী এক পরিবারের জমি সংক্রান্ত বিরোধ চলছে। জমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ওই বাড়িতে সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালানো হয়। সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় মহিলা ও নাবালিকা সহ পরিবারের তিনজন সদস্য আহত হন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ।অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি উঠেছে। বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।যে দুজন অভিযুক্ত পলাতক তাদেরকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

পৃথক দূর্ঘটনায় আহত তিনজন ক্ষুব্ধ জনতা ভাঙচুর করল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চড়িলাম, ৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রতিদিন পথদুর্ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। সদর উত্তরের মোহন বাড়ি এলাকায় পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। তোর ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার জনগণ মোহন পারি এলাকায় পথ অবরোধ করেন। দুর্ঘটনার পর গাড়িচালক গাড়ি নিয়ে মোহন বাড়ি টিএসআর ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে। উত্তেজিত জনতা টিএসআর ক্যাম্প এ ঢুকে গাড়িটি ভাঙচুর করে। ঘটনার খবর পেয়ে সেথায় থানার পুলিশ এবং এসডিপিও দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। এদিকে ১ বাইক দুর্ঘটনায় বাইক চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন ।জানা গেছে দ্রুতগামী একটি ম্যাক্স গাড়ি বাইককে ধাক্কা দিলে বাইকটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতেই বাইক চালক গুরুতর ভাবে আহত হন। ম্যাক্স গাড়ি চালকের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। সিধাই থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।সিধাই থানা এলাকায় পৃথক পৃথক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দামছড়ায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। রবিবার ভোরে দামছড়া থানার অন্তর্গত পিপলা ছড়া এ.ডি.সি ভিলেজের রঞ্জনি পাড়ার এক নং ওয়ার্ডে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় এক জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। একই সাথে আরও দুই জনকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় উদ্ধার করে এলাকাবাসী। ঘটনার বিবরনে জানা যায় শনিবার রাতের কোন এক সময়ে ঐ এলাকার বাসিন্দা কৃতনজয় রিয়াং ও তার স্ত্রী স্রংতি রিয়াং এবং একমাএ কন্যা লক্ষিতা রিয়াং-কে দুষ্কৃতীরা প্রানে মারার চেষ্টা করে। এতে ঘটনাস্থলে বাড়ির কর্তা কৃতনজয় রিয়াং মৃত্যুর কোলে ডলে পরে। গুরতর আহত অবস্থায় স্রংতি রিয়াং প্রতিবেশীদের স্বরনাপন্ন হয়। তখন তাদের আদরের একমাএ কন্যা গুরুতর ভাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু আইজিএমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। এবার করোনা আক্রান্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু হলো আই জি এম হাসপাতালে। মৃত ব্যক্তির বাড়ি আগরতলা ভট্টপুকুর কালীটিলা এলাকায়। জানা যায়, রবিবার সকালে সেই ব্যক্তি শারীরিক অসুস্যতা বোধ করলে পরিবারের লোকজনেরা অসুস্য ব্যক্তিকে নিয়ে আসে আই জি এম হাসপাতালে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই অসুস্য ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এবং সেই ব্যক্তির করোনা পরীক্ষায় রিপোর্ট আসে পজেটিভ। কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনেরা। তারপর দীর্ঘ ঘণ্টা খানেক সময় মৃতদেহ হাসপাতালে কক্ষের বাইরে পড়ে থাকে। এতে ক্ষোভ দেখা দেয় মৃতের পরিবার পরিজনদের মধ্যে। তবে এইদিন আই জি এম হাসপাতালে রোগীর মৃত্যু ঘিরে দেখা দেয় চাঞ্চল্য।

সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে পিটিয়ে বের করা হল বাড়ি থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার মুখে ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে পিটিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। নির্যাতিতা অন্তঃসত্ত্বা মহিলার দাম পূজা ত্রিপুরা। অভিযুক্ত স্বামীর নাম অভি জয় ত্রিপুর। নির্যাতিতা অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত স্বামী অফিসে ত্রিপুরাকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই।

অভিযুক্তের বাড়ি মনুর মুখ বাহাদুর পাড়ায়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই অন্তঃসত্ত্বা মহিলা পূজা ত্রিপুরার সঙ্গে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের পারিবারিক বিরোধ চলছে।পারিবারিক বিরোধের জেরে অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতারিতা গৃহবধূ শেষ পর্যন্ত তার বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে।

প্রতারিত গৃহবধূ অভিযোগ করেছে এর আগেও তার একটি সন্তানকে নষ্ট করে দিয়েছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা। এ ব্যাপারে অন্তঃসত্ত্বা নির্যাতিত মহিলা থানায় মামলা দায়ের করে সুবিচার প্রার্থনা করেছে ।অন্য কোন মহিলার সাথে যাতে এ ধরনের ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শাসক দল কোনঠাসা তাই বিরোধীদের উপর হামলা চালাচ্ছে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের শাসক দল বিজেপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। হতাশাগ্রস্ত হয়ে তারা বিরোধী দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণ সংগঠিত করে চলেছে ।বিরোধী দলের কর্মসূচিতে জনগণ ব্যাপক সংখ্যায় অংশগ্রহণ করার ফলে শাসকদল ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করেছে।

রবিবার রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড় দুয়ালীএলাকায় আক্রান্তকারী বিরোধী দলের সমর্থকদের বাড়িঘর পরিদর্শনকালে একথা বলেন বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বলেন বর্তমান শাসকদল জনকল্যাণে কোন কাজ করছে না। জনকল্যাণে তাদের কোনো কর্মসূচি নেই। রাজ্যের শাসক দল বিজেপি তে কোন শৃঙ্খলা বোধ নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন। শাসক দলে কোন সংহতি নেই বলেও তিনি মনে করেন ।সে কারণেই রাজ্যের শাসক দল বিজেপি ক্রমশ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে শুরু করেছে।

তাতে সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করতে শুরু করছে ।শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বলেন রাজ্যের শাসন পরিচালনা করতে গিয়ে শাসক দল বিজেপির এসব কার্যকলাপ সংগঠিত করে চলেছে তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। বিরোধী দলের নেতা মানিক সরকার আরও বলেন জনকল্যাণ হলো যেকোনো সরকারের অভিমুখ। কিন্তু বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার জনকল্যাণে কোন ধরনের কর্মসূচিগ্রহণ করছে না। বর্তমান বিজেপির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারকে তিনি জনবিরোধী সরকার বলেও আখ্যায়িত করেন।

জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল শিশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি,. কাঞ্চনপুর, ৬ সেপ্টেম্বর।। মৃত শিশুর বয়স আনুমানিক দুই বছর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় কাঞ্চনপুর মহকুমার মগ পাড়া এলাকার বাসিন্দা ঐ শিশুর মা-বাবা কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। বাড়িতে ঠাকুরমার সাথে ছিল ঐ শিশু। জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক শিশুর ।ঠাকুরমা যখন কাজ করছিল তখন খেলার ছলে বাড়ির পাশে পুকুরের জলে পরে যায় ঐ শিশু। পরবর্তী সময় ঐ শিশুর ঠাকুরমা পুকুরের গেলে দেখতে পান পুকুরের জলে শিশুর দেহ ভাসছে। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় বাবা ও মাকে। বাবা-মা ঘটনাস্থলে এসে পুকুরের জল থেকে শিশুকে উদ্ধার করে কাঞ্চনপুর হাসপাতালে নিয়ে যায় ।কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করে দেন।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধর চুড়াইবাড়িতে, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর।। পঞ্চায়েতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হওয়ায় পঞ্চায়েত সদস্যকে মারধর করা হয়েছে। মারধরের ঘটনায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ফুলবাড়ি গ্রামে। এই ঘটনায় রবিবার উত্তেজিত জনতা রাস্তা অবরোধ করে। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ বাহিনী এবং তাদের সুষ্ঠু বিচার দেওয়ার আশ্বাসে অবশেষে অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের অধীনে ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতে চারজন বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য ও দুইজন নির্দলীয় সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চায়েত গঠন করে বিজেপি। শুরু থেকেই পঞ্চায়েতের প্রধান ও অন্যান্য সদস্যরা দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন বলে অভিযোগ পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য আসকর আলীর। পঞ্চায়েতের একাধিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালে তাকে বিভিন্নভাবে হেনস্থা করা হয় বলে জানায় সে। অবশেষে শনিবার সে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে কতিপয় দুস্কৃতিকারীরা তাকে বেধড়ক মারপিট করে। আহত আসকর আলী চুড়াইবাড়ি থানায় চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

এদিকে, পঞ্চায়েত সদস্য আসকর আলীকে মারধরের ঘটনায় এদিন ৫নং ওয়ার্ডের সাধারণ জনগণ ফুলবাড়ি থেকে লক্ষীনগরের প্রধান রাস্তাটি অবরোধ করে বসেন। তাদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩২৩ ▫ ৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২১ ভাদ্র ▫ সোমবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিশ্বাসভঙ্গ

জিএসটি লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বাসভঙ্গ করিল। শুধু রাজ্যগুলির সহিত নহে, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সহিত। অবশ্য, ২০১৭ সালের ৩১ জুলাই যখন সংসদের সেন্ট্রাল হলে মধ্যরাত্রে জিএসটি ব্যবস্থা চালুর কথা ঘোষণা করিলেন প্রধানমন্ত্রী, এই বিশ্বাসভঙ্গের বীজ সে দিন বপন করা হইয়াছিল। পরোক্ষ কর আদায়ের সংবিধানসিদ্ধ অধিকারটি রাজ্য সরকারগুলি তুলিয়া দিয়াছিল জিএসটি কাউন্সিলের হাতে। পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, ইহার ফলে রাজ্যগুলির যে রাজস্ব ক্ষতি হইবে, পরবর্তী পাঁচ বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার তাহা পুষাইয়া দিবে। এই বৎসর রাজস্ব আদায়ের অবস্থা খারাপ তাহার দায় ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইয়া অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন জানাইয়াছেন, এখন ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হইবে না, রাজ্যগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার করিয়া লউক। সেই টাকা শোধ হইবে জিএসটি-র সেস বাবদ আদায় করা অর্থ হইতে। ঋণের উপর সুদ মিটাইবে কে, নির্মলা জানান নাই। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় রাজ্য যেখানে পূর্ব হইতেই ঋণের দায়ে জর্জরিত, তাহাদের উপর এই জবরদস্তি বোঝা চাপাইয়া দেওয়া যে অন্যায়, বিরোধী-শাসিত রাজ্যগুলি সেই কথা বলিয়াছে। দাবি তুলিয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকারই ঋণ করিয়া রাজ্যগুলির হাতে টাকা দিক। দাবিটি যথার্থ কারণ, এই ঋণের বোঝা বহিবার কোনও নৈতিক দায় রাজ্যগুলির নাই। জিএসটি-র ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা রাজ্য সরকারের প্রাপ্য, এবং তাহা দেওয়া কেন্দ্রের কর্তব্য।

এক্ষণে বৃহত্তর প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় সরকার কি চাহিলেই জিএসটি ক্ষতিপূরণ প্রদানের এই দায় অস্বীকার করিতে পারে? আইনের ফাঁকফোকর গলিয়া সেই পথ সরকার বাহির করিতে পারে কি না, তাহা গৌণ প্রশ্ন। আসল কথা হইল, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যগুলির যে অধিকার ছিল, তাহা কাড়িয়া লইবার সময় কেন্দ্র যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহা হইতে বিচ্যুতির মধ্যে অনৈতিকতা প্রকট এবং অনস্বীকার্য। অর্থমন্ত্রী যুক্তি দিতে পারেন, রাজস্ব যদি আদায়ই না হয়, তবে তাহা হইতে ক্ষতিপূরণ দিবার প্রশ্ন আসিতেছে কী ভাবে? আসিতেছে, কারণ রাজ্যগুলির কর আদায়ের ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়ার অর্থ, তাহাদের এই ক্ষতিপূরণের উপর নির্ভরশীল করিয়া ফেলা। এই অতিমারি-বিধ্বস্ত সময়ে রাজ্যগুলির হাতে কর আদায়ের ক্ষমতা থাকিলেও তাহারা টাকা তুলিতে পারিত কি না, সেই প্রশ্ন অবান্তর কেন্দ্র তাহাদের সেই ক্ষমতা হরণ করিয়াছে, ফলে ক্ষতিপূরণ না দিবার অর্থ, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। অথবা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন বিশ্বাসভঙ্গ। তাহা কখনও নৈতিক হইতে পারে না। এবং, নীতির প্রতি এই অবজ্ঞা, বিশ্বাস রক্ষায় এই অনীহা দেখিবার পর সন্দেহ অমূলক নহে যে, কাল এই ঋণের টাকা শোধ করিতেও কেন্দ্র অস্বীকার করিবে।জিএসটি ব্যবস্থাটি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি পরীক্ষা ছিল কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধর্মকে কতখানি সম্মান করে, তাহার। সেই সম্মান দাঁড়াইয়া ছিল বিশ্বাসের উপর রাজ্যগুলির আর্থিক ক্ষমতা বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও আপস করিবে না। নির্মলা সীতারামনরা প্রথম সুযোগেই বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহাদের নিকট সেই বিশ্বাসের দাম কানাকড়িও নহে। প্রশ্ন হইল, রাজ্যগুলি যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে আর বিশ্বাস না করিতে পারে, তবে যুক্তরাষ্ট্র বাঁধা থাকিবে কোন বাঁধনে? কিসের ভরসায় রাজ্যগুলি ভাবিবে যে, কেন্দ্র তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিবে? বিরোধী-শাসিত রাজ্যগুলির মানুষ তবুও জানিবেন, কেন্দ্রের অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবেন তাঁহাদের নেতা-নেত্রীরা। কিন্তু কর্নাটকের মতো বিজেপি-শাসিত রাজ্যের মানুষের সেই ভরসাও নাই কেন্দ্রে দল যতই মারাত্মক সিদ্ধান্ত লউক, রাজ্যের নেতারা প্রতিবাদ করিবেন না। মানুষকে অসহায় করিয়া তোলার ন্যায় বিশ্বাসভঙ্গ আর নাই।

জাতীয় শিক্ষা নীতিতে রাজ্যকে ভুল প্রমাণিত করল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার

কলকাতা, ৬ সেপ্টম্বর (হি. স.): জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার পর থেকেই কেন্দ্রের "এক তরফা ঘোষনা" বলে বিরোধিতায় সরব হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রীগেড। দফায় দফায় রাজ্য জুড়ে বিরোধিতার পারদ চরিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের সেই দাবিকে এবার ভুল প্রমাণিত করে দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা নীতি নিয়ে সব রাজ্যের রাজ্যপাল, শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবদের ভার্চুয়াল বৈঠক। এমনকি স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দও এই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করবেন। সোমবার জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে বৈঠকে যোগ দেবেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও শিক্ষাসচিব মণীশ জৈন। শনিবার শিক্ষক দিবসের এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে একথা জানান খোদ শিক্ষামন্ত্রী নিজে। বৈঠকে নজিরবিহীনভাবে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী কথা বলবেন প্রতি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের সঙ্গে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত না থাকলেও রাজ্যের রাজ্যপালের এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলেই জানা গিয়েছে। এই বৈঠকের পরই জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। কার্যত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ওঠা এত দিনের অপপ্রচাররের এবার অবসান হল। কেন্দ্র কোনও এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। সব রাজ্যের সঙ্গে কথা বলেই জাতীয় শিক্ষা নীতি বলবত করা হবে দেশে। এমত অবস্থায় নতুন এই শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব রাজ্যের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। এই বৈঠকে প্রত্যেক রাজ্য তাদের মতামত জানানোর সুযোগ পাবেন। থাকবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল। তারপরে সব রাজ্যের সুপারিশ মেনেই যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে নীতিতে বদল আনা হবে। সূত্রের খবর, কেন্দ্র চায় জিএসটির মতই ঐক্যমত্যে গিয়ে এই শিক্ষানীতি লাগু করতে। তাতে সারা দেশের পড়ুয়াদেরই মঙ্গল হবে। সেই লক্ষ্যেই এই বিশেষ বৈঠক। তবে রাজ্যের তরফে শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "পড়ুয়াদের অসুবিধা হয়, এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। শিক্ষার মত বিষয় যৌথ কর্মকান্ড হলেও এই নীতি ঘোষণা করার আগে রাজ্যের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা করা হয়নি। ফলে এই নিয়ে কেন্দ্রের সব সুপারিশ মানা সম্ভব নয়। ইতিমধ্যেই শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয় একাধিক রাজ্য এই নীতি নিয়ে তাদের সমস্যার কথা কেন্দ্রকে জানিয়েছে।" উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই রাজ্যের তরফ থেকে এই জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে এক কমিটি গঠন করা হয়েছে। তারা এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সুপারিশও জমা দিয়েছে। সেখানে অনেকগুলি বিষয় রাজ্যের মানা সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজাও।

করোনা আবহে খুঁটি পুজো সারল একডালিয়া এভারগ্রিন

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স): ক্যালেন্ডার বলছে আর মাত্র কয়েকদিন। কারণ দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়ছে দূর্গাপুজো। আর কয়েকদিন বাদেই মহালয়া তারপরেই সপরিবারে মর্তে পা রাখবেন মা দূর্গা। তবে চলতি বছর করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাঁটা। কিন্তু তবুও কলকাতা মানেই দূর্গা পুজো। আর তাই করোনা আবহে রবিবার খুঁটি পুজো সারলো একডালিয়া এভারগ্রিন। চলতি বছর পুজো হবে কি না তা নিয়ে চিন্তায় ছিল পুজো উদ্যোক্তারা। কলকাতা আর সেখানে দূর্গা পুজো হবে না এটা মেনে নিতে পারেনি শহরবাসী। আর তাই চটজলদি দূর্গা পুজোর আনন্দে মেতে উঠেছে পুজো উদ্যোক্তারাও। ইতিমধ্যেই একাধিক পুজো প্যান্ডেল গুলো সেরে ফেলেছে খুঁটিপুজোর কাজ। এবার একডালিয়া এভারগ্রিনও মাতল পুজোর আনন্দে। কলকাতার অন্যতম সাবেকি পুজোর মধ্যে একটি একডালিয়া এভারগ্রিন। তবে, করোনা-কালে রয়েছে নানা বিধিনিষেধ। সেসব বজায় রেখেই দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত দূর্গাপুজো একডালিয়া এভারগ্রিনে হল খুঁটিপুজো।

লকডাউনের ডায়েরি

সুধীপ সরকার

আজকের সকালটা শুরু হল কিছুটা ভালো খবর দিয়ে। আমাদের জেলার কোভিড হাসপাতালে যে ন'জন রোগী ছিল, তার মধ্যে পাঁচজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে, বাকি চারজনও দিন কয়েকের মধ্যে ছাড়া পাবে বলে আশা করছে স্বাস্থ্য দফতর। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজটা দেখে বেশ স্বস্তি অনুভব করলাম। সমস্ত মন খারাপ করা খবর দেখতে দেখতে কেমন যেন একটা হতাশ ভাব গ্রাস করছে আমাকে। অফিসে এসে থেকেও সেই করোনা নিয়েই যত আলোচনা, কী কর্মপন্থা নিতে হবে, কী রিপোর্ট বানাতে হবে, কাকে রিলিফের চাল দিতে হবে, কত মানুষ করোনার জন্য আটকে পড়েছে, বাড়ি ফিরতেও পারছে না আবার কাজ বন্ধ বলে হাতে টাকার জোগান নেই, খাবারের অভাবে সমস্যায় রয়েছে, তাদের দেখভাল কীভাবে হবে, কোন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে কত লোক আছে, তাদের কজনের চোদ্দ দিনের সময়সীমা পেরোল, কোভিড হাসাপাতলে কী কী প্রশাসনিক সাপোর্ট লাগল ইত্যাদি বিস্তর ব্যাপারস্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছে দিনভর। এডিএম হিসেবে জয়েন করেছি প্রায় ন'মাস হল, সারাদিন পাইলের চাপে নিঃশ্বাস ফেলার বা রিল্যাক্স করার সময়টুকুও থাকে না আমার। তার মধ্যেও আবার রোজ অন্তত দু'তিনটে মিটিং অ্যাটেন্ড করার সময় বার করতে হয়। সেই হিসেবে করোনার থাবায় যেদিন থেকে সব অফিসকাছারিগুলোয় তালা পড়ল সরকারি বাবুরা নির্দেশ মেনে ঘর থেকে বেরনো বন্ধ করল, সেদিন থেকে আমার টেবিলে স্তূপাকৃতি ফাইল আসাও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। গত এক মাস যাবৎ একদিনও ঘরে থাকতে পারিনি সেটাও সত্যি, করোনার দাপটে শনি রবি গ্রহ নক্ষত্র হয়ে গেছে মহাকাসের গভীরে ছুটির দিন হিসেবে নয়, তবু ওই ফাইলগুলোর দাপট কমে যাওয়ায়, আকজাল কিছুটা বাড়তি সময় পাচ্ছি রিল্যাক্স করার, অন্য দুই অগ্রজ এডিএম সাহেবের সঙ্গে নির্ভেজাল আড্ডা দেওয়ার সময়ের অভাবে পড়তে না পারা বইটা শুরু করার। করোনা নিয়ে একটা চাপা আতঙ্ক সবার মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু কাজের মধ্যে থেকে, হই হই করে সেটাকে কতটা দূরে সরিয়ে রাখা যায় সেটাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা।

"কাল একবার জেলা হাসপাতালে চলে যাও, সিএম ম্যাডাম যে ভিডিও কনফারেন্স করবেন তাতে একটা টার্মিনালে অফিস থেকে আমি, শেখর আর সিএমওএইচ অ্যাটেন্ড করব, আর তুমি ওখানে থেকে, হসপিটাল সুপারিনটেন্ডেন্ট আর বেশ কিছু ডাক্তারবাবু আর স্বাস্থ্যকর্মীর সঙ্গে। ডিএম সাহেব রাতেই ফোনে ইনস্ট্রাকশান দিলেন। আমি একটু ইতস্তত করলাম, স্যার হাসপাতালে না গেলে হবে না? আমি যদি অফিসেই থাকি মনে মনে আতঙ্ক ঘিরে ধরল, হাসপাতালে অতজন ডাক্তারবাবু আর নার্সিং স্টাফের মধ্যেও ঘণ্টা দুয়েক থাকা মানেই তো নির্ঘাত ইনফেকশন, একটা সস্তার মাস্কে কি করোনা আটকাবে। ওখানে একজন সিনিয়র অফিসারকে থাকতে হবে, আমাদের কেউ না থাকলে ওখানে সমস্যা হতে পারে। ঠিক আছে? স্যারকে তো আর আমার করোনা আতঙ্কের কথা জানতে দিতে পারি না, তাহলে উনি হয়ত সঙ্গে সঙ্গে সেখরদাকেই যেতে বলবেন আর আমাকে থাকতে বলবে অফিসে। এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই, ডাক্তারবাবুরাও তো ফ্রন্ট লাইনে থেকে লড়ছেন, কিছু হবে না, এসব ভেবে নিজেকে কিছুটা আশ্বস্ত করলাম। পরের দিন সময়মতো হাসপাতালে চলে এলাম, ডাক্তারবাবুরা দূরত্ব রেখে বসেছেন দেখলাম। ঘমটা দুয়েক তাঁদের সঙ্গে থেকে ম্যাডামের সমস্ত নির্দেশ শুনলাম। এই হাবিজাবি লেখটা যখন লিখছি প্রায় দিন কুড়ি পর তখনও সুস্থ হয়ে আছি। সুতরাং হাসপাতাল থেকে আক্রান্ত হয়ে যে ফিরিনি সেটা বলাই বাহুল্য। ইইতমধ্যে আমাদের জেলায় একটি কোভিড হাসপাতল কাজ শুরু করেছে এবং সেখানে কিছু আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসাও শুরু হয়েছে। আশার কথা, এদের বেশিরভাগেই অবস্থার খুব বেশি কিছু অবনতি হয়নি এবং স্বাস্থ্য দফতর আশা করছে এরা খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে। তবে ভয়ের ব্যাপার হল, এদের কোনও উপসর্গ নেই বা রোগের কোনওরম লক্ষণ নেই বলে এরা নিজেদের সংস্পর্শে আসা বেশ কিছু সুস্থ মানুষকে সংক্রমিত করতে পারত। সময়মতো এদের চিহ্নিত করতে পারা গেছে বলে অন্য অনেক মানুষকে নিশ্চিত আক্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচানো গেছে। সত্যি কি বিচিত্র এই ভাইরাস।

সেদিন দুপুরের দিকে আমার চেম্বারে আড্ডা জমে উঠল। আলোচনার কোনও বিষয়বস্তু নেই, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রোমে গান্ধিজির অবদান বা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, নানা

বিষয়ের ওপর তর্কবিতর্ক। হঠাৎ বন্ধ দরজা ঠেলে ঢুকে এলেন আমার পিএ, নলিনীবাবু, কাঁচুমাচু মুখ করে এসে দাঁড়ালেন ঘরের এক কোণে। ইশারায় জানতে চাইলাম কী খবর? মাঝবয়সী নলিনীবাবু এগিয়ে এসে কানের কাছে মুখ নামিয়ে এএন ফিসফিস করে বললেন, স্যার, একটা কথা বলে রাখি, ডিএম স্যারের থেকে দূরে থাকবেন। বহু শোনা একটা টোটকার কথা মনে পড়ে গেল— বসের সামনে আর ঘোড়ার পিছনে থাকতে নেই। এই আপ্তবাক্য অনেকেই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন । আমি বললাম, সে না হয় হোল,কিন্তু একথা বলছেন কেন? নলিনীবাবু যা বললেন তা শুনে আমরা কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম স্যার যা শুরু করেছেন কী বলব উনি আজ কোভিড হাসাপাতালে গিয়েছিলেন স্বচক্ষে সহ ব্যবস্থাবনা দেখতে কিন্তু সমস্যা হল উনি না পরেছেন মাস্ক না পরেছেন দস্তানা উল্টে একজন ডাক্তারবাবুর সঙ্গে করমর্দনও করেছেন অভ্যাসসবশ।কাজের মানুষ, সেফটি প্রটোকল ভুলে বসে আছেন। কিন্তু স্যার এ রোগ যে প্রটোকল মেনে জেলাশাক বলে তাঁকে রেয়াত করবে, তেমন তো হবে না। ওনার ড্রাইভার আর সিকিউরিটি তো খুব আতঙ্কে আছে, ওরাই তো বলাবলি করছে এসব। আপনারা ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন, তাই বললাম।।অভ্যাসবশ কাজের মানুষ, সেফটি প্রটোকল ভুলে বসে আছেন। কিন্তু স্যার এ রোগ যে প্রটোকল মেনে জেলাশাসক বলে তাঁকে রেয়াত করবে, তেমন তো হবে না। ওনার ড্রাইভার আর সিকিউরিটি তো খুব আতঙ্কে আছে, ওরাই তো বলাবলি করছে এসব। আপনারা ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন, তাই বললাম।

আমরা খুব চিন্তায় পড়লাম। এই মানুষটিকে বললেও শুনবেন না , দুদিন আগেই কেউ একজন বলার চেষ্টা করেছিল, সাবধানতা মেনে চলা কতটা জরুরি, কিন্তু সব শুনে উনি নাকি বলেছেন, "এত ভয় পেও না, আমি তো সাবধানেই আছি, এই তো হাসপাতাল থেকে ফিরেই হাত ধুযে নিলাম ভালো করে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। আমরা অনেক সময় বাইরে যাচ্ছি, পরিস্থিতি সামলাতে বাজারে মানুষের ভিড় সরাতে রেশন দোকানে মানুষের প্রাপ্য অনুযায়ী পণ্য দেওয়া হচ্ছে কিনা পর্যবেক্ষণ করতে। ব্লক স্তরে আমাদের বিডিও সাহেবরা তো নিদারুণ পরিশ্রম করছেন, রাতদিন ছোটাছুটি করছেন বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সচর রাখার তাগিদে, কিন্তু সবাই একটা নিদিতষ্ট নিয়মবিধি মেনে চলার চষ্টো করছেন যাতে সুস্থ থাকা যায়। এই পরিস্থিতিতে এখজন মানুষও সংক্রমিত হলে তিনি তাঁর সংস্পর্শে আসা সকলকে যে সংক্রমিত করতে সক্ষম, সেটা এখন আর কারও জানতে বাকি নেই, তাই অতি সাবধানতা আবশ্যক বৈকি। তবে, আমাদের স্যার নিজেকে নিয়ে একজনই ভাবিত নন, তিনি কাজ করতে পেরেই আনন্দে আছেন মাঝে আমাকে একদি বলেই ফেললেন, যদি সবার হয় তো হবেই, আটকাতে পারব? মাথা নেড়ে শুধু বলেছিলাম, স্যার আপনি পজিটিভ হলে আমরাও গেলাম পুরো জেলা প্রশাসনিক কিন্তু আইসোলেশনে চলে যাবে। সরকার মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার পর থেকে নির্দেশ মানার তাগিদে উনি আকজাল দেখছি গলায় একটি বালাপোসের মতো কিছু পেঁচিয়ে রাখছেন, নাক বা মুখ কোনাটাই তাতে ঢাকা পড়ছে না বলাই বাহুল্য। মিটিংয়ে আমরা সবাই মাস্ক পরে বসছি দেখে উনি মাঝে মাঝে সেটা দিয়ে মুখ ঢাকছেন আবার সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছে নামিয়ে দিচ্ছেন। বিশ্বজিৎ আমাদের খুব নির্ভরযোগ্য অফিসার আবার রসিকও বটে, মিটিংয়ের শেষে বলল, স্যার ডিএম স্যার জানেন ভাইরাসটি গলায় এসে ঘাঁটি গাড়ছে তাউ উনি মাস্ক গলায় পেঁচিয়ে নিয়েছেন। চোখ পাকিয়ে ধমক দিলাম বটে,তবে কষ্ট করে হাসি চাপলাম সেটাও সত্যি।

হ্যাঁ,মাস্ক এখন নতুন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট বললে ভুল হবে না। টাস্ক ফোর্সের মিটিংয়ে সব আধিকারিকদের দেখছি হরেক কিসিমের মুখোশে মুখ নাক ঢেকে আসছেন। কারও মাস্ক ওটিতে থাকা ডাক্তারবাবুদের মতো গাঢ় সবুজ, তো কারুরটা আবার সিলিন্ড্রিক্যাল কোণের মতো হলদে বা কমলার রঙের কেউ আবার কাপড়ের তৈরি মুখোশ আর কেউ আবার সার্জিক্যাল মাস্ক পরছেন। একদিন একজনকে দেখলাম একটি উত্তরীয় পেঁচিয়ে নিয়েছেন নাক মুখ ঢেকে। হোমের বাচ্চাদের মাস্ক দেওয়ার সময় সেখান থেকে একটি আমাকে দিয়েছিলেন পুরন্দবাবুর, সেইটি রোজ পটেে নিয়ে ঘুরছি, দরকার হলে কানে ঝুলিয়ে মুখ ঢাকছি আবার বাড়ি ফিরে সাবান জলে ধুয়ে নিচ্ছি।

সিএমওএইচ একদিন বললেন, এই যে পকেটে নিয়ে ঘুরছেন মাস্কের বাইরে যা কিছু সব তো পরেটেই ডালান করছেন সযত্নে। এই সময়কালটা বোধহয় মানবসভ্যতাকে অনেক কিছু নতুন করে শিখিয়ে দিল। আমার ছোট বোন পরিচ্ছন্নতা নিয়ে খুব সচেতন, বারে বারে হাত ধোয়া সব কিছু স্যানিটাইস করা, এসব নিয়ে অনেকটা সময় ব্যয় করার জন্য বেচারি ছোটবেলার কতই না বকা খেয়েছেন সবার কাছে। মাঝে একদিন ফোনে কথা হচ্ছিল ওর সঙ্গে, কথায় কথায বলল, এখন বুঝতে পারছি তো, আমি আসলে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতাম যেটা আজকে সারা বিশ্বব্যাপী মানুষ মানছে ঠ্যালায় পড়ে। আজকাল আমিও খানিক পরে পরেই হাত ধুয়ে নিচ্ছ, অথবা কয়েক ফোঁটা স্যানিটাইজার নিয়ে হাত পরিস্কার রাখছি, সুস্থ থাকার তাগিদে নলিনীবাবুর কথাটা নেহাত কমগুতুত্বের নয়— ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করেন।

প্রচুর মানুষ বিভিন্ন অভিযোগ নিরসনের জন্য ফোন করছেন আমাদের কন্ট্রোল রুমে। আমাদের ছেলেরা দিনরাত সেসব কল নথিভুক্ত করছে, নির্দিষ্ট আধিকারিক বা সংস্থাকে ব্যবস্থা নিতে জানাচ্ছে, এমনকী পাল্টা ফোন করে খরবও নিচ্ছে, তাঁর সমস্যা মিটেছে কিনা। রাজ্যস্তর থেকেও কিছু নথিভুক্ত ফোনকল আমাদের কাছে ফরওয়ার্ড হয়ে আসছে নিরসনের জন্য। এইরকম একটি অভিযোগ পেলাম বিকেলের দিকে। অভিযোগকারীর নম্বরে সটান ফোন করলাম। অপরপ্রান্তে যে ফোন রিসিভ করল, তাঁর কথা শুনে মনে হল সে অবাঙালি বয়সেও নবীন। সমস্যা কী জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল স্যার আমার বউ আমাকে মারধর করে কয়েকদিন হল বাপের বাড়ি চলে গেছে, এদিকে শ্বশুরও আমাকে মারবে বলছে। কিছুটা বিরুক্ত হয়ে বললাম, বই মারে তো থানায় যাও, শুধু শুধু ফোন করে অভিযোগ করছ কেন? সে বলল, আমার ডিভোর্স করিয়ে দিন আমি দেশে ফিরে যাব। মাথা গরম হল তুব শান্তভাবে বললাম, তুমি দু'চারদিন পর থানায় গিয়ে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে নিও। এখন কিছু সাহায্য লাগলে বলতে পারো। কিছু চাল দিলে ভালো হয়, আমার তো রেশন কার্ড নেই, ঘরে যা ছিল সব নিয়ে চলে গেছে, কটু ভাষায় স্ত্রীতে সম্বোধন করল ছেলেটি। এলাকার বিডিওকে বলে কিছু চালের ব্যবস্থা করে দিলাম বেচারাকে। পরের দিন ছেলেটি ফোন করে আবার ধন্যবাদও দিল আমাকে। আমি বলে দেবার পর সে চাল পেয়েছে, বেশ কিছুদিন চলে যাবে নিশ্চিন্তে, এই বলে।

হোয়াটসঅ্যাপে কত মেসেজ সারাদিন ঢোকে তার হিসেবে রাখা দুস্কার। অচেনা নম্বর থেকে কখনওসখনও যে কিছু আসে না তাও নয়। বিশেষ করে আমার অফিসের নম্বর তো বহু মানুষের কাছেই রয়েছে, এমনকী কোন কোন দফতরের ওয়েবসাইটেও আছে। এইরকমই একটি অচেনা নম্বর থেকে একটি মেসেজে চোখ আটকাল সেদিন। অচেনা ভদ্রলোক লিখেছেন মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভবনে। জীবনধারণের জন্য কিছু পেলে ভালো হয়। আপনি জেলার কর্তা যদি দেখেন একটু। আমি যে কর্তাব্যক্তি কেউ নেই, সেটা ওনাকে বলে কোনো লাভ হবে না জানি। তৎক্ষণাৎ পুরসভার একজন আধিকারিককে মেসেজটি ফরওয়ার্ড করে দিলাম, খতিয়ে দেখে যাতে প্রয়োজনমতো সাহায্য করা হয় বলে দিলাম। পুর আধিকারিক খোঁজ খবর করে জানালেন, ভদ্রলোক রেশন থেকে তাঁর সমস্ত পাওনাই পেয়েছেন, ছেলের সংসারে কিছু বাড়তি সুবিধা করে দিতে পারলে ভালো হয়, এই ভাবনা থেকেই তিনি মেসেজ করেছেন। ওনার ছেলের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা আছে, লকডাউনে আপাতত বন্দ। তবে তাঁকে কিছু অর্থ সাহায্য করেছেন পুর আধিকারিক। কত বিচিত্র রকমের আবদান নিয়ে যে মানুষ ফোন করছে তার সব লিখতে গেলে একশো পাতা ভরে যাবে। বেশ কিছু মানুষ একটি নির্দিষ্ট দাবি বা জিজ্ঞাসা নিয়েও ফোন করছে শুনলাম। মদের দোকান কবে খুলবে? অথবা, তা কীভাবে কোথায় পাওয়া যাবে? বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এই সমাজে কত বিচিত্র মানুষের বিচারবোধ ভালোলাগা মন্দলাগা পছন্দ অপছন্দ। করোনার এই দাপটের মধ্যেও মানুষ রয়েছে তার নিজের বৃত্তেই।

এতদিন চাকরি হল বুঝিনি, এখন বুঝছি, লিকার কী জিনিস। কী বলব স্যার রোজ যে কত ফোন আসছে লিকারের জন্য, আমি খুব আতঙ্কে আছি। উত্তেজিতভাবে বললেন এক্সাইড সুপার। সুপার সাহেব এমনিতে কিছু সাত্ত্বিক মানুষ, নিজে একেবারেই পানাসক্ত নন। হেসে জিজ্ঞেস করলাম। আতঙ্কের কী আছে এতে? উনি বললনে, স্যার লিকার না পেয়ে এবারে যদি কিছু মানুষ বিষাক্ত চোলাই খেয়ে বসে তাহলেই সর্বনাশ। নেশার জ্বালায় বিষ খাবে কে আর চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে কার বলুন। এটা আমার মাথায় ছিল না বেশ চিন্তার বিষয় তাতে সন্দেহ নেই। জানালাম, এরই মধ্যে খান দুয়েক মদের দোকানে সিঁদ পড়ছে টাকা পয়সায় হাত না পড়লেও একটি বোতলেও ছেড়ে যায়নি মহাবিদ্যাধরীরা। আবার অন্য বিপদও রয়েছে, বিয়ারের বোতল নাকি গরম বাড়লে ফটাফট ফেটে যায়। বন্ধ দোকান ধরে টানা বেশিদিন থাকলে কিছু বোতলয়ে ফেটে নষ্ট হতে পারে সেই আশঙ্কাও ছাকছে। সব মিলিয়ে বেশ গম্ভীর পরিস্থিতি। সুরা পানে কোনো অভিরুচি আমারে নেই তবে আবগারি দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে জেনেছিস হুইস্কি হল কড়া ধাঁচের লিকার আর ওয়াইন হাল্কা বলে মহিলারা বেশি পছন্দ করেন। আবার বিয়ারে সামান্য পাঁচ বা ছয় শতাংশ অ্যালকোহল থাকে। টানা এতদিনের উপবাসে, সুরাপ্রেমীদের বিষয় বিচলিত হওয়ার কারণ আছে বৈকি।

বসন্ত এসে গেছে, জানান দেয় কোকিল। অনেকটা জায়গা জুড়ে আমার সরকারি বাসস্থান পাশেই একজন পুলিশ আধিকারিকের বেশ কিছু বিশালকৃতি গাছ আমার বাসস্থানের চৌহদ্দির মধ্যে যেমন আছে, তেমনি রয়েছে পোশেরটিতেও। আমার বাগানের গাছে সংসার গোছানো কোকিলটি ডেকে উঠলেই পাশের বাগানের সংসারী কোকিলটি সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, আস্তে আস্তে সামিল হয় আরও দু'একটি। তাদের ডাকাডাকিতে বেশ একটা মন ভালো করা পরিবেশ চারদিকে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা মোটেই সুখখবর নয়, টি ভি খুললেই সর্বত্র শুধু হাহাকার যেন মৃত্যু মিছিলে সামিল গোটা মানব জাতি। বিভীষিকাময় সময়ের ডায়েরি লিখে পাঠকের মন ভারাক্রান্ত করতে চাই না বলে সে সব কথা আর লিখব না এখানে। তবে এই লকডাউনের চক্করে কত বিয়েবাড়ির দপারফা হল তার হিসেবনিকেশ বোধহয় শুধু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের লোকেরাই বলতে পারবেন। কোকিল ডেকে ডেকে সারা হল, কিন্তু চার হাত এক হাওয়ার সুযোগ কই লকডাউনের মাঝে। গত সপ্তার একদিন মেইল চেক করতে গিয়ে দেখলাম এই সংক্রান্ত একটি চিঠি, লিখছেন আমাদের এক বিডিও সাহেব। চিঠি দিয়ে তিনি আমাকে অনুরোধ করেছেন খান পাঁচেক বিয়ের দিন পিছিয়ে দিতে ।এই সময় সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার বিধি বঙ্গ হতে পারে, সেই কারণে বিয়রে দিন যাতে পিচিয়ে দেওয়া হয়। সরকারি প্রকল্পে কনের পরিবারকে যে অর্থ প্রদান করা হয় সেটিও এখন দেওয়া উচিত হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি। এতদিনের চাকরি জীবনে সবসময় শুনে এসেছি, বিয়ের ব্যাপারে কেউ বাগড়া দিতে পারে না, বিয়েতে ছুটি চেয়ে কেউ পায়নি এমনও শুনিনি। সেখানে লকডাউনের অছিলায় বিয়ের দিন পিছিয়ে দেব আমি? তাছাড়া কোন আইনে বিয়ের দিন পিছিয়ে দিতে বলব? লকডাউনের নিয়ম মেনে বিবাহ সম্পন্ন হলে আপত্তির কিছু নেই জানিয়ে একটা প্রত্যুত্তর করে দিলাম। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত দিনে বিবাহ সম্পন্ন হয় কিনা জানার আগ্রহ থেকে গেল।

তিন চার দিন ধরে খুব পরিশ্রম লাগছে, একটার পর একটা কর্মসূচি নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। এই কনটেইন্টমেন্ট জোনের সীমানা নির্ধাররণ তো এই আবার আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকা প্রস্তুত করা, অন্য জায়গা থেকে ফেরা মানুযুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে বাড়িতে ফেরানো ইত্যাদি আরও কত কী। টানা এক মাসের বেশ কোনো রিল্যাক্সেশন ছাড়া কোনো শনি রবি ছাড়া আর যেন সত্যিই ভালা লাগছে না। ছুটির দুপুরে বই নিয়ে আয়েশ করে পাওয়া যাবে না আগামী কিচুদিনের মধ্যে। এদিকে পরিবারিক শান্তি একটু একটু করে বিনষ্ট হওয়ার পথে। বাচ্চারা তাদের বাবাদের মিস করছে, গিন্নির মিস করছে তাদের সর্বসময়ের ঘরকন্নার কাড়ে সহায়তাপ্রদানকারী দিদিদের। লকডাউনের মেনু ও তাই বাঁধাধরা, একঘেযে হয়ে উঠছে ক্রমশ। আমার ক্ষেত্রে অবিশ্যি বায়না বেড়েছে নিত্যনতুন সামগ্রী জোগাড়ের ইউটিউবের দৌলতে রেসিপি আর মেনু নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানোর তাগিদে। এর মধ্যে খবরের শিরোনামে একদি দেখলাম কী নাকি এক গ্রহাণু ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে। একদিকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর মারণ খেলা, অন্যদিকে বীমাকৃতি গ্রহাণু আছড়ে পড়ার আশঙ্কা। অসহায় আমরা শুধু অপেক্ষায় রয়েছি কবে একটা জুতসই ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয় তার জন্য। আজ বিকেলে আকাশ কালো করে ঝড় উঠল তপ্ত চরাচর সিক্ত হল অঝোর বারিধারায়। মিটিং হলেতখন বেশ কিছু আধিকারিকের উপস্থিতিতে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে ব্যস্ত। ডিএম সাহেরে ফোনে সিএমওএইচ সাহেবের মেসেজে ভেসে এল এল পেশেন্টস রিলিসড নাম্বার অফ কোভিড পজিটিভ কেস নাউ স্ট্যান্ডস জিরো।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলার বাজারগুলিতে পরিদর্শন করেন ডিসিএম। ছবি- নিজস্ব।

সুস্থ হওয়ার পর ফের কেষ্টপুরে করোনা আক্রান্তকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স):করোনা আবহে শহর কলকাতায় একাধিকবার প্রমান মিলেছে অমানবিকতার। আরও একবার মিলল সেই প্রমাণ। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও ফের রবিবার কেষ্টপুরে করোনা আক্রান্তকে ফ্ল্যাটে ঢুকতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ।

কিছুদিন আগেই মাঝরাতে কেষ্টপুরে এক করোনা আক্রান্তের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয় প্রতিবেশীরা। ঘটনাটি ঘটে কেষ্টপুরের ঘোষপাড়া এলাকার অভিজাত আবাসন। আবাসনের ছ'তলার এক বাসিন্দার স্ত্রী করোনা পজিটিভ হয়ে ভরতি বাগুইআটির এক বেসরকারি হাসপাতালে। স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশমত বাড়ির সকলেই করোনা পরীক্ষা করান। রিপোর্টে দেখা যায়, গৃহকর্তার মা-ও করোনা পজিটিভ। তাঁকে হোম আইসোলেশনে থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। এই খবর কানে পৌঁছতেই পাঁচতলার বাসিন্দা পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার দীপ সেনগুপ্ত আশঙ্কায় প্রতিবেশীর ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে দেন। যাতে ওই ফ্ল্যাট থেকে সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে। আবাসনের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে প্রমাণিত, দীপ সেনগুপ্ত মাস্ক, ফেসশিল্ড পরে বৃহস্পতিবার মাঝরাতে চুপিসাড়ে উপরে উঠে ছ'তলার ওই ফ্ল্যাটে দরজার বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন। এরপর সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলতে গিয়ে বিষয়টি টের পান গৃহকর্তা। যদিও সে ঘটনার পর অনেকেই ছি ছি করলেও আবারও রবিবারে সেই একই ঘটনা। ওই পরিবারের করোনা আক্রান্তরা এদিন সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরলেও তাদের আবাসনের ঢুকতে না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

রাত পোহালেই সেপ্টেম্বরের প্রথম সাপ্তাহিক লকডাউন মাইকিং পুলিশের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। এরই মাঝে করোনা নাশে রাজ্যজুড়ে প্রতি সপ্তাহে দুদিন করে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আর আগামীকাল সেপ্টেম্বরের প্রথম দিনের লকডাউন। আর তাই জনগণকে সচেতন করতে রবিবার মাইকে প্রচার কলকাতা পুলিশের।

যত সময় যাচ্ছে ততই জাঁকিয়ে বসছে করোনা। করোনা দমনে তাই আঁটোসাঁটো ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য। চলতি সপ্তাহে আগামীকাল সোমবার সম্পূর্ণ লকডাউন।যেদিন লকডাউন চলবে সেই দিনগুলি অফিস, কাছারি কিচ্ছু খুলবে না। সরকারি-বেসরকারি কোনও পরিবহন চলবে না।আগামীকাল সোমবার সকাল ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চলবে লকডাউন। বন্ধ থাকবে সরকারি-বেসরকারি সমস্ত অফিস।তবে,ওষুধের দোকান স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে রয়েছে ছাড়। সেপ্টেম্বরের প্রথম লকডাউন কার্যকর করতে কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় মাইকে প্রচার পুলিশের।

সিপিএম কর্মীর উপর হামলার প্রতিবাদে কান্তি গাঙ্গুলির নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল জয়নগরে

কুলতলি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): এক সপ্তাহ আগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলির সিপিএম বিধায়ক রামশঙ্কর হালদারের আপ্ত সহায়ক তথা সিপিএম কর্মী জিয়াউর হক মোল্লার উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। ঘটনায় গুরুতর জখম জিয়াউরকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল ও পরে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার পর এক সপ্তাহ কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত দোষীরা কেউ গ্রেফতার হয়নি। আর সেই কারণে দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে রবিবার বিকেলে জয়নগর ২ ব্লকের বকুলতলা থানার প্রিয়নাথ মোড় থেকে নিরাপদ মোড় পর্যন্ত প্রায় ১৩ কিলোমিটার রাস্তায় বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল করল সিপিএম। সিপিএম নেতা কান্তি গাঙ্গুলির নেতৃত্বে এই মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৯ আগস্ট ভোরে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে মাছের কাটায় যাওয়ার সময় আচমকা দুষ্কৃতিরা জিয়াউরের উপরে হামলা চালায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হন তিনি। সিপিএমের দাবি ১৯৯৬ সালে জিয়াউরের বাবা ইসমাইল হককে খুন করেছিল দুষ্কৃতিরা। সেই ঘটনার অন্যতম সাক্ষী জিয়াউর নিজেই। আগামী একমাসের মধ্যে সেই মামলার রায় ঘোষণা হবে। আর তার আগেই জিয়াউরকে খুনের চক্রান্ত করেছে দুষ্কৃতিরা। এর প্রতিবাদে রবিবার বিকেলে প্রতিবাদ মিছিল করে সিপিএম। কান্তি গাঙ্গুলি ছাড়াও এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক রামশঙ্কর হালদার, উদয় মণ্ডল, শ্যামলী হালদারের মতো সিপিএম নেতৃত্ব। কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, "পরিকল্পনা করেই খুনের চেষ্টা হয়েছিল জিয়াউরকে। ঘটনার পর এক সপ্তাহ কেটে গেলেও পুলিশ দুষ্কৃতিদের গ্রেফতার করতে পারেনি। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দোষীদের গ্রেফতার না করলে আমরা থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসবো।"

অন্যদিকে, এদিনের মিছিলে প্রায় দু'হাজার মানুষজনকে একত্রিত করে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে সিপিএম মিছিল করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও সেই অভিযোগ পাত্তা দিতে চান নি কান্তি গাঙ্গুলি। তিনি বলেন, " তৃণমূল দুদিন আগেই এই এলাকায় হাজার হাজার লোকজন নিয়ে মিটিং করেছে, তাঁরা কি স্বাস্থ্যবিধি মেনেছিল?"

গ্রেফতার যোরহাটের চিকিৎসক ডা রাহুল বসুমতারির আততায়ী

যোরহাট (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : যোরহাটের জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডা. রাহুল বসুমতারির আততায়ীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ধৃত আততায়ীকে মৃত চিকিৎসক রাহুলের অতি পরিচিত দিগন্ত তাঁতি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

সমবয়সি ডাক্তারকে খুন করে মোটেও পরিতপ্ত নয় খুনি দিগন্ত। পুলিশের কাছে অকপট স্বীকারোক্তি, 'সে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, তাই তাকে মেরে ফেলেছি।' তার এই জবানবন্দি ক্যামেরায় ধরে রেখেছে পুলিশ। তবে ডা. রাহুল বসুমতারিকে খুন করার আসল তথ্য এখনও পুলিশ বের করতে পারেনি।

উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার রাতে যোরহাটের চিনামরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে হত্যাকারী দিগন্ত তাঁতিকে। দিগন্ত তাঁতিকে গ্রেফতারের পর তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে মৃত রাহুল বসুমতারির এএস ০৩ ওয়াই ৮২৮১ নম্বরের থান্ডারবাড বাইক এবং মোবাইল হ্যান্ড সেট। টকলাই চা গবেষণা কেন্দ্রের কাছে জনৈক গৃহস্থের ঘরে গতকাল সকাল প্রায় সাড়ে ছয়টায় বাইকটি নিয়ে রেখেছিল আততায়ী দিগন্ত। খুনি দিগন্ত তাঁতি পেশায় একজন রং মিস্ত্রি বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, যোরহাটের চন্দননগরে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন ডা. রাহুল বসুমতারি নামের জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকজন। শুক্রবার রাতে বিছানায় ঘুমন্ত ডা. রাহুলকে দা দিয়ে গলা কেটে খুন করেছিল দিগন্ত তাঁতি।

কলকাতায় কনটেইনমেণ্ট জোন কমে দাঁড়াল ১টিতে

কলকাতা, ৬সেপ্টেম্বর (হি. স.): সর্ব সাকুল্যে এখন মাত্র একটি কন্টেইনমেন্ট জোন রয়েছে শহর কলকাতায়। তবে খুব শীঘ্রই সেটিও সংক্রমিত তালিকার বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ কলকাতা কন্টেইনমেন্ট জোন মুক্ত হবে, এমনই আশা কলকাতা পুরসভার। নতুন তালিকায় দেখা গেছে চার নম্বর বোরোর ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ১৩ - ২১ উমেশ দত্ত লেন এখোন শুধুমাত্র কনটেইনমেণ্ট জোনের অধীনে। এখানকার মিক্সড এলাকায় সংক্রমণ রয়েছে।

আগস্ট মাসের শুরুতে শহরে কনটেইনমেণ্ট জোন ছিল ৩৯টি। সেখান থেকে কমতে কমতে এখন মাত্র একটি কন্টেইনমেন্ট জোন রয়েছে শহরে। এর আগে হটস্পটের তালিকায় ছিল বেলেঘাটা, বরিশা, আমহার্ট স্ট্রিট, চেতলা। তবে এই এলাকাগুলি এখন হটস্পটের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। জানা গিয়েছে, এই উমেশ দত্ত লেনে ৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। করোনা মহামারি যে তাহলে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে এসেছে কলকাতায় তার ইঙ্গিত পুরসভা ঘোষিত কনটেনমেন্ট জোনের সংখ্যা থেকেই মিলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, উমেশ দত্ত লেন সংলগ্ন রমেশ দত্ত লেনের বস্তি এলাকা এবং পার্শবর্তী লোহাপট্টি কনটেনমেন্ট জোনে ছিল। তবে ভয়াবহ বিষয় হল যে, হোম আইসোলেশনে থাকা পরিবারের সদস্যরা বিডন স্ট্রিট বা লোহাপট্টিতে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করেছিল। এলাকাটি মিনার্ভার কাছাকাছি, যা যথেষ্ট ব্যস্ত এলাকা। স্বাভাবিকভাবেই কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত না করলে করোনার সংক্রমণ ছড়ানোকে রোধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ প্রশাসন।

কন্টেইনমেন্ট জোনের সংখ্যা কমার পাশাপাশি কলকাতায় কমছে মৃত ও আক্রান্তের সংখ্যা। বাড়ছে সুস্থ হয়ে ওঠার হার। বেশ কিছুদিন ধরে নতুন আক্রান্তের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বেশি মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছেন কলকাতায়। কিন্তু শনিবারের রাজ্য স্বাস্থ্য ভবনের বুলেটিনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সুস্থ হয়ে ওঠার চেয়ে আক্রান্তের সংখ্যাটা বেশি।

কর্মীর উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি বিজেপির

কলকাতা, ৬সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্য জুড়ে তৃণমূল বিজেপি সংঘাত অব্যাহত। বাদ গেল না শহর কলকাতা। শনিবার দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর সংলগ্ন গাঙ্গুলী বাগানে বিজেপির সভা চলা কালীন অতর্কিৎ হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। বিজেপির অভিযোগের তীর রাজ্যের শাসকের বিরুদ্ধে। এ প্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি নেত্রী জানিয়েছেন , "গাঙ্গুলি বাগানে বিজেপি সভা চলাকালীন তৃণমূল কর্মীরা বিজেপির যুব মর্চো কর্মীদের উপর বিনা কারণে হামলা চালিয়েছে। বেশ কয়েকজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে বাঘাযতীন জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পাশাপাশি ওই হামলার প্রতিবাদে আজ ১০১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিজেপি যুব মোর্চা।"

প্রতিদিন রাজনৈতিক হিংসার একের পর এক বিরল নজির মিলছে। প্রাণ হারাচ্ছেন বহু বিজেপি কর্মী ও নেতা। ২১ শের বিধানসভা নির্বাচন লড়াই রীতি মত জমে উঠেছে। কেউ কাউকে এক চুল জমি ছাড়তে নারাজ। তাই রাজনৈতিক সংঘর্ষ বেড়েই চলেছে। তার প্রমান আবারও মিলল। সভা চলাকালীন দক্ষিণ কলকাতার গাঙ্গুলি বাগানে হামলা হয় গেরুয়া ব্রিগেডের ওপর। যা আহত হন বিজেপির বেশ কয়েকজন কর্মী। ইতিময়েই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রাস্তায় নেমেছেন বিজেপির কর্মীরা। রাজ্য রাজনীতির হিংসার বাতাবরন নিয়ে দিন কয়েক আগেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর এ বিষয়ে প্রকাশ্যে টুইট করেছিলেন। রাজ্যপাল দাবি করেন , "বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর প্রতিহিংসামূলক আচরণ হচ্ছে। সব দেখেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভুমকা পালন করছে। পুর ঘটনার জন্য রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দেয়াপাধয়ায়কেই দায়ি করেন।

তবে প্রতি হিংসা মুলক রাজনীতি ও পুলিশ নিষ্ক্রিয়তার আভিযোগ শুধু রাজ্যপাল নয় বিজিপি রাজ্য দিলীপ ঘোষও করেছেন। তার দাবি, "দলের কর্মীদের জোর করে গাজা কেস থেকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হচ্চে'। তার অভিযোগ, 'বেছে বেছে বিজেপি নেতাদের বিভিন্ন মামলা দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকারের দলদাস হয়ে কাজ করছে পুলিশ প্রশাসন'।

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত ১৫৯২, মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের

ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ছেন আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৪৭৯ জনে। এছাড়া, নতুন করে ১ হাজার ৫৯২ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হওয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ২৫ হাজার ১৫৭ জনে পৌঁছেছে।

রবিবার বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা সংক্রান্ত নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৪৭৯ জনে। এছাড়া, নতুন করে ১ হাজার ৫৯২ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হওয়ায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ২৫ হাজার ১৫৭ জনে পৌঁছেছে। পাশাপাশি করোনা শনাক্তের জন্য দেশের সরকারি ও বেসরকারি ৯২টি ল্যাবে গত ২৪ ঘণ্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১১ হাজার ২২৪টি এবং পরীক্ষা করা হয়েছে ১১ হাজার ৩৫৪টি। এ নিয়ে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হলো ১৬ লাখ ২৯ হাজার ৩১২টি। ২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় শনাক্তের হার ১৪ দশমিক ২ শতাংশ। আর মোট পরীক্ষার ক্ষেত্রে শনাক্ত হয়েছেন ১৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, নতুন যে ৩২ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে পুরুষ ২৫ এবং নারী ৭ জন রয়েছেন। এখন পর্যন্ত করোনায় মোট মারা যাওয়াদের মধ্যে পুরুষ ৩ হাজার ৫০৪ জন বা ৭৮ দশমিক ২৩ শতাংশ এবং নারী ৯৭৫ জন বা ২১ দশমিক ৭৭ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় মোট মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৮ শতাংশ।

এদিকে, করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন আরও ৩ হাজার ৪২৩ জন। এ নিয়ে দেশে মোট সুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লাখ ২১ হাজার ২৭৫ জনে। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার এখন পর্যন্ত ৬৮ দশমিক ৫ শতাংশ।

ঝাড়গ্রামে বিজেপির গণতন্ত্র বাঁচাও সভা

ঝাড়গ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর (হি: স): ঝাড়গ্রামে বিজেপির গণতন্ত্র বাঁচাও সভা। রবিবার জেলার বিনপুর দুই ব্লকের হড়দাতে বিজেপির গণতন্ত্র বাঁচাও সভাতে যোগ দিতে এসে পুলিশকে আক্রমণ করেন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি রাজু ব্যানার্জী। এদিন তিনি বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি প্রশাসনকে সম্মান করে। তাই আমরা প্রশাসনকে সম্মান করে রাজনীতি করি। আপনাদেরকে বলছি নিরপেক্ষভাবে বিচার করবেন অন্যায় ভাবে কেস দিবেন না, গ্রেফতার করবেন না। না হলে বুমেরাং হয়ে ফিরে যাবে আপনার দিকে।

এদিন জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে সরব হন বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি। তিনি বলেন, ঝাঁ চকচকে হাসপাতাল রয়েছে ডাক্তার, নার্স নেই। কিন্তু এই গরীব মানুষের জন্য মোদীজি চিকিৎসার জন্য ৫ লক্ষ টাকা দেবেন। আর এখানে তৃণমুলের নেতামন্ত্রীরা লুঠপাট চালাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, এখানে যে উন্নয়নের জন্য করছে তাঁকে মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন সব কিছু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ ঠিক করে নিয়েছে। ২০১৯ -এ হাফ করেছি ২০২১ -এ সাফ করবে। জঙ্গলমহলের মানুষ কাঁদছে। একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি জঙ্গলমহলের মানুষের মুখে হাসি ফোটাবে, চোখের জল মোছাবে। এই মুখ্যমন্ত্রী তিনি আছেন তিনি একটি সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন এবং মাথায় হিজাব পরে নাটক করেন। ২০২১ সালে তৃণমুল আর থাবকে না, বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হবে। অন্যদিকে, এদিন সকালে গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকে চায়ে পে চর্চা তে এলাকার মানুষজনের সাথে কথা বলেন রাজুবাবু। হড়দার সভাতে বেশ কয়েক জন বিভিন্ন দল থেকে বিজেপিতে যোগদান করেন বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।

পশ্চিমবঙ্গে লাগাতার হিংসার রাজ চলছে : কৈলাশ বিজয়বর্গীয়

ঝাড়গ্রাম, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে লাগাতার হিংসার রাজ চলছে। বীরভুমে একাজন কার্যকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে।শেষ পনেরো দিনে আট জন কার্যকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে। এমনকি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। আত্মহত্যায় রূপায়িত করা হয়েছে।আমি মনেকেরি তৃণমূল কার্যকর্তারা আসামাজিক গুন্ডা। এদিন রবিবার ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির পার্টি অফিসে এসে সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৈলাশ বিজয়বর্গীয়। এদিন জেলার বিভিন্ন ব্লকের মন্ডল সভাপতিদের নিয়ে একটি বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন কৈলাশ বিজয়বর্গীয় ও রাজ্য বিজেপি নেতা মকুল রায়। এদিন দলীয় কার্যালয়ে ঢোকার মুখে দু জন কৈলাশ বিজয়বর্গীয় হাত ধরে বিজেপি যোগদন করেন। এদিন কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেন বেশ কিছু লোক যারা সামাজের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে চাইছে। একইভাবে এই জায়গাতেও মাওবাদী নেতা ছত্রধর মাহাতোকে মামতা জি সংরক্ষন দিয়েছেন। ওর জামানত করিয়েছে। তৃণমূলের জবাবদারি দিয়েছেন। আজ যে ব্যক্তি পুলিশের লিস্টে ওয়ান্টেড ছিল ওই ব্যক্তি পুলিশের কাসটিডিতে এই এলাকায় ঘুরে আতঙ্ক তৈরি করছে।যারা বিজেপিতে কাজ করছে তাদের উপর চাপ দিচ্ছে।তৃণমূলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই যে অগণতান্ত্রিক কাজ বাংলা চলছে নিশ্চিতভাবেই মমতাজির অনেক বড় হার হবে। আপনি যত দাবানোর চেষ্টা করবেন বিজেপির কার্যকর্তারা আরও দ্বিগুন উঁচুতে কার্যকর্তারা জাম্প করবেন চাপ দেওয়া সত্তেও।এর জন্য মমতাজিকে মনে করিয়ে দিতে চাই ভারতীয় জনতা পার্টি কো প্রদেশের পার্টি নয়। কাশ্মির থেকে কন্যাকুমারী, অটক থেকে কটক নরেন্দ্র মোদীর মতো আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী আমাদের নেতা।দুনিয়ার সব থেকে বড় দল।একে এই ভাবে দাবানোর চেষ্টা। মমতাজি চেষ্টা করবেন হিংসার মাধ্যমে। আমাদের কার্যকর্তা আরো তেজিতে মামতাজি বিরুদ্ধে কাজ করবে। আমরা ধমকানোকে ভয় পাই না।কার্যকর্তারাও ভয় পাবেন না। সদস্য সংগ্রহ চলছে। লাখ সংখ্যায় বিজেপিতে আসতে চাইছে।এটা খুবই ভালো সবাই মোদীজির নেতৃত্বে কাজ করতে চাইছেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনের প্রশংসা করে তিনি বলেন, বিপরীত পরিস্থিতিতে যখন দুনিয়াতে হাহাকার চলছে ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই অবস্থায় মোদীজির নেতৃত্বে এই পরিস্থিতিতে কিভাবে দেশকে আর্থিক অবস্থা মজবুত করা তাতে মোদীজি ঠিক কাজ করেছেন।এই অবস্থায় যখন লকডাউন ছিল তখন সাহায্য করার জন্য কুড়ি লক্ষ কোটি টাকার যোজনা শুরু করেছেন।এতে সারা দেশে উদ্যোগ চলছে। কিন্তু মমতা জি তাতেও রাজনীতি করছেন। প্রধানমন্ত্রী যোজনার লাভ নিজের প্রদেশে নিতে চান না।কিন্তু যা ঘোষনা হয়েছে তা নিতে চান।আত্মত্যাগ করতে চান না। কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকারের মধ্যে যে তাল মিল থাকা উচিত। তা তিনি পালন করতে রাজি নন। তবে প্রধানমন্ত্রী পালন করেছেন। যখন তুফান এসেছিল এক হাজার কোটি টাকার চেক মমতাজি তুলে দিয়েছেন।কিন্তু তুফানের টাকা বাস্তবে যাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের কাছে পৌছায় নি।তৃণমূল নেতাদের মধ্য বন্টন হয়েছে। তারপরেও নির্জল্যতা দেখুন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষনা করেছেন যারা অতিরিক্ত টাকা পেমেন্ট নিয়েছেন তা ফেরৎ দিন।এমকি মমতাজি একবার বলেছিলেন যে সব নেতা কাঠমানি নিয়েছে সেই কাঠ মানি ফেরৎ দিন। সব মিলিয়ে রাজ্যে একটা অরাজক পরিস্থিতি রয়েছে।

কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না এই প্রসঙ্গে কৈলাশ বিজয়বর্গীয় বলেন, "এই বছর ব্যবসা কভিটের কারনে হয় নি।সরকারের কোষাগারে টাকা আসেনি।কেন্দ্র বলেছে রাজ্যের যা অধিকার তা পাবে।এর আগে তো বরাবার সবথেকে বেশি জিএসটির লাভ কোন প্রদেশ পেয়েছে তো সেটা পশ্চিমবঙ্গ।ইউপিএ সরকারের সময় কত টাকা পেয়েছিল।৩৫ শতাংশ টাকা আমাদের সরকার হওয়ার পর বাংলা বেশি পেয়েছে।মোদীজি উদারবাদী। আমরা অরাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রে সরকার করেছি। দুর্ভাগ্যের কথা হল বাংলা মুখ্যমন্ত্রী প্রতি কদমে রাজনীতি করছে। আর এর জন্য প্রশ্ন তোলার সময় এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র সরকারের সাথে চলতে চায় না। আলাদা থাকতে চান। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজের প্রদেশের বিদ্যার্থীদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা নেই। ওড়িশা পাশের প্রদেশ যেখানে সব বিদ্যার্থীদের জন্য ভোজনের ব্যবস্থা, থাকার ব্যবস্থা নবীন পট্টনায়েক জি করেছেন। সবাই জানে ওই পরীক্ষা সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশে,আদেশে হচ্ছে।এখানেও ইনি রাজনীতি করছেন।ওনাকে বলতে চাই আপনি সব বিষয়ে রাজনীতি করবেন না। প্রায় নয় বছর ধরে মুখ্যমন্ত্রী।বলুন তো এখশো শতাংশো জনতার রাজ করেছে,দিল জিতেছেন?না ত্রিশ শতাংশ লোকের চিন্তা,উৎসবের চিন্তা করেন। সত্তর শতাংশ লোকের মুখ্যমন্ত্রী নন মমতাজি। আমাদের সরকার একশো শতাংশ লোকের সরকার চালাবে, সবার বিকাশ করবে।"মনকে বাতের লাইক কমেছে এই প্রসঙ্গে " প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা শুধু দেশ নয় সারা বিশ্বে।দুনিয়ার অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতার মধ্যে একজন।"ছত্রধর মাহাতোকে কেন্দ্রীয় সংস্থার জেরা প্রসঙ্গে বলেন "তৃণমূল সরকার তাকে সুরক্ষা দিয়েছে।এখন মাওবাদীকে সুরক্ষা দেওয়া তার মধ্যমে পুরো এলাকা জুড়ে বিজেপির নেতা কর্মীদের সাথে দাদিগিরি করা।ওকে জোর করে বাধ্য করা হয়েছে তৃণমূলে যোদদান করতে।আমি মনে করি এটা রাজনীতি হওয়া উচিত নয়।"অন্যদিকে এদিন মুকুল রায় ঝাড়গ্রামে পোস্টার প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন।তিনি বলেন, " আমি অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে বলছি যারা এই ধরনের কাজ করেছে এর একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হোক।তাতে যদি কোনভাবে বিজেপির যোগ প্রমানিত হয় বা জানা যায় তহলে নত মস্তকে এই অভিযোগ মেনে নেব।"

বহু জল ঘোলা করে মাইবাং শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করোনায় আক্রান্ত জন্টু চক্রবর্তীর

হাফলং (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাধা গ্রামবাসীদের। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণকারীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের ভূমি ও রাজস্ব বিভাগ রেটজলের কাছে জমি বরাদ্দ করেছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলে কোভিড প্রটোকল অনুযায়ী জেলা প্রশাসন মৃত ব্যক্তিকে ওই স্থানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করবে।

শনিবার সন্ধ্যায় হাফলং সরকারি হাসপাতালে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু বরণকারী মাইবাংঙের সুভাষ নগরের বাসিন্দা জন্টু চক্রবর্তীকে আজ রবিবার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পার্বত্য পরিষদের বরাদ্দ করা জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য। কিন্তু গ্রামবাসীরা সেখানে মৃতদেহ দাহ করতে বাধার সৃষ্টি করে। কয়েকশো গ্রামবাসী বেরিয়ে এসে দাহ কাজে বাধা দেয়। জোর করে প্রশাসন সেখানে মৃতদেহ দাহ করলে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটতে পারে দেখে ম্যাজিস্ট্রেট হেমাঙ্গ নবিস মৃতদেহ নিয়ে ফিরে আসেন হাফলং সরকারি হাসপাতালে। এমন-কি হাফলং শ্মশানঘাটে এবং লোয়ার হাফলং শ্মশানঘাটে মৃতদেহ সৎকারে বাধার সৃষ্টি করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

উপায়ন্তর না পেয়ে অবশেষে উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের ইএম নন্দিতা গারলোসা ও পরিষদ সদস্য লিটন চক্রবর্তী এবং হাফলঙের বাঙালি সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসকের দায়িত্বপ্রাপ্ত দীপক জিডুং হাফলং আবর্ত ভবনে এক বৈঠক করেন। কীভাবে মৃত জন্টু চক্রবর্তীর সৎকার করা যায় এ নিয়ে আলোচনা হয়। অবশেষে ইএম নন্দিতা গারলোসা এবং পরিষদ সদস্য লিটন চক্রবর্তী মাইবাঙের পরিষদ সদস্য বিজিৎ লাংথাসা ও কালাচান্দের পরিষদের সদস্য রতন জারামবুসার সঙ্গে আলোচনা করে। তাঁরা মাইবাং শহরের স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও আলোচনা করেন। মাইবাং শহরের স্থানীয় বাসিন্দারা জন্টু চক্রবর্তীর মৃতদেহ মাইবাং শ্মশানঘাটে সৎকার করার জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করেন। শেষ পর্যন্ত রবিবার বিকেলে মাইবাং শ্মশানঘাটে মৃত জন্টু চক্রবর্তীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অতিরিক্ত জেলাশাসক দীপক জিডুং, ম্যাজিস্ট্রেট হেমাঙ্গ নবিস, ইএম নন্দিতা গারলোসা, পরিষদ সদস্য লিটন চক্রবর্তীর উপস্থিতিতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সম্পন্ন করা হয়।

ফের বাঘের হামলা, সুন্দরবনে নিখোঁজ মৎস্যজীবী

সুন্দরবন, , ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পর পর তিন দিনে সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের আক্রমণের মুখে পড়লেন মৎস্যজীবীরা। এদের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়। রবিবার সকালে এক মৎস্যজীবীকে কাঁকড়া ধরার সময় তুলে নিয়ে যায় বাঘ। এখনও পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি ঐ মৎস্যজীবীর। নিখোঁজ মৎস্যজীবীর নাম গোপাল বইদ্য(৫৫)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি জঙ্গলের ঝিলা ৬ নম্বর বিভেগে। এই ঘটনায় নিখোঁজ মৎস্যজীবীর গ্রাম গোসাবার সাতজেলিয়ার মিত্র পাড়ায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

কোন ভাবেই বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচানো যাচ্ছে না মৎস্যজীবীদের। বন দফতরের নির্দেশিকা অমান্য করার ফলেই বারে বারে দুর্ঘটনা ঘটছে। রবিবারও সুন্দরবনের জঙ্গলে বাঘের আক্রমণের মুখে পড়লেন এক মৎস্যজীবী। গত ৩রা সেপ্টেম্বর দুই সঙ্গীর সাথে গোপাল মাছ কাঁকড়া ধরতে বন দফতরের অনুমতি নিয়ে রওনা দিয়েছিল সুন্দরবনের জঙ্গলে। রবিবার সকালে তারা যখন কাঁকড়া সংগ্রহ করতে জঙ্গলে নামে, ঠিক তখনই হঠাৎ একটা বাঘ তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোপালকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায় বাঘ। অন্য দুই সঙ্গী বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও বাঘের কবল থেকে উদ্ধার করে আনতে পারেনি গোপালকে। দুই সঙ্গী ফিরে এসে বন দফতরকে বিষয়টি জানায়। বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে তল্লাশি চালিয়েও খোঁজ পান নি ওই নিখোঁজ মৎস্যজীবীর। বিষয়টি গোপালের গ্রামে জানাজানি হতেই সেখানে নেমে আসে শোকের ছায়া।

সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডিরেক্টর তাপস দাস বলেন, " একটা দুর্ঘটনার খবর পেয়েছি। কিভাবে এই ঘটনা ঘটল সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে"। মাঝে মধ্যেই মৎস্যজীবীদের উপর বাঘের হামলার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে মৎস্যজীবী মহলে। তবে বিকল্প কর্ম সংস্থান সেভাবে কিছু না থাকায় বিপদ সত্ত্বেও জল, জঙ্গলের উপরেই ভরসা করতে হচ্ছে তাদের।

২৪ ঘন্টায় ১১.৯২ লক্ষ, ভারতে ৪.৮৮ কোটির ঊর্ধ্বে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে করোনা পরীক্ষার জন্য বিগত ২৪ ঘন্টায় ১০,৯২,৭৬৫৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪.৮৮ কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এযাবৎ দেশে ৪,৮৮,৩১,১৪৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। রবিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০,৯২,৭৬৫৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৪,৮৮,৩১,১৪৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

রেসিপি: দই বুন্দিয়া

রন্ধনশিল্পী ডা. ফারহানা ইফতেখারের রেসিপিতে তৈরি করতে পারেন টক-ঝাল-মিষ্টি ইফতারি।

উপকরণ: বেসন ১ কাপ। বেইকিং পাউডার আধা চা-চামচ। শুকনা-মরিচ টেলে গুঁড়া করা আধা-চামচ। চটপটির মসলা আধা চা-চামচ। জিরা টালা গুঁড়া ১ চা-চামচ। বিট লবণ আধা চা-চামচ বা স্বাদ মতো। চিনি ১ টেবিল-চামচ বা স্বাদ মতো। টক দই ৩ কাপ। লবণ স্বাদ মতো। পুদিনাপাতা ও কাঁচা-মরিচ কুচি ১ চা-চামচ করে। তেল পরিমাণ মতো।

পদ্ধতি: একটি পাত্রে বেসন, বেইকিং পাউডার, সামান্য লবণ ও পরিমাণ মতো পানি মিশিয়ে ব্যাটার তৈরি করুন। মিশ্রণটি খুব ভালো করে ফেটে নিন। ব্যাটারটি বেশি পাতলা বা ঘন হবে না।

ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করে ঝাঁজরি যুক্ত চামচ দিয়ে উপর থেকে আস্তে আস্তে গরম তেলে বেসন এর মিশ্রণ দিন।

হালকা বাদামি করে ভেজে তেল থেকে তুলে ফেলুন।

এবার দইয়ের সঙ্গে সব মসলা দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন। যদি দইয়ের মিশ্রণ পাতলা করতে চান তাহলে আধা কাপ পানি দিতে পারেন।

এখন দইয়ের মিশ্রণে বুন্দিয়া ভিজিয়ে ফ্রিজে রেখে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পরিবেশন করুন মজার দই বুন্দিয়া।

ভাজা বুন্দিয়া এয়ার টাইট কন্টেইনারে রেখে পরেও খাওয়া যাবে। দইয়ের সঙ্গে মেশানোর মসলাগুলো ইচ্ছে করলে স্বাদ মতো কম বা বেশি নেওয়া যাবে।

ভিকিকে ক্যাটরিনার শুভেচ্ছা

শনিবার ছিল "উড়ি"র অভিনেতা ভিকি কৌশালের জন্মদিন। সারাবিশ্বের মত বলিউডের তারকারাও আছেন লকডাউন অবস্থায়। আছেন ভিকিও। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে থেমে থাকেনি তার জন্মদিনের ভার্চুয়াল উদযাপন। ক্যাটরিনা অবশ্য এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। বরাবরের মতই তিনি চুপ। জন্মদিনেও কোনও ছবি পোস্ট করেননি।

উড়ি সিনেমার জনপ্রিয় সংলাপের আদলে লিখেছেন 'মে দ্যা জোশ অলয়েজ বি হাই' আর পোস্ট করেছেন ভিকির একটি এনিমেশন - থ্রিডি ছবি।

লকডাউনের পর এই জুটি জোরেশোরেই জনসম্মুখে আসবে বলে ধারনা করছে বলিউড।

দীপিকা আর প্রিয়াঙ্কাকে পিছনে ফেলে কণিকা

করোনাভাইরাস হিতে বিপরীত না হয়ে বিপরীতে হিত হলো কণিকা কাপুরের জন্য।

বেবিডল গানের গায়িকা একাধিকবার এই সময়ে শিরোনামে ঠাঁই পেয়েছেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার জন্য।

সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বটে। কিন্তু তার আগে খবরের শিরোনাম হয়েছেন কোয়ারেন্টাইন - নীতিরীতি না মেনে ঘুরে বেড়ানোর জন্য। তাকে আটকে রাখা হয়েছিল নিয়মানুযায়ী হাসপাতালেও।

এবার ফের তিনি শিরোনাম করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সুবাদেই। তিনি এখন সুস্থ আছেন বটে, কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে বেশ রমারমা অবস্থানে আছেন এই গায়িকা।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পরেই ঘুরে বেড়ানোর পোস্টসহ নানা রকমের পোস্ট - আকুতি, মিনতির কারণে তার ফলোয়ার সংখ্যা বেড়ে যায় হঠাৎ করেই। আর তাতেই পিছনে ফেলে দিয়েছেন দীডিকা পাড়ুকোন, প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতন জনপ্রিয় ইন্সটা - তারকাদেরও।

এমনকী গুগল সার্চেও কণিকাই আছেন সবার আগে। বলিউড তারকাদের মাঝে তাই এখন কণিকা কাপুরই সবচেয়ে বেশি হিট।

কিন্তু কণিকা তাতে খুশি নন। একটি সাক্ষাৎকারে জানান, 'আমার বিরুদ্ধে য বলা হচ্ছে তার সঠিক উত্তর সঠিক সময়ে দেব।'

আপাতত তিনি বাসায় আছেন।

প্রসঙ্গত, ২০ মার্চ তিনি নিজেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার কথা প্রকাশ করেন। এরপর নিয়ম না মানার কারণে সমালোচিত হয়েছিলেন।

নাটকে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য নয়

করোনা—সচেতনতায় গত মার্চের ২২ তারিখ থেকে ছোট পর্দাসংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো সিদ্ধান্ত নেয় শুটিং বন্ধ রাখার। ৫৪ দিন শুটিং স্থগিত থাকার পর গতকাল ১৫ মে আন্তসংগঠনগুলো সিদ্ধান্ত নেয়, করোনায় নিয়ম মেনে শুটিং চালু করার। ১৭ মে থেকে শুটিংয়ে কোনো বাধা—নিষেধ থাকছে না। তবে নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, অভিনয়শিল্পীসহ অন্য কলাকুশলীদের বিশেষ নির্দেশনা মানতে হবে।

ডিরেক্টরস গিল্ডের একটি নোটিশে দেখা যায়, প্রযোজক ও পরিচালকদের জন্য শর্ত জুড়ে দিয়ে করোনার এই সময়ে শুটিং করতে বলা হয়েছে। নির্দেশনায় বলা হয়, পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রযোজক ও পরিচালকেরা চিত্রনাট্যকারদের গল্পে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য না লেখা, সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে এমনভাবে গল্প লিখতে উদ্বুদ্ধ করবেন। এ ছাড়া আরও বলা হয়, 'গল্পে আপাতত কোনো আউটডোর দৃশ্য রাখা যাবে না। সম্পূর্ণ শুটিংঘরের মধ্যে করতে হবে। অভিনয়ের সময় চরিত্রগুলো একে অন্যের থেকে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখাসহ স্বাস্থ্যবিধি মানতে বলা হয়েছে। এ ছাড়া নির্মাতা ও প্রযোজকদের পাণ্ডুলিপি দেখে নিতে বলা হয়েছে। সেখানে যেন একটি দৃশ্যে দুই থেকে তিনজনের বেশি অভিনয়শিল্পী কোনোভাবেই উপস্থিত না থাকে।

শুটিংয়ের প্রি—প্রোডাকশন টিম, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলী নির্বাচনের আগে অবশ্যই তাঁদের স্বাস্থ্যবিধি, এমনকি তাঁদের মধ্যে করোনার উপসর্গ আছে কি না, আগেই খোঁজ নিতে হবে। যাঁরা শুটিংয়ে অংশ নেবেন, তাঁরা সর্বশেষ ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টিন মেনেছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়। নির্দেশনায় আরও বলা হয়, কারও অনেক আগে থেকে কোনো অসুখ থাকলে ডাক্তারের রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁকে কাজে নেওয়া যেতে পারে। তবে ৬০ বছরের বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আলাদা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ডিরেক্টরস গিল্ডের এই আন্তসাংগঠনিক নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, সম্ভব হলে প্রি—প্রোডাকশন টিম, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলী শুটিং শুরুর ১৪ দিন পূর্বে থেকে হোম কোয়ারেন্টিনে রেখে নির্ধারিত বিরতিসহ একটানা শুটিং করা যেতে পারে।

করোনা—পরিস্থিতির আগে একটি শুটিংবাড়িতে নাটকের দৃশ্য ধারণের পূর্বে সজল এবং অর্ষা শুটিং শুরুর আগে তারকা এবং অন্যান্যদের রয়েছে নির্দেশনা। এই নির্দেশনায় বলা হয়েছে, 'বিদেশের মতো আমাদের শিল্পী—কলাকুশলীদের সম্ভব হলে পিপিই পরিধান করে নিরাপদে শুটিং করলে ভালো। তবে শুটিং শুরুর পূর্বে অবশ্যই সবার তাপমাত্রা ডিজিটাল থার্মোমিটারে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে মেপে খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। সবাইকে হাত ধুয়ে সেটে প্রবেশ করত হবে। শুটিংবাড়িগুলোতে অবশ্যই ব্লিচিং পাউডারে ভেজা প্রপস ভিজিয়ে রাখতে হবে। প্রবেশের সময় সম্ভব হলে তারকাসহ সবাইকে ৭০ ভাগ অ্যালকোহলমিশ্রিত পানি দিয়ে পুরো শরীর স্প্রে করে নিতে হবে।

শুটিং হাউসে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে গায়ের পোশাক পরিবর্তন করতে হবে। মেকআপ রুম ও শুটিং ফ্লোরে সার্বক্ষণিক জীবাণুনাশক স্প্রের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ায় সচেতনতায় মশা নিধনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ ছাড়া শুটিংয়ে করোনা—সচেতনতায় প্রোডাকশন ম্যানেজার, শুটিং হাউসের লোকদের মাস্ক এবং শিল্ড, হাতে গ্লাভস পরিধান, শুটিং ব্যবহৃত প্রপসহ অন্যান্য বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতার কথা বলা হয়েছে।

শেফ বিকাশ খান্নার 'ফুয়েলে স্টেশন টু ফুড স্টেশন'

কিছু বিষয় রেকর্ড গড়ার জন্য করা হয় না। মানবতার জন্য কোনো আয়োজন করতে গিয়ে সেটা এমনিতেই রেকর্ডে খাতায় নাম লেখায়। 'মিশেলিন স্টার' খেতাব পাওয়া ভারতীয় সেলিব্রেটি শেফ, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও লেখক বিকাশ খান্না করোনাভাইরাসের মাহামারীর সময়ে দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়েছেন নিজের সাধ্য মতো।

মুম্বাই শহরের প্রায় ১.৭৫ লাখ মানুষের খাবার বিতরণের মাধ্যমে 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঈদ ভোজ উৎসব'য়ের আয়োজন করে ফেলেছেন।

খান্নার টুইট করা এক পোস্ট ধরে দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস জানায়, কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব শুরুর পর এই ঈদের সময়ে শেফ খান্না ভারতের প্রায় ৭৯টা শহরের লাখ লাখ দুস্থ মানুষের মাঝে শুকনা খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন। যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে গত শুক্রবার থেকে।

খান্না পিটিআই'কে বলেন, "হাজি আলি দরগাহ'তে খাবার সংগ্রহ এবং সেখান থেকে ট্রাকে ভর্তি করে মুম্বাইয়ের মোহামেদ আলি রোড, ধারাবি ও মাহিম দরগাহতে বিতরণ করা হয়। ২শ' জন সেচ্ছাসেবক এবং 'ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ)এর সদস্যারা যথাযথ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিয়ে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন।"

এই মাসের ১৭ তারিখে খান্না টুইট করেন যে, "সকলের আশির্বাদে আমরা বিশ্বের বড় ঈদের ভোজ আয়োজন করতে যাচ্ছি। এরমধ্যে রয়েছে ১ লাখের ওপর শুকনা র‍্যাশন, কাঁচা ও শুকনা ফল, মসলা, রান্নার উপকরণ, মিষ্টি, জুস ইত্যাদি।"

তিনি বলেন, "এই টুইট করার পর বিভিন্ন মহল, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান থেকে আমি অভূতপূর্ব সাড়া পাই।"

তিনি আরও বলেন, "একই সময়ে ঈদ ও কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে যেখানে ভয় আর বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে, সেখানে এই ভোজের আয়োজন হতে পারে আমাদের দেশের গর্ব। সকলের চেষ্টার কারণেই এটা সফল হচ্ছে। দুর্যোগের সময় একে অপরের হাত ধরে একে অন্যকে সাহায্য করার বিষয়টাই এখানে শোভা পাচ্ছে।"

তার এই আয়োজনকে আরও বেগবান করেছে বেশি কয়েকটি খাবারের ব্র্যান্ড।

একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে খান্না, ভারতের প্রায় ৮০টা শহরে ৬০ লাখেরও বেশি শুকনা র‍্যাশন- এরমধ্যে আছে চাল, ডাল, আটা ইত্যাদি বিভিন্ন এতিমখানা ও বৃদ্ধাশ্রম এবং দুস্থদের মাঝে বিতরণ করেছেন।

আর এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খান্না বৃহস্পতিবার থেকে শুরু করেছেন 'ফুয়েল স্টেশন টু ফুড স্টেশন' কার্যক্রম।

অর্থাৎ ভারতের মহাসড়কের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পগুলো থেকে দুস্থ শ্রমিকদের জন্য খাবার বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। আর এসব শ্রমিক হচ্ছেন তারাই যারা ঈদের সময় বহু কষ্ট করে বাড়ি ফিরছেন পরিবারের কাছে।

খান্না বলেন, "আমার আমাদের ক্ষমতা বাড়িয়ে প্রতিদিন অন্তত ১০ লাখ মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি।"

দশ লাখ মানুষের পাশে শাবানা আজমি

করোনাভাইরাসের সংক্রামণের এই সময় কর্মহীন হয়ে পড়েছে ভারতেরও বিশাল এক জনগোষ্ঠী। অভিনয় শিল্পী শাবানা আজমি এই অবস্থায় সহায়তা নিয়ে দাড়িয়েছেন দশ লাখ মানুষের পাশে।

১৭২ টি জেলার প্রায় দশ লাখ মানুষের পাশে শাবানা আজমি দাড়িয়েছেন প্রতিদিনের খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে। এরমধ্যে আছে পরিচ্ছন্নতা রক্ষার সামগ্রীও।

২১টি রাজ্যের ১৭২ জেলার এসকল মানুষের পাশে শাবানা দাড়িয়েছেন একশন এইড ইন্ডিয়ার মাধ্যমে।

তিনি সম্প্রতি একটি টুইটে ধন্যবাদ জানান একশন এইড ইন্ডিয়াকে এই পরিবারগুলোর কাছাকাছি তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

তার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে আরেক টুইট করেন ভারতের জনপ্রিয় মাস্টার শেফ ভিকাশ খান্না।

করোনাভাইরাস: আরেক সালমানের লড়াই

করোনাভাইরাসের আক্রান্তদের সহায়তায় চলচ্চিত্র অঙ্গনের তারকারা বিভিন্নভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছেন সাহায্যের হাত।

তারই ধারাবাহিকতায় চেন্নাইইয়ের করোনাভাইরাস আক্রান্তদের সহায়তায় অর্থ সংগ্রহ উদ্যোগের অংশ হিসেবে তিন ভক্তের সাথে 'ভার্চুয়াল মিট' এর ঘোষণা দিয়েছেন দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা দালকার সালমান।

শুক্রবার রাতে, দালকার সোশ্যাল মিডিয়ায় একথা জানান। যারা দান করবেন তাদের ভেতর থেকে বিজয়ী ৩ জন দশ মিনিটের জুম সেশনে দালকারের সাথে যোগ দিতে পারেন। অভিনেতা চেন্নাইকে এই চলমান মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য এটি করছেন এবং অন্যান্য তারকাদেরও অনুরূপ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

১০০ রুপি দান করার মাধ্যমে এই আয়োজনে অংশগ্রহন করা যাবে। তার ইন্সটাগ্রাম পোস্ট অনুসারে, অংশগ্রহনকারীদের শনিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ৮ টার মধ্যে প্রদত্ত নম্বরে জিপে'র মাধ্যমে ১০০ রুপি দান করতে হবে এবং একটি স্ক্রিনশট নিতে হবে এবং তিনজন বিজয়ীর নাম রবিবার ঘোষণা করা হবে।

ভারতের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভারতে কোভিড -১৯ এর কারণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮০ জন এবং আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৩৭৮ জন।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে মৃতের সংখ্যা ১৫ এবং আক্রান্তের সংখ্যা ১৩২৩ জন।

যে কারণে আদিত্যর সঙ্গে ঘর বাঁধলেন রানী

রানী মুখার্জি এবং আদিত্য চোপড়া বিয়ে করেন ২০১৪ সালে। কোনো জাঁকজমক অনুষ্ঠান হয়নি। দেখা যায়নি কোনো আয়োজনের আতিশায্য।

বলিউডের রানীর এহেন বিয়ে অনেকেই মানতে পারেনি। কিন্তু রানী বেজায় খুশি। স্বামী আদিত্যকে নিয়ে, নিজের বিয়ে নিয়েও।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "বিয়েতে তেমন কোনো অনুষ্ঠান চাইনি। কারণ আমি চাইছিলাম বিয়ে ব্যক্তিগত একটি বিষয় আমাদের ঘরের আঙিনাতেই থাকুক।"

শুধু তাই নয়, আদিত্য যদি করন যোহরের মতো 'সোশাল বাটারফ্লাই' হতেন তাহলে হয়ত প্রেমটাই হত না। রানী বলেন, "আদিত্যকে হয়ত বিয়েই করতাম না যদি ও করনের মতো সবখানে থাকতো। এমন কোনো অনুষ্ঠান নেই যেখানে করনকে দেখা যায় না। আমি খুবই খুশি যে আদিত্য ওর নিজের ভুবনে থাকে।"

আদিত্যকে 'প্রাইভেট পার্সন' আখ্যা দিয়ে বলেন, "আদিত্য কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আসে। নিজের মতো সময় কাটায়। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটায়- এটাই আমার ভালোলাগে। এটা আমার একান্ত ভাবনা বটে। তবে এটাও ঠিক! ও এমন না হলে হয়ত আমাদের বিয়েটাও হত না।"

প্রসঙ্গত, ক্রমারদানি-২" দিয়ে আবারও লাইমলাইটে ফিরে এসেছেন রানী মুখার্জি। ওদিকে যশরাজ ফিল্মস নিয়ে ব্যস্ত আছেন আদিত্য চোপড়া। এই ক্রান্তিকালেও মুক্তি পেয়েছে পরিনীতি চোপড়া আর অর্জুন কাপুর অভিনীত ছবি 'সন্দীপ আউর পিঙ্কি ফারার'।

আর এখন তৈরি হচ্ছেন নতুন ছবি নিয়ে।

'মিসেস সিরিয়াল কিলার' জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ

'গেন্দাফুল' গানের তালে কোমর দুলিয়ে দর্শকদের প্রশংসা পাওয়ার পর এবার সিরিয়াল কিলারের ভূমিকায় আবির্ভূত হচ্ছেন বলিউড নায়িকা জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ।

স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে তার সিরিয়াল কিলার হয়ে উঠার কাহিনি নিয়েই নির্মাণ করা হয়েছে নেটফ্লিক্স অরিজিনাল চলচ্চিত্র 'মিসেস সিরিয়াল কিলার'।

ফারাহ খানের প্রযোজনায় ছবিটি নির্মাণ করেছেন শিরিশ কুন্দ।

ভারতজুড়ে চলমান লকডাউনের মধ্যেই ১ মে থেকে নেটফ্লিক্সে চলচ্চিত্রটি প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

নেটফ্লিক্সের এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে ওয়েব দুনিয়ায় অভিষেক ঘটছে জ্যাকুলিনের; সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছবির ট্রেইলার প্রকাশ করে তিনি লিখেছেন, 'দেখুন তো জ্যাকুলিনকে আপনারা চিনতে পারেন কি না।' ইতোমধ্যে দর্শকদের মাঝে ট্রেইলারটি দারুণ সাড়া ফেলেছে। তার স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনোজ বাজপেয়ী; এতে একজন পুলিশ অফিসারের চরিত্রে দেখা যাবে মোহিত রায়নাকে।

ও কোহলি: আনুশকা শর্মা

লকডাউনে না হচ্ছে শুটিং, না হচ্ছে খেলার মাঠে টানটান উত্তেজনার খেলা। তাই বাসাতে সারাবিশ্বের মানুষের মত সময় কাটাচ্ছেন আনুশকা শর্মা এবং বিরাট কোহলি।

বলিউডের তারকা আনুশকা এবং ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি জুটি হিসেবে দারুণ জনপ্রিয়। তাদের প্রেম, খুনসুটি আর সাংসারের গল্প সবাই ভালোবেসে দেখতে পছন্দ করেন।

লকডাউনের এমন সময়েও তাদের প্রেমে ভাটা পড়েনি এতোটুকু। তার প্রমাণ পাওয়া গেল সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভেসে বেড়ানো একটি পোস্টের মাধ্যমে।

যেখানে আনুশকাকে দেখা গেছে বিরাটের সঙ্গে খেলা নিয়ে মজা করতে। আর ওদিকে বিরাটও ব্যস্ত। তবে খুনসুটিতে নয় - বই পড়াতে।

ভিডিওটিতে দেখা যায়- আনুশকা ডাকছে, 'এই কোহলি কোহলি, যা না , চার ছক্কা মার না"..

এভাবে ডাকার কারণ হিসেবে আনুশকা ব্যাখ্যা করেন এভাবে,

'কোহলি মাঠকে মিস করছে। আর মাঠে খেলার সময় এভাবেই তাকে দর্শকরা ডাকে। ঘরে বসেই মাঠের আনন্দ দিতে এইভাবে ডাকা।"

রবিবার ত্রিপুরা বিদ্যুৎ কর্মী ইউনিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

করোনার জের, দুর্গোৎসবের উচ্ছ্বাস নেই করিমগঞ্জে, হাত গুটিয়ে মৃৎশিল্পী থেকে বস্ত্রবিপণি

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : শরতের আকাশে হালকা মেঘের আনাগোনা। বাতাসে শিউলি ফুলের গন্ধ। চারিদিকে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা। সব মিলিয়ে জানান দিচ্ছে আনন্দময়ীর আগমনবার্তা "দুর্গাপুজা"। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব "দুর্গোৎসব"। উৎসব মানেই আনন্দ। আর এই উৎসবে শামিল হতে বাঙালি একটি বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। শরৎ ঋতুর আগমনের সাথে সাথে প্রত্যেক বাঙালির মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মর্ত্যলোকে আনন্দময়ীর আগমনকে ঘিরে চারদিকে থাকে সাজো সাজো রব। চিন্ময়ী মাকে মৃন্ময়ী রূপ দিতে মৃৎশিল্পীরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিন্তু করোনার প্রকোপে এবার মাথায় হাত পড়েছে মৃৎশিল্পীদের। ঢাকিরাও সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন, পুজোর সময় কিছুটা রোজগার হবে বলে। কিন্তু করোনা এবারের পুজোর আনন্দটাই মাটি করে দিয়েছে।

করিমগঞ্জ জেলায় এবার নেই কোনও বিগ বাজেটের পুজো। যার ফলে প্রতি বছর যাঁরা চরম ব্যস্ত থাকেন, সেই সকল মৃৎশিল্পিরা হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন। শহরের বড় বড় মৃৎ-শিল্পালয়গুলোর সাথে গ্রাম করিমগঞ্জের বিভিন্ন স্থানের ছোট ছোট মৃৎ-শিল্পালয়গুলোতেও নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। করিমগঞ্জ শহরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা শিল্পালয়, রাধা বল্লভ, প্রাণ বল্লভ, রূপ শিল্পালয়ে এবার কোনও তৎপরতা নেই। এক অজানা অদৃশ্য নীরবতা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সর্বত্র।

হাতে মাত্র দেড় মাস সময় রয়েছে। আনন্দময়ী মর্ত্যলোকে পাড়ি দেবেন। অন্যান্য বছর এই সময় চারদিকে পুজোর প্রস্তুতিতে চরম ব্যস্ততা বিরাজ করে। কিন্তু এবার করোনার প্রকোপে চারিদিকে নীরবতার পরিবেশ। বস্ত্র বিপণিগুলিতেও নেই কোনও ব্যস্ততা। পুজোর কাপড় আনতে ব্যবসায়ীরা বাইরে যেতে পারেননি। তাই বস্ত্র বিপণিগুলিতেও কোনও তৎপরতা নেই এ বছর। অনেকটা সাদামাটা পরিবেশ বিরাজ করছে জেলার ব্যবসায়ী মহলে।

শহরের বিগ বাজেটের পুজো কমিটি সহ গ্রামাঞ্চলের কম বাজেটের পুজো কমিটিগুলোর কর্মকর্তাদের মধ্যেও কোনও উৎসাহ নেই। এবার আশ্বিন মাস মল মাস। তাই, ভাদ্র মাসের ৩১ তারিখ মহালয়া এবং পুজো কার্তিক মাসের ৪ তারিখ থেকে শুরু হবে। মহালয়া ও পুজোর মধ্যে একমাস অন্তর থাকায় এবার পুজো কমিটিগুলো প্রস্তুতিতেও কিছুটা বিলম্ব করছে। এক বছরের পুজো সমাপ্ত হওয়ার পরই পরের বছরের জন্য প্রতিমা তৈরির প্রস্তুতি শুরু করে দেন মৃৎশিল্পীরা। কিন্তু করোনা অতিমারির কারণে এবার মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততায় ভাটার টান পড়েছে।

করিমগঞ্জ শহরের স্টেশন রোডে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা শিল্পালয়ের অর্ধনির্মিত প্রতিমা বরাকের বিভিন্ন বিগ বাজেটের পুজো মণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়। বরাকের তিন জেলার বিভিন্ন বিগ বাজেটের পুজোয় স্থান পায় এই শিল্পালয়ের প্রতিমা। কিন্তু এ বছর করোনা অতিমারির দরুন বরাকের তিন জেলার কোনও পুজো কমিটি থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিমার অর্ডার আসেনি বলে জানান প্রতিমা শিল্পালয়ের স্বত্বাধিকারী স্বপন কুমার পাল। চৈত্র মাসের বাসন্তি পুজো থেকেই প্রতিমা অর্ডারে ভাটা পড়েছে। আর সেই ধারা অকালবোধন শারদীয়া দুর্গাপূজায়ও বহাল রয়েছে বলে জানান জেলার বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী স্বপন কুমার পাল। করিমগঞ্জ জেলা সদরের যে কয়েকটি বিগ বাজেটের পুজো রয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগ ক্লাবের প্রতিমা অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার অনেক কম বাজেটের ও আকর্ষণহীন।

এ সম্পর্কে প্রতিমা শিল্পালয়ের স্বত্বাধিকারী স্বপন কুমার পাল জানান, শরৎকালের দুর্গাপূজার কয়েকমাস আগে থেকেই যেখানে প্রতিমা তৈরিতে রাত জাগতে হত, এবার তার কোনও লক্ষণই নেই। যাঁরা বিশাল বিশাল প্রতিমা নিয়ে যান, তাঁরা এবার ছোট প্রতিমার অর্ডার দিয়েছেন। বরাকের অন্য দুই জেলা কাছাড় ও হাইলাকান্দি থেকে এখন পর্যন্ত প্রতিমার অর্ডার আসেনি। করিমগঞ্জের অনেক বিগ বাজেটের পুজো কমিটি এবার সামান্য টাকার প্রতিমার অর্ডার দিয়েছে। তবে তিনি এ-ও জানান, তাঁরা কয়েকটি বড় প্রতিমার অর্ধেক কাজ শেষ করে রেখেছেন। যদি কোনও ক্লাব শেষ মুহূর্তে অর্ডার দেয় তবে তাঁরা যেভাবেই হোক তৈরি করে দিতে প্রস্তুত, জানান বিশিষ্ট মৃৎশিল্পী স্বপন কুমার পাল।

জেলার অন্যান্য শিল্পালয়গুলিতেও একই অবস্থা। নেই কোনও উৎসাহ, নেই প্রতিমা তৈরির চরম ব্যস্ততা। করোনা অতিমারির সঙ্গে লড়াই করে শেষপর্যন্ত শারদীয়া দুর্গোৎসব কতটুকু সফল হয়ে ওঠে, এ নিয়ে উৎসব প্রেমী বাঙালি গভীর উৎকণ্ঠায়।

বার্মিংহাম শহরে প্রকাশ্যে ছুরি হাতে তাণ্ডব চালাল এক দুষ্কৃতী

বার্মিংহাম, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম শহরে প্রকাশ্যে ছুরি হাতে তাণ্ডব চালাল এক দুষ্কৃতী। তার দু'ঘণ্টার তাণ্ডবে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং সাতজন জখম হয়েছেন। রবিবারের এই ভয়ংকর পরিস্থিতিকে 'বড়সড় ঘটনা'বলেই ব্যাখ্যা করল ব্রিটিশ পুলিশ।

ওয়েস্ট মিডল্যান্ড পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একাই ছিল। তার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের বা অন্য কারও যোগ ছিল না বলেই প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। অভিযুক্তকে এখনও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তার খোঁজে তল্লাশি চলছে। এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের সাহায্য চেয়েছে পুলিশ।

ওয়েস্ট মিডল্যান্ড পুলিশের চিফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট স্টিভ গ্রাহাম জানিয়েছেন, 'এই হামলার ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এক পুরুষ ও এক মহিলা গুরুতর জখম হয়েছেন। আরও পাঁচজন জখম হলেও, তাঁদের জীবনের ঝুঁকি নেই। অভিযুক্ত ব্যক্তি হামলা শুরু করে লিভারি স্ট্রিট থেকে। এরপর আর্ভিং স্ট্রিট ও পরে হার্স স্ট্রিটে হামলা চালায় সে। এই ঘটনা মর্মান্তিক, অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও ভয়ানক। হতাহতদের মধ্যে কোনওরকম যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই। ফলে মনে হচ্ছে, এলোপাথাড়ি হামলা চালানো হয়েছে। কে এই ঘটনার জন্য দায়ী এবং ঠিক কী হয়েছে, সেটা জানার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা।'

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ট্যুইট করে হতাহতদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। তিনি জরুরি বিভাগের আধিকারিকদের ধন্যবাদও জানিয়েছেন।

মালাইকাও করোনা পজিটিভ

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): এবার করোনাভাইরাসে রিপোর্ট পজিটিভ এল অভিনেত্রী মালাইকা অরোরারও। রবিবার বেলায় খবর প্রকাশ্যে আসে যে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন অভিনেতা অর্জুন কাপুর। এর পরেই জানা যায় যে অর্জুন কাপুরের প্রেমিকা তথা অভিনেত্রী মালাইকাও এই ভাইরাসে আক্রান্ত। খবরটি যে ঠিক তা নিশ্চিত করেছেন তার বোন অমৃতা আরোরা।

মালাইকা এই মুহূর্তে ডান্স রিয়েলিটি শো 'ইন্ডিয়া'স বেস্ট ডান্সার'-এ বিচারকের ভূমিকায় রয়েছেন। এই শোয়ের দুজন প্রতিযোগী সম্প্রতি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর এইবার শো এর বিচারক মালাইকা নিজেও আক্রান্ত হলেন। এই শো এর একটি এপিসোড শুটিং হওয়ার কথা ছিল আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার। কিন্তু মালাইকার এই খবর পাওয়ার পরে এখন তা বন্ধ রাখা হয়েছে। এস এর প্রোডাকশন হাউজের এক সূত্র জানিয়েছেন, "শুটিং পেছানো হয়েছে। এইসব সমস্ত প্রতিযোগী এবং সদস্যদের লালারসের রিপোর্ট আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করছি। এর পরেই আমরা পরবর্তী শুটিংয়ের ডেট ঘোষণা করতে পারব। এর আগে আজদুপুরে অর্জুন টুইট করেন, "আপনাদের সকলকে আমার এটা জানানো উচিত যে আমি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছি। আমি ঠিক আছি এবং আমার কোনো উপসর্গ নেই। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আমি বাড়িতে আইসোলেশনে রয়েছি। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি এখন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবো। আপনাদের সকলের সমর্থনের জন্য আমিধন্যবাদ জানাই এবং আপনাদের সকলকে স্বাস্থ্যের সম্পর্কে সমস্ত টা জানাতে থাকবো। এটা একটা কঠিন সময়ে এবং আমার বিশ্বাস যে মানবজাতি এই ভাইরাসের সঙ্গে লড়ে নেবে।"

২১- র নির্বাচনের আগে তৃণমূলে যোগ অব্যাহত

হাওড়া, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স): সামনেই ২১- র নির্বাচন বর্তমানে সব রাজনৈতিক দল গুলির চোখ ওদিকেই। আর এরই মাঝে তৃণমূলে যোগ অব্যাহত কর্মী-সমর্থকদের। রবিবার হাওড়ায় পদ্ম শিবির ছেড়ে ফের ঘাসফুলে যোগ দিলেন প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী সমর্থক। এদিন হাওড়ায় তৃণমূলের সদর কার্যালয়ের সামনে তৃণমূলে যোগদান বহু কর্মী সমর্থকরা। বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া মহিলা কর্মীবৃন্দ ও সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন তৃণমূলের জেলা সদর চেয়ারম্যান মন্ত্রী অরূপ রায়।

কর্মী-সমর্থকদের যোগ দানের প্রসঙ্গে অরূপ রায় জানান, এরা তৃণমূলের নীতি, আদর্শ, শৃঙ্খলা মেনে দল করবেন। এরা পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা"।

বরাক উপত্যকায় নতুন কোভিড আক্রান্ত ১৬৯ জন

শিলচর (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকায় করোনা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি হচ্ছে না। ক্রমশই অবনতির দিকে যাচ্ছে। উপত্যকার তিন জেলাতেই বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আজ রবিবার তিন জেলায় নতুন করে কোভিড আক্রান্ত হয়েছেন ১৬৯ জন। এঁদের মধ্যে কাছাড়ের ৮৪ জন, হাইলাকান্দি জেলার ১৩ জন এবং করিমগঞ্জ জেলার নতুন ৭২ জন আক্রান্ত হয়েছেন। তবে আজ এই খবর লেখা পর্যন্ত শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে একজনেরও মৃত্যু হয়নি।

কাছাড়ে আজ নতুন করে যে ৮৪ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মিলেছে তাঁদের মদ্যে ৭৯ জনকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং বাকি পাঁচ জনকে আরটি-পিসিআর টেস্টের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়েছে। আজ মোট ৭৮১ জনের রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে। স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের রিপোর্ট অনুযায়ী এখন পর্যন্ত কাছাড় জেলায় কোভিড সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ২৪ জন।

হাইলাকান্দি জেলায় আজ নতুন করে ১৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২,৫২০ জনে। আজকের আক্রান্তদের মধ্যে ১৩ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ রেজাল্ট এসেছে। ৪৮৮ টি স্যাম্পল কালেকশন হয়েছে। এখন পর্যন্ত রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে মোট ১, ৩২২ জনকে পজিটিভ পাওয়া গেছে। সুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন ২,০৮৪ জন। বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলায় ৪১৯ জন কোভিড সক্রিয় রোগী রয়েছেন। স্টেট ডেথ অডিট বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে হাইলাকান্দি জেলায় এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এদিকে রবিবার করিমগঞ্জ জেলায় ৭২ জনের শরীরে করোনার সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তাঁদের মধ্যে ২৩ জন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে এবং ৪৯ জন শনাক্ত হয়েছেন আরটি-পিসিআর টেস্টে। তাতে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৯৭১। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ হাজার ৭৮৬ জন। রবিবারই হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন ৫৫ জন। রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টেও সংক্রমণের হার কমে এসেছে করিমগঞ্জে। এদিন ৪৭৯ জনের রেপিড টেস্ট হয়েছে।

সারা বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত ২,৬৭,৮২,৫৮২ জন

বাল্টিমোর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২ কোটি ৬৭ লাখ ৮২ হাজার ৫৮২ জন। আর এ মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৮ লাখ ৭৮ হাজার ২৩৭ জন।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যানুযায়ী, রবিবার সকাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮ লাখ ৭৮ হাজার ২৩৭ জনের এবং আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৬৭ লাখ ৮২ হাজার ৫৮২ জনে। ইতিমধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ১ কোটি ৭৮ লাখ ৪৩ হাজার ৯২৯ জন।

বিশ্বে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে রবিবার সকাল পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৫৩৫ জন। দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যাও বিশ্বে সর্বোচ্চে, ৬২ লাখ ৪৫ হাজার ১১২ জন।

আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্রাজিল। রবিবার সকাল পর্যন্ত সেখানে আক্রান্ত হয়েছে ৪১ লাখ ২৩ হাজার জন। এ পর্যন্ত মারা গেছে ১ লাখ ২৬ হাজার ২০৩ জন।

আক্রান্ত ও মৃত্যুর দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রামিত ৯০৬৩৩। ওই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে মৃত ১০৬৫। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৪১ লাখের মাইলফলক পেরিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১১৩৮১২।মৃতের সংখ্যা ৭০ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০৬২৬। গোটা দেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৬২৩২০।সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩১৮০৮৬৬।

হুমড়ি খেয়ে পড়া দর্শনার্থীদের ভীড় এড়াতে নয়া ব্যবস্থা গৌরিবাড়ি পুজো কমিটির

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স): ইতিমধ্যেই কলকাতাজুড়ে ছড়িয়ে গিয়েছে পুজো পুজো রব। আর মাত্র কয়েক দিনের অপেক্ষায় মহালয়া। মহালয়া মানেই বাঙালি জেনে যায় পুজো দোড়গোড়ায় এসে হাজির। কিন্তু করোনা আবহে চলতি বছর সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে দর্শনার্থীদের। আর তাই হুমড়ি খেয়ে পড়া দর্শনার্থীদের ভীড় এড়াতে এক অভিনব ব্যবস্থা করল গৌরিবাড়ি পুজো কমিটি।

দূর্গা পুজো মানেই প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ভিড় জমায় বাঙালি সবারই জানা। পুজোয় ঘরে থাকতে না দাগে শহরবাসী। যদি চলতি বছর করোনা আবহে মন খারাপ সকলের। কিন্তু তবুও দূর্গা ঠাকুর দেখা থেকে বিরত থাকবে না কেউ। আর তাই আগেভাগেই ব্যবস্থা নিচ্ছে গৌরিবাড়ি পুজো কমিটি।হুমড়ি খেয়ে পড়া দর্শনার্থীদের ভীড় এড়াতে গৌরিবাড়ি পুজো কমিটি এক্সটেনশানের ব্যবস্থা করছে। পুজোর উদ্যোক্তারা বলছেন স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে। তাই সকলকে অনুরোধ করা হবে মাস্ক পরে মণ্ডপে আসতে।

৪.৩ মাত্রার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

পোর্টব্লেয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভূমিকম্প আব্যহত দেশে। রবিবার ভূমিকম্প অনুভূত হল ভারতে। এদিন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানাচ্ছে, সকাল ৬ টা বেজে ৩৮ মিনিটে এই কম্পন অনুভূত হয়। হঠাৎ করে মাটি কাপায় যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষেরা। যদিও ভূমিকম্পের জেরে এখনও কোনও ক্ষয় ক্ষতির হয়নি বলেই এখন পর্যন্ত জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি মাসের শুরুতেই

ছয়ের পাতায়

নয় দিনের লকডাউনের পর স্বাভাবিক ছন্দে করিমগঞ্জ

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নয় দিনের লকডাউনের পর শেষপর্যন্ত ছন্দে ফিরেছে গ্রাম করিমগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চল। একই সাথে সমগ্র রাজ্যে আনলক-৪ বলবৎ হয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই জেলা সদর সহ করিমগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলের দোকানপাট, বাজারহাট স্বাভাবিক হয়েছে। সকাল থেকেই বাজারে ছুটছেন ক্রেতারা। যদিও বিগত কিছুদিন থেকে করোনার থাবা বরাক উপত্যকায় বিশেষভাবেই পড়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে মৃতের সংখ্যাও। ফলে দেশে আনলক প্রক্রিয়া শুরু হলেও পরিস্থিতি বিবেচনায় বরাক উপত্যকায় অতিরিক্ত নয় দিনের লকডাউন ঘোষণা করেছিল তিন জেলা প্রশাসন।

২৭ আগস্ট সকাল থেকে ৪ সেপ্টেম্বর রাত বারোটা পর্যন্ত বলবৎ ছিল এই লকডাউন। এরই মধ্যে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ আনলক ৪ ঘোষণা করেছিলন রাজ্যে। দীর্ঘ দিনের লকডাউনের ফলে আটকে পড়া মানুষের জীবনযাত্রা নতুন ছন্দে ফিরে আসে শনিবার সকাল থেকে। কিন্তু অনেকের মতে, এই আনলক প্রক্রিয়া বিপদ ডেকে আনতে পারে উপত্যকাবাসীর জন্য। কেননা উপত্যকার বর্তমানে করোনা প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে উপত্যকায়। এমতাবস্থায় এই আনলক হওয়ার ফলে করিমগঞ্জ জেলা সহ উপত্যকার অন্য দুই জেলায়ও সংক্রমণ বাড়তে পারে বলে অনেকেরই ধারণা।

এদিকে করোনা অতিমারি নিয়ে জনগণের মধ্যে এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত অভাব রয়েছে সচেতনতার। সাধারণ মানুষ সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে বাজারে ভিড় করছেন। অনেকের মুখে নেই মাস্ক। অন্যদিকে লকডাউনের শেষ দিন শনিবার করিমগঞ্জে সর্বাধিক ১৬২ জন লোক করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে দুই ব্যক্তির। ফলে সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। জেলার সচেতন মহলের মতে, করিমগঞ্জ জেলা সহ বরাকের অন্য দুই জেলায় আরও কয়েকদিন লকডাউন আইন জারি থাকলে ভাল হতো।

বাংলাদেশের মসজিদে বিস্ফোরণের মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৪

ঢাকা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বাংলাদেশের মসজিদে বিস্ফোরণের ঘটনায় রবিবার আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৪। গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় ১৪ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ এশার নামাজের পর ভয়াবহ বিস্ফোরণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জের পশ্চিমতল্লা বায়তুস সালাত জামে মসজিদ। গুরুতর দগ্ধ হন ৫০ জনেরও বেশি মানুষ। গতকাল পর্যন্ত মারা যান ২০ জন। ভয়াবহ ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় রবিবার আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ৪ জন মৃতের মধ্যে তিনজনের নাম জানা গিয়েছে। তাঁরা হলেন ওই এলাকার বাসিন্দা ও মসজিদ কমিটির কোষাধ্যক্ষ শামিম হোসেন (৪৮), জুলহাস ব্যাপারী (৩০) এবং স্থানীয় পত্রিকার চিত্রসাংবাদিক নাদিম (৪৫)। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৪।

স্থানীয় পুলিশকর্তা ইকবাল হোসেন জানিয়েছেন, গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় আরও ১৪ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তাঁদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে, রবিবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের ঘটনার কারণ যত দ্রুত সম্ভব বের করা হবে। বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নমুনা সংগ্রহের পর তদন্ত শুরু করেছে। এদিন তিনি প্রশ্ন তোলেন 'ওই অল্প জায়গায় ৬টা এসি। গ্যাসের লাইনের ওপরেই নাকি এই মসজিদটা নির্মাণ করা হয়েছে। এ সব কী করে সম্ভব? সব তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

পাশাপাশি এই ঘটনায় ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনও দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। জেলা প্রশাসন, দমকল বিভাগ, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের পর এই দুটি কমিটি মিলিয়ে এ ঘটনায় ৫টি তদন্ত কমিটি গড়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, ওই বিস্ফোরণের তীব্রতা এটাই ছিল যে, মসজিদের ৬টি এসি, ফ্যান, বিদ্যুতের তার, প্যানেল বোর্ড সবকিছু পুড়ে যায়। দরজা---জানালার সমস্ত কাঁচও ভেঙে গিয়েছে। দমকল ও পুলিশের অনুমান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট ও গ্যাসের পাইপলাইনে লিকেজ থেকেই এই ঘটনা ঘটেছে।

দাউদের ফোন! নিরাপত্তা বাড়ান হল উদ্ধব ঠাকরের

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): অজানা নম্বর থেকে ফোন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধাব ঠাকরের বাড়িতে। জানা গেছে পাকিস্তানে আশ্রিত মাফিয়া ডন দাউদ ইব্রাহিমের শাগরেদের ফোন ছিল। ঘটনায় চূড়ান্ত সতর্কতা জারি হয়েছে রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ মহলে। অজানা নম্বর থেকে ফোন আসার পর মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ও তাঁর দফতর ও বাসভবনের কর্মীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

রবিবার উদ্ধবের বাসভবন 'মাতশ্রী'-তে এক অপরিচিত কণ্ঠ ফোন করে নিজেকে দাউদ-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দেয়। তবে বান্দ্রা ইস্ট এলাকায় মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন উড়িয়ে দেওয়ার দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা শিব সেনা নেতা অনিল পরব। জ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চায়। সে নিজেকে দাউদ ইব্রাহিমের দলের সদস্য হিসেবে পরিচয় দেয়।

মন্ত্রীর কথায়, 'ওই ব্যক্তি শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেই চেয়েছিল। বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার কথা সে বলেনি। আমরা বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি। তারা তদন্তে নেমে ওই কল সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছে এবং সেই ব্যক্তি আদৌ দাউদের দলের সদস্য কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এমন হুমকি দেওয়ার সাহস কারও হয়নি এবং সরকার এমন ব্যক্তিকে ছাড় দেবে না।'

অসমর্থিত সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, এ দিন মোট তিন থেকে চার বার মাতশ্রীতে অজানা নম্বর থেকে ফোন এসেছিল। যদিও পরব ফোনের সংখ্যা সম্পর্কে কিছু জানাননি।

তবে ফোন আসার পরে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে ও তাঁর দফতর ও বাসভবনের কর্মীদের নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিব সেনা নেতা অনিল পরব।

গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৩০৮৭ জন

কলকাতা, ৬সেপ্টেম্বর(হি.স): পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও একইসঙ্গে বাড়ছে সুস্থতার হার। রবিবার একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০৮৭ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩২০৭জন। এদিন সুস্থতার হার তাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৫.১৯শতাংশ। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫২ জন।এই পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩৫৬২জনের।অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩,২১৮ জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১লাখ ৮০হাজার ৭৮৮জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৫৪হাজার ৮জন।

গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪১ জন। পাশাপাশি ওই ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪০২জন। কলকাতায় একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। তবে উত্তর ২৪ পরগনার সংক্রমণ ক্রমেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এই জেলায় এক দিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৯০। যেখানে সুস্থ হয়েছেন ৫৩৭ জন। ওই জেলায় মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। এদিনের রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

যদিও এদিন নমুনা পরীক্ষাও হয়েছে সর্বাধিক। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৬হাজার ৫০৫টি। পরীক্ষিত নমুনার ৮.৩৭শতাংশ মানুষের দেহে সংক্রমনের হদিস মিলেছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২১লাখ ৫৮হাজার ৬৯০টি। এখন রাজ্যে ৭১টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

কঠিন পরিস্থিতি এবার করোনা সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে মুদিয়ালি ক্লাব

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর(হি স): করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। চোখে না দেখা গেলেও এই ভাইরাস আতঙ্কে একপ্রকার কোণঠাঁসা শহর। শুধু করোনাই নয় করোনার দোসর হয়েছে ডেঙ্গি। কঠিন পরিস্থিতিতে শহরবাসীর দায়িত্ব নিতে চলেছে পুজো ক্লাবগুলো। রবিবার করোনা, ডেঙ্গি নিয়ে সতর্কতামূলক প্রচারে মুদিয়ালি ক্লাব।

কিছুদিন আগেই করোনার সঙ্গে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে কলকাতাতেই মৃত্যু হয়েছে একজনের। আর তাই জনগণকে সচেতন করতে তৎপর পুজো কমিটি গুলো। এদিন করোনা, ডেঙ্গি ও পরিবেশ নিয়ে মুদিয়ালি ক্লাবের তরফে সতর্কতামূলক প্রচার চালানো হয় কলকাতা পুরসভার সহযোগিতায়। এলাকার প্রতিটি বাড়ি জীবাণুমুক্ত করা হয়। পাশাপাশি এলাকায় ছড়ানো হয় ব্লিচিং। শুধু তাই নয় লাগানো হয় গাছের চারাও।

মন্ডল সভাপতিকে শোকজ এ ক্ষোভ বিজেপির অন্দরমহলে

বাঁকুড়া,৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মন্ডল সভাপতিকে শোকজকে কেন্দ্র করে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে বিজেপির অন্দরমহলে। বাঁকুড়া জেলার বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলাৰ ওন্দা তিন নম্বর মণ্ডলের সভাপতি কল্যাণ চ্যাটার্জিকে দল বিরোধী কার্যকলাপের জন্য শোকজ করা হয়েছে।বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হরকালী প্রতিহার লিখিতভাবে তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এর পরিপ্রেক্ষিতে শোকজ করেছেন। শোকজ চিঠি প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে লিখিত জবাব চাওয়া হয়েছে নচেৎ রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে। মন্ডল সভাপতিকে শোকজ করা হয়েছে এই খবর চাউর হতেই ওন্দাৰ নাকাইজুরি, হাত বাড়ি, চিঙ্গানি প্রভৃতি এলাকায় বিজেপির কর্মী মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দেয়। দলীয় কর্মীদের একাংশের বক্তব্য কল্যানবাবু মন্ডল সভাপতি হিসেবে ভালো কাজ করে চলেছেন।তিনি একজন দক্ষ সংগঠক, তৃণমূল কংগ্রেসের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি দলের কর্মীদের উজ্জীবিত করেছেন তার এই মনোভাবের জন্য বিভিন্ন এলাকার কর্মীরা তাকে কাছে পেতে চায়। সম্প্রতি ওন্দাৰ এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেত্রী বিজেপি দলে নাম লিখিয়েছেন। তিনি রাজ্য সদর দপ্তরে গিয়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। এই নেত্রীর বিজেপিতে যোগদান কে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কিছুদিন আগে কাটমানি ইস্যুতে এই নেত্রীর বাড়িতে চড়াও হয়েছিল স্থানীয় জনসাধারণ বিক্ষোভ দেখিয়েছিল।

কঠিন পরিস্থিতি এবার করোনা সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে মুদিয়ালি ক্লাব

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর(হি স): করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহরবাসী। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। চোখে না দেখা গেলেও এই ভাইরাস আতঙ্কে একপ্রকার কোণঠাঁসা শহর। শুধু করোনাই নয় করোনার দোসর হয়েছে ডেঙ্গি। কঠিন পরিস্থিতিতে শহরবাসীর দায়িত্ব নিতে চলেছে পুজো ক্লাবগুলো। রবিবার করোনা, ডেঙ্গি নিয়ে সতর্কতামূলক প্রচারে মুদিয়ালি ক্লাব। কিছুদিন আগেই করোনার সঙ্গে ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে কলকাতাতেই মৃত্যু হয়েছে একজনের। আর তাই জনগণকে সচেতন করতে তৎপর পুজো কমিটি গুলো। এদিন করোনা, ডেঙ্গি ও পরিবেশ নিয়ে মুদিয়ালি ক্লাবের তরফে সতর্কতামূলক প্রচার চালানো হয় কলকাতা পুরসভার সহযোগিতায়। এলাকার প্রতিটি বাড়ি জীবাণুমুক্ত করা হয়। পাশাপাশি এলাকায় ছড়ানো হয় ব্লিচিং। শুধু তাই নয় লাগানো হয় গাছের চারাও।

কঠিন সময়ে চলতি বছর দুঃসময় - এর দর্শন করাবে চেতলা অগ্রণী

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স): আর মাত্র কয়েকদিন তার মহালায়া। মহালায়া মানেই কিছুদিনের অপেক্ষাতেই মণ্ডপে মণ্ডপে রাজ করবেন মা দুর্গা। কিন্তু চলতি বছর করোনা আবহে সকলেরই মন খারাপ। কিন্তু তবুও কলকাতার হবে দুর্গাপুজো। পুজো মানেই নিউ ট্রেন্ড থিম পুজো। আর চলতি বছর " দুঃসময় " -এর দর্শন করবে চেতলা অগ্রণী।

কলকাতার পুজো গুলির মধ্যে থিম পুজোয় জুড়ি মেলা ভার চেতলা অগ্রণীর। শিল্পী অনির্বাণ দাসের পরিকল্পনা এবং রুপায়নে এবারে চেতলার থিম কবিগুরু রবি ঠাকুরের কবিতা অবলম্বনে "দুঃসময়"। চলতি বছর চেতলা অগ্রণীর দুর্গা পুজো ২৮তম বর্ষে পদার্পণ করল। ইতিমধ্যেই পুজো প্যান্ডেলের কাজ শুরু করে দিয়েছে চেতলা অগ্রণী। তবে কমে গিয়েছে পুজোর বাজেট। অন্য বার ৩০ লক্ষ টাকার পুজো হয়। কিন্তু এবার পুজোর বাজেট বেঁধে রাখার চেষ্টা হচ্ছে ৫ লক্ষে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কাটছাট হতে পারে সিলেবাসে

কলকাতা, ৬সেপ্টেম্বর (হি. স.): মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কমতে পারে সিলেবাস। এমনটাই খবর শিক্ষা দফতর সূত্রে। তবে সিলেবাস কমলে সর্ব ভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সমস্যা হতে পারে বলেও মনে করছেন শিক্ষা মহল।এই পরিস্থিতিতে সিলেবাস কমানো হলেও কতটা কমানো হবে তাই নিয়ে চলছে বিস্তর আলোচনা।

রাজ্যের কনটেইনমেন্ট জোন গুলিতে ২০ সেপ্টম্বর পর্যন্ত লকডাউন। আপাতত সরকারের নির্দেশ, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বন্ধ থাকবে স্কুল-কলেজ। ইতিমধ্যেই এতদিন কলেজ ও স্কুল বন্ধ থাকায় তেমন ভাবে অনলাইনে ক্লাস করিয়েও এগোয়নি কিছুই সিলেবাস। এ পরিস্থিতিতে পুরো সিলেবাসে পরীক্ষা নিতে গেলে পড়ুয়ারা হাবুডুবু খাবে বলে মনে করছে শিক্ষা দফতর। স্কুল শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান অভীক মজুমদার জানিয়েছেন, সিলেবাস কমানো হতে পারে, তবে তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। শিক্ষামহলের একটি অংশ দাবি করেছে, শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে আগের মতো এপ্রিল থেকে মার্চ করা হোক।

এদিকে আগামী বছরে কবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে সেই দিনক্ষণ এখনো জানায়নি কর্তৃপক্ষ। তবে এই নিয়ে আলোচনা চললেও মাঝপথে হঠাৎ করেই পর্ষদ সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের করণা আক্রান্ত হওয়ায় সেই আলোচনা স্থগিত হয়ে যায়।সর্বভারতীয় বোর্ডগুলি সিলেবাস কাটছাঁটের কথা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে। তবে পর্ষদ এবং সংসদের তরফে এ নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত ঘোষণা হয়নি।

করোনা আক্রান্তের ফ্ল্যাট-বাড়ি আর থাকবে না ব্যারিকেড

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহে নানান সময় উঠেছে শহরের বিরুদ্ধে অমানবিকতার চিত্র। অনেক সময় অভিযোগ উঠেছে করোনা রোগীর পরিবারকে মারধরের। আবার কখনও উঠেছে করোনা রোগীকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে তালা দিয়ে দেওয়ার।এই অবস্থায় করোনা রোগের বাড়ির সামনে ব্যারিকেড দেওয়ার নিয়মে পরিবর্তন আনল রাজ্য। এবার থেকে করোনা আক্রান্তের ফ্ল্যাট-বাড়ি আর থাকবে না ব্যারিকেড।

দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে যাকে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। তবে বারবারই চিকিৎসকদের তরফে বলা হচ্ছে "রোগের সঙ্গে লড়াই করুন রোগীর সঙ্গে নয়"। কিন্তু তাতে কি সেই সব কথাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লড়াইটা চলছে রোগীর সাথেই অনেকে চালাচ্ছে। যেন রোগী ইচ্ছা করেই ডেকে এনেছে করোনা মত মারণ ভাইরাস। নানান ধরনের অমানবিকতার চিত্র ফুটে উঠেছে। কিছুদিন আগেই কেষ্টপুরে করোনা রোগীর ঘরের বাইরে তালা দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। অন্যদিকে এতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছিল যে সমস্ত বাড়িতে করোনা আক্রান্ত রয়েছে তাদের বাড়ির সামনের ব্যারিকেড থাকবে। কিন্তু এবার পরিবর্তন হল সেই নিয়ম।আক্রান্তের বাড়ি বা ফ্ল্যাট আর ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে রাখা যাবে না। চিকিৎসক অভিজিৎ চৌধুরীর আবেদনে সাড়া দিয়ে নয়া পদক্ষেপ রাজ্য সরকারের। প্রত্যেক জেলাশাসককে পাঠানো হচ্ছে নির্দেশিকা বলেই খবর।

ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর জেরে ফের আতঙ্ক বউ বাজারে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মেট্রো কাজের জেরেই আতঙ্ক ফিরলো বউবাজারে। আচমকাই শনিবার রাতে একটি ভাঙা টিউবয়েল থেকে ফেনা উঠতে শুরু করে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই তীব্র বেগে কাদাজলের স্রোত লাফিয়ে ওঠে প্রায় ১০ ফুট উঁচু হয়ে। মুহূর্তেই জলে ভরে যায় বিস্তীর্ণ এলাকা।ভয়ে এদিক ওদিক ছিটকে পড়েন সকলে। কেউ কেউ কাদাজলে পড়ে ভেসে গিয়ে হাবুডুবু খান আবার কেউ বা পুরো স্নান করে যান।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বউবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে শনিবার রাতে মেট্রোর কাজ চলার সময় হঠাৎ করে কাদা জল উঠতে থাকে। কোলে মার্কেট চত্বরে স্থানীয় বিক্রেতাদের দাবি, কাদাজলের বেগ এতটাই ছিল যে আশেপাশের বেশ কিছুটা এলাকা কার্যত কাদায় ভরে যায়। সেই কাদাবালি সহ জলে রাসায়নিকও ছিল বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের দাবি। কারণ, তাঁদের হাত জ্বালা করছিল। বেশ কয়েকজন বিক্রেতার কিছু সবজি ও টাকাপয়সা নষ্ট হয়। অনেকে সবজি ধুয়ে মুছে নিতে বাধ্য হন। বউবাজারে মেট্রো আতঙ্কের এক বছর পার হয়েছে সবে। এরও মধ্যে শনিবার রাতেও আচমকাই যেন সেই আতঙ্ক কিছুক্ষণের জন্য হলেও ফিরে এল।

শেষমেষ অবশ্য মেট্রো কতৃপক্ষকে খবর দেওয়া হলে তারা এসে পরিস্থিতি সামাল দেন। যেখান থেকে কাদা জল বের হচ্ছিল, সেখানে বস্তা চাপা দিয়ে আপাতত কাদাজল বার হওয়া বন্ধ করা হয়েছে। যদিও স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত এক দুদিন ধরেই মাঝেমধ্যেই ওই জায়গা থেকে অল্পস্বল্প কাদাজল বের হচ্ছিল। কিন্তু শনিবার রাতে তা চরম আকার নেয়।

শিলটন পালের উপস্থিতিতে রক্তদান শিবির কোন্নগরে

হুগলি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার শিল্টন পালের উপস্থিতিতে কোন্নগর পৌরসভার ১৫ এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল রক্তদান শিবির। উপস্থিত ছিলেন কোন্নগর পৌরসভার প্রশাসক বাপ্পাদিত্য চট্টোপাধ্যায়।আর এক ফুটবলার অভিনব বাগ ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তা মানস রায়। এদিন সমন্বয় কমিটির নিজ ক্লাব গৃহে এই রক্তদান শিবিরে ১০০ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে। এদিন ফুটবলার শিলটন পাল বলেন এই মহামারীর সময়ে এই রক্ত দাতা ও উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।কারন এই সময়ে রক্তের খুব অভাব তাই এই উদ্যোগ খুবই ভালো কাজ আগামী দিনে সাধারণ মানুষ যাতে এই মহামারীর সময় রক্তদানের মত মহতী কাজে এগিয়ে আসুক তা সকলের কাছে অনুরোধ করবো। পাশাপাশি সমন্বয় কমিটির উদ্যোগক্তা শুভাশীষ চৌধুরী বলেন প্রতি বছর এই রক্তদান শিবির করে থাকি তবে এবছর একটু আলাদা উদ্যোগ নিয়েছি কারন এই মহামারীর সময় রাজ্য জুড়ে রক্ত সংকট দেখা দিয়েছে। তাই অন্যান্য বছর ৫০ জন রক্ত দিলেও এবছর সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে এবং সরকারি নিয়ম মেনে সকাল ও বিকেলে মোট ১০০ জন রক্ত দিচ্ছেন।

করোনা আবহে ফের খুলল গ্যালিফ স্ট্রিটের হাট

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স): যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় এক প্রকার নাজেহাল শহরবাসী। এরই মাঝে প্রায় পাঁচ মাস বন্ধ থাকার পর ফের খুলল গ্যালিফ স্ট্রিটের হাট।করোনা সংক্রমণের প্রথমেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল গ্যালিফ স্ট্রিটের হাট। তবে বর্তমানের ধীরে ধীরে আনলক করা হয়েছে অনেক কিছুই। আর এবার আনলক গ্যালিফ স্ট্রিটের হাটও। করোনা পরিস্থিতিতে বন্ধ ছিল গ্যালিফ স্ট্রিট। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস বন্ধ থাকার জেরে সমস্যায় পড়েছিল ব্যবসায়ীরা।

দ্বীপপুঞ্জ

পাচের পাতার পর

জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল দেশের উত্তর পূর্ব প্রান্ত। মধ্যরাত ২ টো ২৯ নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় মণিপুরের উখরুল এলাকার কাছাকাছি এলাকায়।রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.১।

পুজোর আগেই মেরামত হবে রাস্তা, আশ্বাস পুর মন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর(হি স): পুজোর আগেই সমস্ত রাস্তাঘাট সারাই হবে। এমনটাই আশ্বাস দিলেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তবে বৃষ্টি না কমলে রাস্তা সারাইয়ের কাজে হাত দেওয়া যাবে না বলেও জানান তিনি।

কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের রাস্তা নিয়ে শাসক দলের প্রতি ক্ষোভ ক্রমশই বাড়ছে। বীরভূম থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর কিংবা আলিপুরদুয়ার থেকে কাকদ্বীপ সব জায়গাতেই কমবেশি প্রশাসনকে এই নিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে। কলকাতা-সহ রাজ্যের সব শহরেই বর্ষাতে ভেঙেছে অনেক রাস্তাই। আমফানের জন্যও রাস্তাঘাট অনেক জায়গায় ভেঙেছে দক্ষিণবঙ্গের তিন-চারটি জেলায়। লকডাউনের জন্য বর্ষার আগে এবার রাস্তাঘাট সারাই করা হয়ে ওঠেনি প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এই প্রসঙ্গে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, "আমরা সব রাস্তাঘাট নিশ্চয়ই ঠিক করব। কিন্তু একটু বৃষ্টি কমুক। সাত দিন টানা রোদ পেলেই আমরা রাস্তা ঠিক করে দেব"।

ভাঙা রাস্তায় চলাচল করতে গিয়ে প্রতিদিন অসুবিধায় পড়ছেন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ। অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন সেই সব রাস্তার উপর দিয়ে। সেই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম আশ্বস্ত করে জানান, "আবহাওয়ার একটু উন্নতি না হলে কাজ করা যাচ্ছে না। কলকাতা শহরের মাটি গঙ্গার মাটি। সেই জন্য এই মাটিও নরম। তাই বৃষ্টিটা একটু কমলেই কলকাতা-সহ শহরতলীর রাস্তা ঠিক হয়ে যাবে"। পাশাপাশি, পুরমন্ত্রী বিজেপিকে তোপ দেগে বলেন, "উন্নয়নের ব্যাপারে রাজ্যের মানুষের এই সরকারের উপর পূর্ণ ভরসা রয়েছে। দাঙ্গাসৃষ্টিকারীদের উপর বাংলার মানুষ ভরসা করবে না। সেটা এর আগেও প্রমাণিত হয়েছে। ফের সেটাই বাংলায় হবে"।

করোনা মোকাবিলায় পাঞ্জাব এবং চণ্ডীগড়ে কেন্দ্রীয় দল

চন্ডিগড়, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): পঞ্জাব এবং কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়ে করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে করোনা মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় দল পাঠানো হলো পঞ্জাব এবং চণ্ডীগড়ে।

করোনা মোকাবিলায় সঠিক পরিমাণে পরীক্ষা, চিকিৎসা এবং মহামারী রোধে পর্যাপ্ত পরিমাণে সুব্যবস্থা এই দুই জায়গায় কায়েম করার জন্য কেন্দ্রীয় দল পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই দলের মূল লক্ষ্য থাকবে মৃত্যুর হার কমিয়ে বেশিরভাগ মানুষকে সুস্থ করে তোলা। সঠিক সময়ে রোগীদের যাতে চিহ্নিত করে চিকিৎসা করা যায় এবং যথাসম্ভব সঠিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা যায় তার দিকে নজর থাকবে।

দুই সদস্যের এই দল পাঞ্জাব এবং চণ্ডীগড়ের করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে। এই দলে রয়েছে কমিউনিটি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ এবং এপিডেমিওলজিস্ট। কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ।এরমধ্যে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৭৩১। নিহত ১৭৩৯।কেন্দ্রশাসিত চণ্ডীগড়ে করোনায় আক্রান্ত পাঁচ হাজারের বেশি মানুষ।

ধাপায় যুবকের রহস্য মৃত্যু

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহে ফের শহরে রহস্য মৃত্যু। রবিবার ধাপায় উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ। আত্মহত্যা দুর্ঘটনা নাকি খুন তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ইএম বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় বছর তিরিশের এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। যুবকের মুখে রয়েছে আঘাতের চিহ্ন। রাস্তার ধার থেকে উদ্ধার রক্তাক্ত দেহ। বিহারের বাসিন্দা ওই যুবক বর্তমানে ধাপার বাসিন্দা। ইএম বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় ওই যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রাই।পরিবারের দাবি গতকাল রাতে আত্মীয়ের সঙ্গে স্কুটারে করে ফেরার পথে মৃত্যু হয় ওই যুবকের। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তপসিয়ায় যুবক খুনের ঘটনায় নেপথ্যে বাড়ির লোকই,গ্রেফতার ৩

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): তপসিয়ায় যুবক খুনের তদন্তে কিনারা করতে গিয়ে উঠে এলো পরকীয়া ও সম্পত্তির লোভ। পাশাপাশি নিছক সাইকেল চুরির জন্য যে খুনের ঘটনা ঘটেনি সেটা আগে থেকেই নিশ্চিত ছিল পুলিশ। সেই সঙ্গে পড়শিদের মারফত এটাও জানতে পেরেছিল সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ ছিল পরিবারের অন্দরে। তারই মাঝে প্রায় বাড়ির পাশেরই এক পুকুর থেকে উদ্ধার হল চুরি যাওয়া দুই সাইকেল। তাতেই পুলিশের কাছে পরিস্কার হয়ে যায় যে সাইকেল চুরির জন্য এই খুনের ঘটনা ঘটেনি। গ্রেফতার হল বাড়িরই ৩ সদস্য। কাকা, দাদা আর বৌদি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্পত্তি আর বৌদির সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কারণেই পূর্ব পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে বছর ত্রিশের যুবক অভিজিৎ রজককে। গত মঙ্গলবার ভোরে বাড়ির ভিতর থেকেই উদ্ধার হয় তপসিয়ার বামনপাড়ার বাসিন্দা এই যুবকের দেহ। খুনের পর বাড়ির দুটি সাইকেল উধাও দেখে প্রাথমিক ভাবে পুলিশের মনে হয়েছিল বাড়ির ভেতরে থাকা ২টি সাইকেল চুরি করতে এসে কোনও ভাবে অভিজিতের চোখে পড়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশের এটাও মনে হয়েছিল যে সাইকেল চোরেরা এলাকারই কেউ হবে যার জেরে অভিজিৎকে খুন করে দেওয়া হয়। তবে কুপিয়ে খুন করার ঘটনা ঘটলেও বাড়ির আর কেউ কেন তা জানতে পারেনি এই বিষয়টি ভাবিয়ে তুলেছিল তদন্তকারীদের। একদম পরেরদিন সকালে অভিজিতের কাকিমা খুনের ঘটনা প্রথম দেখতে পান। সেই ঘটনার পরেই পুলিশ পড়শিদের মারফর জানতে পারে সম্পত্তি নিয়ে কাকার সঙ্গে বিবাদ ছিল অভিজিতের। খুনের ঘটনার ঠিক দুই দিনের মাথায় আবার পাড়ারই একটি পুকুর যা অভিজিতের বাড়ি লাগোয়া সেখান থেকে চুরি যাওয়া সাইকেল দুটি উদ্ধার হয়। চেন দিয়ে বেঁধে সাইকেল দুটি ওই পুকুরে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। তাতেই পুলিশের কাছে পরিস্কার হয়ে যায় অপরাধীরা পুলিশকে বিভ্রান্ত করতেই সাইকেল চুরির গল্প ফেঁদেছে।

এরপরেই বাড়ির লোকেদের জেরা করা শুরু করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে খবর পৌঁছায় যে বৌদির সঙ্গে পরকিয়ায় জড়িয়েছিল খোদ অভিজিৎ। আর তা জানতে পারে তাঁর দাদাও। পুলিশি জেরার মুখে অভিজিতের কাকা, দাদা ও বৌদি রীতিমত অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে শুরু করে। এরপরেই এদিন পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে।

সাত মাসের

● **প্রথম পাতার পর**

পুনরাবৃত্তি না ঘটে সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের প্রতি নির্যাতিতা মহিলা আবেদন জানিয়েছে।

উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর**

দাবি হামলাকারীদের অতিসত্বর গ্রেপ্তার করে আইনীসাজা প্রদান করা। প্রায় দুই ঘন্টা রাস্তা অবরোধ থাকার পর ছুটে যান চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস ও বিশাল পুলিশবাহিনী। তারা সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে দেখে আইনের আওতায় আনবে বলে আশ্বস্ত করায় অবশেষে রাস্তা অবরোধ তুলে দেওয়া হয়। অবশ্য এই ঘটনায় সরগরম ফুলবাড়ী পঞ্চায়েত এলাকা।

আশঙ্কা

● **প্রথম পাতার পর**

হয়। ৮ আগস্ট মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলায় ৩.৫ রিখটার স্ক্যালের ভূকম্পন অনুভূত হয়। ২৪ আগস্ট ৩,০ রিখটার স্ক্যালে অরুণাচল প্রদেশের আনজাও জেলায় ভূমিকম্প হয়েছে।

গত মাস-কয়েক থেকে উত্তরপূর্বে ক্রমাগত সংঘটিত ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারও চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের তরফ থেকে উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলোতে ঘনঘন ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা হিসেবে বারবার সতর্কবার্তাও জারি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষও একইভাবে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকতে সময় সময় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করছে।

দামছড়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

আহত হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে জঙ্গলে। ঘটনা জানাজানি হওয়ার সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় দামছড়া থানার পুলিশকে। দামছড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় স্রংতি রিয়াং ও তার মেয়েকে উদ্বার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে প্রেরন করে। পাশাপাশি কৃতনজয় রিয়াং এর মৃতদেহ উদ্ধার করে পানিসাগর হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়না তদন্তের জন্য। এইদিকে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে এলাকায় কর্মরত এক জন হাতির মাহুত ঘটনার জন্য দায়ী। নাম জানা না গেলেও ঐ দুষ্কৃতির বাড়ি ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরে বলে জানা গেছে। ঘটনার পর সে দুটি হাতি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় মাঝ পথে পুলিশের উপস্থিতি বুঝতে পেরে হাতি দুটিকে ফেলে পালিয়ে যায়। মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযুক্ত দুষ্কৃতিকে জালে তোলার জন্য তল্লাসি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

কংগ্রেসের

● **প্রথম পাতার পর**

আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগে, কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী রাজ্যজুড়ে বনধের ডাক দেয়। প্রথমে ৩ তারিখ ও পরে ৮ই সেপ্টেম্বর বনধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও প্রদেশ কংগ্রেস এই বনধে কোনও সম্মতি জানায় নি। অথচ সেদিন তারা প্রচার করেছিল যে, প্রদেশ কংগ্রেস না চাইলেও বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন নিজস্ব উদ্যোগে নাকি বনধ পালন করতে পারে। এই যুক্তি দেখিয়ে প্রচারে নামে ওই গোষ্ঠীটি। যদিও বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে এই প্রচারে কোন গুরুত্বই পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় কংগ্রেসের বনধ সমর্থক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় যে, এই কর্মসূচিতে নাকি দিল্লির স্বীকৃতি রয়েছে। এই ধরনের প্রচার যে কতটা অসত্য ছিল, তা আজকের নির্দেশে স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যদি এভাবে বিভ্রান্তি ছড়ায়, তবে রাজনৈতিক ভাবে কংগ্রেস আরো ক্ষতিগ্রস্থ হবে বলে দিল্লিতে বার্তা পৌছায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লি সিদ্ধান্ত নিয়ে বনধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এই পরিস্থিতিতে আবারো হোঁচট খেলেন বিরজিত সিনহা। দলের স্বার্থকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ভবিষ্যতেও যাতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড নিয়ে অভ্যন্তরীণ কোন্দল তৈরি করা না হয়, সে বিষয়েও স্পষ্ট বার্তা দেয়া হয়েছে বলে খবর।

পৃথক

● **প্রথম পাতার পর**

পথ দুর্ঘটনা কে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।জান দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ এবং ট্রাফিক দপ্তরকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।প্রশাসনের নরম মনোভাবের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাইক এবং যানবাহনের চালকরা দ্রুতবেগে যানবাহন চলাচল করে থাকেন বলে অভিযোগ। সে কারণেই ভয়াবহ দুর্ঘটনার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।জান দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশ এবং ট্রাফিক দপ্তরকে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সাধারণ জনগণের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।এদিকে খোয়াই এর শরৎ চৌধুরী এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরো একবার চালক। আহত বাইক চালক এর নাম রাকেশ দেববর্মা।জানাজায় বাইক চালক রাকেশ দেববর্মা বেল ফাং থেকে খোয়াই এর উদ্দেশ্যে আসছিল।শরৎ চৌধুরীপাড়ায় আসতেই একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। তাতে বাইক চালক গুরুতর ভাবে আহত হয়।স্থানীয় লোকজন আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।বর্তমানে বাইক চালক খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

এদিকে, মেলাঘর থানাধীন ব্যানার্জি বাগান মেইন সড়কে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা। জানা যায় বাইক চালক সনিৎ দাস পিতা নৃপেন্দ্র দাস এবং পেছনে থাকা বিশ্বু দত্ত মেলাঘর থেকে বিশ্রামগঞ্জের দিকে আসছিল তখন ব্যানার্জি বাগানসিত মেইন সড়কে আসতেই নিজ বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং দুজনের প্রায় গুরুতর আহত হয়ে পড়ে। জায়গাটি পুরোপুরি ভাবে নিরব,কারন সেখানে দুরদুরন্তে তেমন কোন বাড়ি ঘর নেই তাই অনেকক্ষণ পড়ে থাকলেও আহতদের সহায়তা করার জন্য কেউ এগিয়ে আসে নি। কিছুক্ষন পরে বিশালগড়ের দুজন সাংবাদিক মেলাঘর থেকে বিশ্রামগঞ্জের দিকে আসার পথে দুর্ঘটনাটি তাদের নজরে আসে এবং তরিঘরি বিশ্রামগঞ্জের ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়, খবর পেয়ে বিশ্রামগন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রসমগন হাসপাতালে নিয়ে আসে কিন্তু আহতদের অবস্থা আশংকা জনক হওয়াতে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাদের রাজধানীর জিবি হাসপাতালে রেফার করে দেয় চিকিৎসক। পরে মেলাঘর থানার পুলিশ এসে দুর্ঘটনার বাইকটিকে থানায় নিয়ে যায়।

কাঞ্চনপুরে

আটের পাতার পর

এসে দেখে। কাঞ্চনপুর থানায় খবর দেন এবং আশেপাশের লোকজনকে খবর দেন। কাঞ্চনপুর থানার সেকেন্ড ওসি কাজল বাবু খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তবে কিছুদিনের মধ্যে কাঞ্চনপুর মহকুমায় থানার এক কিলোমিটারের মধ্যে বেশ কয়েকটি বাড়িঘর চুরি হয়েছে। প্রশাসনকে জানালেও আজ পর্যন্ত এই আসামি ধরতে পারেননি। প্রপার এলাকার মানুষ আতঙ্ক হয়ে পড়ছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

পথ দেখিয়েছিল। হর্ষবর্ধনের ব্যাক্তিগত জীবনে যে এক গভীর শূন্যতা তৈরি হয়েছে তার ওপর আলোকপাত করেছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে দেশজোড়া করোনা সংকটের মধ্যে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী হর্ষবর্ধন।

অর্জুন কাপুর

আটের পাতার পর

এখনও পর্যন্ত কোনও উপসর্গ নেই আমার। সমর্থনের জন্য আগাম ধন্যবাদ। আমার শারিরীক অবস্থার খবর দেব। মানবিকতার ওপর ভরসা রাখি"।

দুঃসাহসিক চুরি

আটের পাতার পর

সক্ষম হয়নি পুলিশ।কৈলাস শহরের প্রাণকেন্দ্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে লকডাউন চলাকালে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অবিলম্বে কৈলাশহর থানা এলাকায় রাত্রিকালীন পুলিশের টহল বাড়ানোর জন্য দাবি উঠেছে।

ক্রীড়াঙ্গন

ক্রীড়াঙ্গনেও চলছে ফ্লয়েড হত্যার প্রতিবাদ

যুক্তরাষ্ট্রে পুলিশ হেফাজতে জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যু নাড়া দিয়েছে ক্রীড়াঙ্গনকে। দেশটির অনেক তারকা খেলোয়াড়ের পর এবার জার্মান বুন্ডেসলিগায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের জেডন স্যানচো ও আশরাফ হাকিমি।

গত সোমবার মিনেসোটা রাজ্যের মিনিয়াপোলিসে ৪৬ বছর বয়সী কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড পুলিশ হেফাজতে মারা যান। একটা সময় বাস্কেটবল ও ফুটবল খেলতেন ফ্লয়েড।

হাতকড়া পরানো ফ্লয়েডের ঘাড়ে পুলিশের হাঁটু দিয়ে চেপে রাখার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে চার পুলিশকে বরখাস্ত করে কর্তৃপক্ষ কিন্তু পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে প্রতিবাদের আগুন।

ছাত্রজীবনে বন্ধুদের কাছে তুখোড় ফুটবলার ও বাস্কেটবল খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদ হয়েছে পাডেরবর্ন-বরুশিয়া ডর্টমুন্ড ম্যাচে। রোববারের ম্যাচটিতে ৬-১ গোলে জয় পায় বরুশিয়া। জয়ী দলের হয়ে হ্যাটট্রিক করা স্যানচো ও আরেক গোলদাতা হাকিমির জার্সির নিচের গেঞ্জিতে লেখা ছিল 'জাস্টিস ফর জর্জ ফ্লয়েড'।

বরুশিয়ার হয়ে প্রথম হ্যাটট্রিক করা ২০ বছর বয়সী ইংলিশ মিডফিল্ডার স্যানচো ও স্পেনে জন্ম দেওয়া হাকিমি, যিনি খেলেন পিতা-মাতার দেশ মরোক্কোর হয়ে, দুজনেই এদিন গোলের পর জার্সি উঁচিয়ে বুকের লেখা ক্যামেরার সামনে তুলে ধরেন।এর আগেও প্রতিবাদ হয়েছে বুন্ডেসলিগায়। আগের ম্যাচে ইউনিয়ন বার্লিনের বিপক্ষে ৪-১ ব্যবধানের জয়ে গোলের পর এক হাঁটু মাটিতে ঠেকিয়ে প্রতিবাদ করেন বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখের ফরাসি তরুণ ফরোয়ার্ড মার্কাস থুরাম। আগের দিন ভার্ডার ব্রেমেনের বিপক্ষে ১-০ গোলে হারা ম্যাচে শালকের হয়ে 'জাস্টিস ফর জর্জ' লেখা বাহুবন্ধনী পরে খেলেন যুক্তরাষ্ট্রের ডিফেন্ডার ওয়েস্টন ম্যককেনি।

ফ্লয়েডের মৃত্যুর প্রতিবাদ জানিয়েছেন সাবেক এনবিএ চ্যাম্পিয়ন স্টিভেন জ্যাকসন, লস অ্যাঞ্জেলসের তারকা ফরোয়ার্ড লেব্রন জেমস, সেরেনা উইলিয়ামস, টিনএজ টেনিস খেলোয়াড় কোকো গাউফসহ অনেকে। এক টুইটে রোববার জেমস লেখেন "আমেরিকা কেন আমাদের ভালোবাসে না!!!???"

ঘটনার প্রতিবাদে ষষ্ঠ দিনের মত রোববার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে, সহিংসতার মুখে অন্তত ৪০টি শহরে কারফিউ জারি হলেও তা ভেঙে রাস্তায় নামে বিক্ষোভকারীরা।

বিবিসি জানিয়েছে, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ফিলাডেলফিয়া ও লস অ্যাঞ্জেলসে রোববার রাতে দাঙ্গা পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়। এ সময় পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ও পেপার বুলেট ছুড়ে বিক্ষোভকারীদের সরানোর চেষ্টা করে পুলিশ।

বেশ কয়েকটি শহরে পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং দোকান লুটের ঘটনাও ঘটে।

কোহলিকে ভয় নেই তরুণ পাকিস্তানি পেসারের

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথচলার শুরুতেই গতির ঝড় তুলে নজর কেড়েছেন নাসিম শাহ। এরই মধ্যে গড়েছেন দারুণ কিছু কীর্তি। পাকিস্তানের এই সময়ের পেস সেনসেশন এবার মুখিয়ে আছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও দলটির অধিনায়ক বিরাট কোহলির বিপক্ষে খেলতে। সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান কোহলির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও তাকে ভয় পান না বলে জানিয়েছেন তরুণ এই ফাস্ট বোলার।

১৭ বছর বয়সী নাসিম এখন পর্যন্ত খেলেছেন চারটি টেস্ট। উইকেট নিয়েছেন ১৩টি। এখনও ভারতের বিপক্ষে খেলার সুযোগ হয়নি তার।

ভারত-পকিস্তান ম্যাচ মানেই ক্রিকেটার ও সমর্থকদের মাঝে বিরাজ করে বাড়তি উত্তেজনা, রোমাঞ্চ। যদিও দুই প্রতিবেশি দেশের রাজনৈতিক বৈরিতায় আইসিসি ও এসিসির টুর্নামেন্ট ছাড়া মাঠের লড়াইয়ে তাদের দেখা হয় না অনেক দিন ধরেই।

সম্প্রতি একটি ক্রিকেট ওয়েবসাইটকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাসিম বললেন, ভারতের বিপক্ষে খেলতে আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষায় তিনি।

"ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সব সময়ই বিশেষ কিছু। এরই মধ্যে অনেকে আমাকে বলেছেন, এসব ম্যাচে কোনো খেলোয়াড় যেমন নায়ক হতে পারে, তেমনি হতে পারে খলনায়ক। এই লড়াই বিশেষ কিছু, খুব কমই হয়ে থাকে এখন। যখনই সুযোগ আসে, ভারতের বিপক্ষে খেলতে আমি মুখিয়ে আছি।"

ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ মানেই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বিরাট কোহলিকে থামানো। নাসিম অবশ্য জানালেন, কঠিন চ্যালেঞ্জ তিনি উপভোগই করবেন।"আশা করি, যখন সুযোগ আসবে, ভারতের বিপক্ষে ভালো বোলিং করতে পারব। সমর্থকদের নিরাশ করব না। বিরাট কোহলির জন্য বলতে পারি, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু ভয় পাই না। সেরা ব্যাটসম্যানকে বল করা সবসময়ই চ্যালেঞ্জের। তবে এসব লড়াইয়েই তো নিজের খেলাকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে হবে।"

গত নভেম্বরে ব্রিজবেনে মাত্র ১৬ বছর ২৭৯ দিন বয়সে টেস্ট অভিষেক হয় নাসিমের। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ও অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এত কম বয়সে টেস্ট খেলেননি আর কেউ। পরের মাসে সবচেয়ে কম বয়সি ফাস্ট বোলার হিসেবে পাঁচ উইকেট নেন করাচিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। আর ফেব্রুয়ারিতে রাওয়ালপিন্ডিতে সবচেয়ে কম বয়সী বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করেন বাংলাদেশের বিপক্ষে।

'সবচেয়ে দামি' এমবাপে

পিএসজি থেকে কিলিয়ান এমবাপেকে দলে ভেড়াতে হলে কত টাকা গুণতে হবে, এর একটা ধারণা রিয়াল মাদ্রিদ পেতে পারে কেপিএমজির করা তালিকা দেখে। সংস্থাটির হিসাব অনুযায়ী তরুণ এই ফরাসি ফরোয়ার্ডের বাজার মূল্য ১৭ কোটি ৭০ লাখ ইউরো।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে দুটো দিক সামনে রেখে খেলোয়াড়দের বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণ করেছে কেপিএমজি। লিগ চালু থাকা ও পুনরায় চালুর অপেক্ষায় থাকা (জার্মানি, ইংল্যান্ড, স্পেন) এবং বাতিল (বেলজিয়াম, স্কটল্যান্ড এবং ফ্রান্স) হওয়া লিগের খেলোয়াড়দের বিবেচনায় এনেছে তারা।

করোনাভাইরাসের জন্য যেসব দেশের লিগ বাতিল হয়েছে তাদের খেলোয়াড়দের বাজার মূল্য ২৬ দশমিক ৫ শতাংশ এবং যে দেশগুলো লিগ শেষ করবে তাদের খেলোয়াড়দের বাজার মূল্য ১৭ দশমিক ৭ শতাংশ পড়ে গেছে। কভিড-১৯ মহামারী শুরুর আগে এমবাপের বাজার মূল্য ছিল সাড়ে ২২ কোটি ইউরো।এই তালিকায় ১৩ কোটি ৭০ লাখ ইউরো নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছেন এমবাপের পিএসজি সতীর্থ নেইমার। তৃতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির ফরোয়ার্ড রাহিম স্টার্লিংয়ের বাজার মূল্য ১২ কোটি ৯০ লাখ ইউরো। ১২ কোটি ৭০ লাখ ইউরো নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছেন বার্সেলোনার তারকা ফরোয়ার্ড লিওনেল মেসি। ১২ কোট ৪০ লাখ ইউরো নিয়ে সেরা পাঁচে ঠাঁই পেয়েছেন লিভারপুলের মিশরীয় ফরোয়ার্ড মোহামেদ সালাহ। এ তালিকার সেরা বিশেও জায়গা মেলেনি ইউভেন্তুসের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর!

অনুশীলন মাঠে খেলবে রিয়াল

দর্শক ছাড়া ফুটবল ম্যাচ অনেকের কাছে অনুশীলন। রিয়াল মাদ্রিদের খেলোয়াড়দের এটা আরও বেশি মনে হতে পারে। যে মাঠে অনুশীলন করেন, তারা যে খেলবেন সেই মাঠেই।

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে প্রায় লাখ দর্শকের সামনেই খেলতে অভ্যস্ত রিয়াল মাদ্রিদ। কিন্তু করোনা পরিস্থিতি আর মূল মাঠের আধুনিকীকরণের কাজ চলায় তা আর হচ্ছে না। রিয়াল তাই হোম ম্যাচ খেলবে আলফ্রেদ দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে।

ক্লাব কিংবদন্তি দি স্তেফানোর নামে অনুশীলন কেন্দ্রের মাঠের নামকরণ করেছে রিয়াল। ছয় হাজার দর্শক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন এ মাঠে খেলা হয় রিয়ালের 'বি' দলের।

পুনরায় লিগ শুরু হওয়ার পর আগামী ১৪ জুন এইবারের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম হোম ম্যাচ এ মাঠেই খেলবে পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল। প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে লা লিগার খেলাগুলো হবে দর্শকশূন্য মাঠে।

যেহেতু মাঠে দর্শক আসতে পারবে না, এই সুযোগ রিয়াল কাজে লাগাচ্ছে অন্যভাবে। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের আধুনিকীকরণ ও সংস্কার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে তারা। তাই লিগের বাকি ম্যাচগুলো ট্রেনিং সেন্টার মাঠে খেলতে পারে রিয়াল।

বার্সার ম্যাচ ১৩ জুন, পরের দিন রিয়ালের

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে স্থগিত হয়ে থাকা লা লিগা পুনরায় শুরু হচ্ছে আগামী ১১ জুন। আপাতত লা লিগা কর্তৃপক্ষ দুই রাউন্ডের সূচি দিয়েছে। সূচি অনুযায়ী বার্সেলোনার প্রথম ম্যাচ ১৩ জুন। রিয়াল মাদ্রিদ মাঠে নামবে ১৪ জুন।

গত মার্চের মাঝামাঝি স্থগিত হয়ে যাওয়ার লিগের বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। রিয়ালের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে থেকে শীর্ষে আছে আসরের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।

আগামী ১১ জুন রিয়াল বেতিস-সেভিয়া ম্যাচ দিয়ে পুনরায় শুরু লিগ হবে। দুই দিন পর রিয়াল মায়োর্কার মাঠে খেলতে যাবে বার্সেলোনা। নিজেদের মাঠ কাম্প নউয়ে বার্সেলোনা পুনরায় শুরু হওয়া লিগে প্রথম ম্যাচ খেলবে ১৬ জুন; প্রতিপক্ষ লেগানেস।

রিয়াল পর পর দুটি ম্যাচ খেলবে নিজেদের মাঠে। ১৪ জুন এইবারের বিপক্ষে খেলার চার দিন পর ভালেন্সিয়ার বিপক্ষে খেলবে জিনেদিন জিদানের দল।

ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে দ্বিতীয় লিগ হিসেবে লা লিগা মাঠে গড়াচ্ছে। এরই মধ্যে পুনরায় শুরু হয়েছে জার্মানির বুন্ডেসলিগার খেলা। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ মাঠে গড়াবে ১৭ জুন। ২০ জুন শুরুর কথা ইতালির শীর্ষ লিগ সেরি-আ।

ফ্রান্সের লিগ ওয়ানের বাকি খেলাগুলো বাতিল করে দিয়ে এরই মধ্যে পিএসজিকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

আঙিনায় জায়গা ছিল না, তাই বুমরাহর ছোট্ট রান-আপ

বোলিং রান-আপ ছোট, কিন্তু বলের গতি তীব্র। মাত্র কয়েক কদম দৌড়ে এসে যেভাবে গতির ঝড় তোলেন জাসপ্রিত বুমরাহ, ক্রিকেট বিশ্বের অনেকের কাছেই তা বড় বিস্ময়। সময়ের অন্যতম সেরা এই ফাস্ট বোলার এবার খোলাসা করলেন তার ছোট রান-আপের পেছনের ঘটনা।

ক্রিকেট ইতিহাসে গতিময় ফাস্ট বোলারদের ক্ষেত্রে সবারই দেখা গেছে বেশ বড় রান-আপ। সেই ওয়েস হল থেকে শুরু করে ডেনিস লিলি, মাইকেল হোল্ডিং, শোয়েব আখতার, ব্রেট লি, শন টেইটদের রান-আপ ছিল অনেক লম্বা। বুমরাহ সেখানে আশ্চর্য ব্যতিক্রম। ৮-৯ কদম দৌড়েই গতি দেড়শ কিলোমিটারের আশেপাশে রাখেন নিয়মিত।

জনপ্রিয় ক্যারিবিয়ান ধারাভাষ্যকার ও সাবেক ফাস্ট বোলার ইয়ান বিশপ যেমন কদিন আগে বলেছেন, তিনি ভেবেই পান না, এই রান-আপে এত গতি কীভাবে তুলতে পারেন বুমরাহ। সেই বিশপ ও আরেক সাবেক পেসার শন পোলকের সঙ্গে রোববার আইসিসির একটি ডিজিটাল আয়োজনে বুমরাহ নিজেই জানালেন তার রান-আপের রহস্য।

" আমি বাড়ির আঙিনায় খেলে বেড়ে উঠেছি। আমার রান-আপ এত ছোট, কারণ আমাদের আঙিনায় খুব বেশি জায়গা ছিল না। যে রান-আপ দেখছেন, এইটুকুই সর্বোচ্চ নিতে পারতাম তখন। হয়তো সে কারণেই এই রান-আপে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।"

"বড় রান-আপে বোলিং করার চেষ্টা অবশ্য করেছি। কিন্তু দেখলাম, গতি বাড়ছে না, কিছুই বদলাচ্ছে না। তাহলে কেন অযথা কষ্ট করে বড় রান-আপ নেব!"

রান-আপের মতো বুমরাহর বোলিং অ্যাকশনও অদ্ভূত। সেটি নিয়েও লোকের কৌতূহলের শেষ নেই। বুমরাহ এই প্রসঙ্গেও জানালেন চমকপ্রদ তথ্য " সত্যি কথা বলতে, খুব বেশি কোচিং আমি পাইনি। কোনো পেশাদার কোচিং বা ক্যাম্পে কখনও যোগ দেইনি। এখনও পর্যন্ত, সবকিছু নিজে শিখেছি। টিভি দেখে, ভিডিও দেখে। আপনাআপনি হয়েছে। সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই এমন অ্যাকশনের।"

" অ্যাকশন নিয়ে অনেকেই অবশ্য অনেক কিছু বলেছে বদলাতে। আমি কখনোই তাতে কান দেইনি। নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল আমার, স্রেফ চেয়েছি এটিতেই উন্নতি করে যেতে।"

বিশ্বকাপ পেছালে আইপিএল খেলতে চান স্মিথ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নির্ধারিত সময়ে না হলে ওই সময়টায় আইপিএল আয়োজন অনেকটাই নিশ্চিত। স্টিভেন স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নারদের একটি বড় পরীক্ষায় পড়তে হতে পারে তখন। ওই সময়টায় যে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া মৌসুমও শুরু হবে! স্মিথ অবশ্য নিজের চাওয়া সরাসরিই জানিয়ে দিলেন, খেলতে চান আইপিএল। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলার কথা স্মিথের। পিছিয়ে যাওয়া টুর্নামেন্টের এই আসরে দলটির অধিনায়কত্ব করার কথা ছিল তার। কিন্তু এখন বিশ্বকাপের ওপর অনেকটাই নির্ভর করছে ভারতের জমজমাট এই ক্রিকেটীয় আসরের ভাগ্য। আগামী ১০ জুন আইসিসির সভায় সিদ্ধান্ত হতে পারে বিশ্বকাপ নিয়ে।

বিশ্বকাপ হলে তো অন্য কিছু ভাবার সুযোগই নেই। তবে টি-টোয়েন্টির বিশ্ব আসর পিছিয়ে গেলে স্মিথ আগ্রহী ভারতের ফ্র্যাঞ্চাইজি আসরে খেলতে।

"দেশের হয়ে যখন বিশ্বকাপ খেলা হয়, আমার মনে হয় ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে সেটিই সর্বোচ্চ চূড়া। অবশ্যই আমি টুর্নামেন্টটি খেলতে চাই। কিন্তু বিশ্বকাপ যদি না হয়, পিছিয়ে দেওয়া হয় এবং ওই জায়গায় যদি আইপিএল হয়, তাহলে সেটাই হোক। ঘরোয়া টুর্নামেন্ট হিসেবে আইপিএল অসাধারণ।"

"আমার ধারণা, শিগগিরই বিশ্বকাপ নিয়ে আরও কিছু জানা যাবে। সম্ভবত দ্রুতই কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তাই আমি নিশ্চিত, আমরা জানতে পারব যে কী করতে যাচ্ছি।"

প্রয়াত মোহনবাগানের তারকা আজিবাদে বাবালাদে

আবুজা, ৬ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রয়াত এক সময়ের মোহনবাগান তথা হেভিওয়েট ডিফেন্ডার আজিবাদে বাবালাদে। মাত্র ৪৮ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেলেন এই নাইজেরিয়ান তারকা। তাঁর মৃত্যুতে শোকার্ত সবুজমেরুন সমর্থকেরা। আফ্রিকান নেশনস কাপে খেলে ২০০৪ সালে সবুজমেরুন শিবিরে যোগ দেন আজিবাদে বাবালাদে। প্রথম কয়েক মাস মোহনবাগানের কোচ অমল দত্তের কোচিংয়ে খেললেও শেষ ৩ মাস তাঁকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সুব্রত ভট্টাচার্য। খুব অল্প সময় থাকলেও 'বাবলা দে' (অমল দত্তের দেওয়া নাম) খুব কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন মোহনবাগান সমর্থকদের। এই ক্লাবে থাকার সময়ই তিনি অবসর নেন। তাই দারুণ এই ডিফেন্ডারের মৃত্যুতে শোকার্ত সবুজমেরুন সমর্থকেরা।

মোহনবাগানে খেলার সময় সারাটা মাঠ জুড়ে খেলতেন বলে জানিয়েছেন তাঁরই সতীর্থ সত্যব্রত ভৌমিক। সেসময়কার গোলরক্ষক বিভাস ঘোষ বলেন, 'বাবালাদে খেললে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতাম'।

নয়ের দশকে তিনি অস্ট্রিয়া, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সেনেগালে খেলছেন। তাঁর শেষ জীবনে নাইজেরিয়ার ফুটবল ক্লাব শুটিং স্টার্সের টিম শেফ ছিলেন। ২০০৮ সালে এর ম্যানাজারও হন তিনি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সাংবাদিকের পিএইচডি অর্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরায় আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রগতি' -বিষয়ে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেছেন এরাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি, তাকে এই ডিগ্রী প্রদান করেছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বানিজ্য বিভাগের তদানিন্তন ডিন এবং এম বি বি বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ সত্যদেও পোদ্দারের অধীন শ্রী ভট্টাচার্য গবেষণা করেছেন। Growth and development of vernacular press in Tripura (১৯৪৭-২০১৩ AD)' শীর্ষক গবেষণার নির্যাস নিবন্ধ আকারে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনায় স্থান পেয়েছে। এছাড়া, শ্রী ভট্টাচার্য এবিষয়ে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও নেপাল ও বাংলাদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষন দিয়েছেন এবং তা সর্বত্র উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ত্রিপুরার সংবাদমাধ্যম নিয়ে বিশ্বন্দু-ই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণা করে পি এইচ ডি লাভ করলেন। রাজন্যশাসিত ত্রিপুরায় সংবাদমাধ্যমের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৬০ সালে অবিভক্ত পার্বত্য তিপরা থেকে। ক্রমে ক্রমে আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্র দেশ গঠনের সেবা থেকে পূর্ণরাজ্য ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন ও জনমত গঠনের পাশাপাশি কিভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী শিল্পে উন্নিত হল তার সবিস্তার বিবরণ বিশ্বেন্দু-র গবেষণাপত্রে পরিবেষিত হয়েছে।

বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য সর্বভারতীয় সংবাদসংস্থা ইউ এন আই -র ত্রিপুরা প্রধান এবং জাতীয় সংবাদপত্র টাইমসঅব ইন্ডিয়ার রাজ্য প্রতিনিধি হিসেবে সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন। ২২ বছর আগে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে তার সাংবাদিকতার জীবন শুরু হয়। পরবর্তীকালে কয়েকটি জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রেও তিনি কাজ করেন। এছাড়া, পরিবেশ সুরক্ষার আন্দোলনে বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য জাতীয়স্তরে একজন প্রথমসারির সৈনিক। এজন্য তিনি আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের ফেলোশিপও পেয়েছেন। পরিবার, পরিজন, বন্ধু, বান্ধব ছাড়াও এরাজ্যের সংবাদপত্র মহল ও সাংবাদিকরা বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য -র সাফল্যে গর্বিত এবং গণমাধ্যমের ইতিহাসে এই গবেষণাপত্রটি একটি মাইল ফলক।

সন্ধ্যা রাতে চুরি কাঞ্চনপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর , ৬ সেপ্টেম্বর।। গতকাল সন্ধ্যারাতে কাঞ্চনপুর থানার পাশে সন্দীপ বড়ুয়ার(প্রনাবেশ বড়ুয়া) বয়স ৩৪ উনার বাড়িতে একটি মাটির দালান ঘর এবং অপরদিকে দুইতালা পাকা বিল্ডিং ঘর । সন্দীপের পরিবার দালান ঘরের রান্না করেন। অপরদিকে দুই তলা বিল্ডিং ঘরের উপর দুই তলায় দরজার তালা ভেঙে উনার পরিবারের সবার স্বর্ণ জিনিসপত্র ও ৯২০০ টাকার মত ছিল গড্রেজ। সর্বমোট ক্ষতির পরিমাণ ২ লক্ষ টাকার মতো চুরি করে নিয়ে যায়। সন্দীপ এর পরিবার রান্না শেষ করে এসে উপর তলায় উঠে দেখেন দরজার তালা ভাঙ্গা। এবং উনার গডর্স থেকে সব দামী জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়। স্ত্রী সন্দীপকে ফোনে জানান সন্দীপ বড়ুয়া পেশায় টমটম চালক খবরপেয়ে বাড়ি ছয়ের পাতায় দেখুন

সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিদর্শনে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি-নিজস্ব।

নির্বাচনী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আইপিএফটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ে চলছে রাজনৈতিক লড়াই। যার যার মত শক্তি প্রদর্শনে গ্রহণ করছে বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচি। রবিবার আইপিএফটি বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনের উদ্যোগে জম্পুইজলা মহকুমার দয়ারামপাড়া খুমচাক কলা কেন্দ্রে গোলাঘাটি- আমতলী আসনের নির্বাচনী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ব্রজলাল দেববর্মা, সহকারি সাধারণ সম্পাদক তথা বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন সম্পাদক রামমোহন দেববর্মা, সহরকারি সাধারণ সম্পাদক জিতেন দেববর্মা, যুব আইপিএফটি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া, সদস্য শান্তি দেববর্মা, শিবু দেববর্মা প্রমূখ। আলোচনাকালে সহ-সভাপতি ব্রজলাল দেববর্মা বলেন ইতিমধ্যে এ ডি সি নির্বাচন ঘোষণা করা হতে পারে। তার জন্য আইপিএফটির সকল স্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ নির্বাচনী লড়াই করতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আবেদন করেন। মানুষের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। মানুষের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজখবর নিতে হবে। সুখে দুঃখে পাশে থাকতে হবে। এসমস্ত উদ্যোগের মধ্য দিয়ে মানুষ আইপিএফটিতে বেশি বেশি শামিল হবে। জোর করে কোন মানুষকে পার্টিতে আনা যায় না শুধুমাত্র ভালো আচরণের মধ্য দিয়ে এটা করার খুবই সহজ। যুব শক্তিকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বেশি বেশি সাংগঠনিক কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য কর্মকর্তাদের প্রতি আবেদন করেন তিনি। শেষে ২০ জনের নির্বাচনী কমিটি গঠন করেন। সভাপতি রতন দেববর্মা সাধারণ সম্পাদক যতীন্দ্র দেববর্মা। সভায় ৮ পরিবারের ২৬ ভোটার বিভিন্ন দল ত্যাগ করে আইপিএফটিতে যোগদান করেন। সভায় উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

শিক্ষক বদলির পুনরায় বহাল রাখতে শিক্ষা দপ্তরের সামনে ধর্না এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর , ৬ সেপ্টেম্বর।। কাঞ্চনপুর মহাকুমার জয়শ্রী ধনঞ্জয় পাড়া। এস বি স্কুল শিক্ষক শান্তি মল্লিক উনার বাড়ি তেলিয়ামুড়া। বেশ কয়েক বছর ধরে উনি ওই স্কুলে ছিলেন। ধনঞ্জয় পাড়া এস বি স্কুল টি টি এ এ ডি সি শিক্ষা দপ্তরের অধীনে। বিগত চার মাস আগে বাম জমানায় ওনার টেনসপার অর্ডার বের হয়েছিল। ধনঞ্জয় পাড়া থেকে খেদাছড়া খুমলুং এস বি স্কুলে।কিন্তু অর্ডারটি শিক্ষকের হাতে এসে পড়েন নি। এই কয়েকদিনের মধ্যে অর্ডারটি শিক্ষক শান্তি মল্লিকের হাতে শিক্ষা দপ্তর হইতে পৌঁছে দিয়েছে।ঐ ওই শিক্ষক যাতে পুনরায় ধনঞ্জয় পাড়া এস বি ইস্কুলে রাখার জন্য। এলাকাবাসী এবং এসেনসিয়াল কমিটি আজ এডিসি শিক্ষা দপ্তরের সামনে কোভিড নাইনটিন ডিসটেন্স বজায় রেখে। ডেপুটেশন ও ধরনায় বসেছেন শিক্ষ। দপতরের সামনে। তাদের বক্তব্য ওই শিক্ষককে ঐ স্কুলে দিতে হবে নাইলে শিক্ষকের বাড়ির আশেপাশে যে কোন স্কুলে দিতে হবে। সংবাদ লেখা পর্যন্ত জানা যায় আইএস সাইনাত চাকমা বলেন। এলাকাবাসীদের কে তাদের লিখিত শিক্ষা দপ্তরের হায়ার অথরিটি কাছে পৌঁছে দিবেন। এবং এই মাসের ২০ তারিখের মধ্যে একটা রেজাল্ট পেয়ে যাবেন বলে আশ্বাস দেন এলাকাবাসীদের।

ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রে বড় ধাক্কা ছিল জিএসটি, দাবি রাহুল গান্ধীব

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমাগত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে চলেছেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। রবিবার সকালে টুইটারে এক ভিডিও বার্তায় রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন জিএসটি কোন প্রকারের কর ব্যবস্থা নয়। দেশের গরিব, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ওপর আঘাতের নাম জিএসটি।কেন্দ্রীয় সরকারের পণ্য ও পরিষেবা কর জিএসটি- কে গব্বর সিং ট্যাক্স হিসেবে আখ্যা দিয়ে রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, কেন্দ্রের এই ধরনের পদক্ষেপ পুরোপুরি ব্যর্থ। জিএসটি ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি গরিব, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের ওপর আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছে। কৃষক এবং কারখানার শ্রমিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই আঘাতের কারণে বহু মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে।বহু ছোট ব্যবসায়ী নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।দেশের সংগঠিত অর্থ ব্যবস্থার ওপর বিমুদ্রাকরণ ছিল প্রথম আঘাত। এদিনের ভিডিওবার্তায় রাহুল গান্ধী জিডিপির পতনের জন্য জিএসটি- কে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল চলতি আর্থিক বর্ষে প্রথম ত্রৈমাসিক জিডিপির হার কমে দাঁড়িয়েছে -২৩.৯ শতাংশে।ফলে চূড়ান্ত দুর্ভোগের মুখে পড়েছে দেশের বাণিজ্য এবং অর্থব্যবস্থা।জিডিপির পতন নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্রমাগত কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ নিয়ে চলেছে কংগ্রেস।এই ধারা যে আগামী দিনেও বজায় থাকবে এদিন তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

কুপওয়ারা জঙ্গিদের খোঁজে সামরিক অভিযান

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার লোলাবের জঙ্গলে জঙ্গিদের খোঁজে রবিবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এখনো অভিযান চলছে। এদিন সকালে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, সিআরপিএফ, রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের জওয়ানরা যৌথভাবে অভিযান চালায়। লোলাবের জঙ্গলের দানা বেহক এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গোটা জঙ্গলকে ঘিরে ধরে চলে অভিযান। সামরিক পরিভাষায় এই ধরনের তল্লাশি অভিযানকে বলে কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশন।বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট ও টেলি পরিষেবা। উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার দুপুরে এই অঞ্চলে তল্লাশি অভিযান এর সময় নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা।পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। প্রায় ৩০ মিনিট ধরে চলে এই গুলির লড়াই। পরে অভিযান চালিয়ে একটি এ কে ফরটিসেভেন রাইফেল এবং একটি ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করে নিরাপত্তা বাহিনী। জঙ্গিদের খোঁজে আজো তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী।

এম্বুলেন্সে সন্তান প্রসব প্রসূতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৬ সেপ্টেম্বর।। প্রযুক্তি আর দক্ষতা কে কাজে লাগিয়ে,স্বাস্থ্য পরিসেবা কে অন্য মাত্রায় পৌছে দিয়েছে, ১০২ এম্বুলেন্স পরিষেবা, এরই একটি নিদর্শন দেখা গেল কাঞ্চনপুর মহকুমায় বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৫ ঘটিকা নাগাদ এক প্রসুতি পরিবার কল্যাণ করেন ১০২ নম্বরে কল করার সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসে, এম্বুলেন্স টি মনিরুং রিয়াং এর বাড়িতে স্বামী পাথরাম রিয়াং, এম্বুলেন্স এর ইমারজেন্সি মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিরুপম দেবনাথ এবং ড্রাইভার হিমাংশু দেব নাথ,

প্রসব যন্ত্রণায় কাথর প্রসুতি মা কে নিয়ে কাঞ্চনপুর বৃক্ষরামপারা থেকে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, কিছু রাস্তা যাওয়ার পরেই রবীন্দ্রনগর এলাকায় রাস্তায় প্রসব যন্ত্রণা প্রচন্ড হলে ড্রাইভার এম্বুলেন্স দাড় করান , মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিরুপম দেবনাথ, প্রসুতিকে এক কন্যা সন্তান জন্ম দিতে সহায়তা করেন, নিরুপম দেবনাথ জানান এম্বুলেন্স এর মধ্যে সব ধরনের যন্ত্রপাতি থাকায় নির্বিঘ্নে সম্ভব হয়েছে, মা এবং শিশু উভয়েই সুস্থ অবস্থায় এখন কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে রয়েছেন, প্রসুতি পরিবারের পক্ষ থেকে ১০২ এম্বুলেন্স পরিষেবা কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

উত্তর ত্রিপুরা ডিসট্রিক্ট কো -অর্ডিনেটর সুব্রত দেবনাথ জানান , ১০২ এম্বুলেন্স পরিষেবা, গর্ভবতী মহিলা ইমারজেন্সি রোগি সহ দুর্ঘটনা রোগি, সমস্ত ধরনের রেফার রোগিদের পরিষেবা বিনা মূল্যে দিয়ে থাকে।

মাতৃহারা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দেশজুড়ে করোনা সংকটের মধ্যেই মাতৃহারা হলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। রবিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী ড় হর্ষবর্ধনের মা। এদিন সকালে এক আবেগঘন টুইট বার্তায় হর্ষবর্ধন লিখেছেন যে পৃথিবীর সবথেকে প্রিয়তম মানুষটিকে হারালাম।রবিবার সকালে ৮৯ বছর বয়সে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তার মা। স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আরো লিখেছেন যে জীবন দর্শনের দিক থেকে তার মাই তাকে ছয়ের পাতায় দেখুন

শ্রীমৎ ভাগবত গীতা সংঘের উদ্যোগে এমবিবি ক্লাবে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। শ্রীমৎ ভাগবত গীতা সংঘের উদ্যোগে রবিবার আগরতলায় এমবিবি ক্লাবে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বেশ কয়েকজন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক এ রক্তের সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে।ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষের আহবানে সাড়া দিয়ে শ্রীমৎ ভাগবত গীতা সংঘের উদ্যোগে রবিবার আগরতলায় চিত্তরঞ্জন রবিবার এমবিবি ক্লাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।তবে করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই রক্তদান শিবিরে অংশ নেন স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্যোক্তা ভাগবত গীতা সংঘের পক্ষ থেকে অন্যান্য ক্লাব সংগঠন ও সমাজসেবী সংগঠন গুলিকে রক্তদান কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। উদ্যোক্তারা বলেন এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে রক্তের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর আকার ধারণ করেছে।রক্তের অভাবে রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।এই ভয়াল সংকট মোকাবেলার জন্য স্বেচ্ছাসেবীদের রক্তদানে এগিয়ে আসা খুবই জরুরি বলে তারা মনে করেন। সেই ভাবনার কথা মাথায় রেখেই শ্রীমৎ ভাগবত গীতা প্রচার সংঘের পক্ষ থেকে রবিবার আগরতলায় চিত্তরঞ্জন এম বি বি ক্লাবে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।রক্তদান শিবিরে শামিল হওয়া প্রত্যেকে সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।আগামী দিনেও এ ধরনের স্বেচ্ছামূলক কাজে এগিয়ে আসার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে সকল স্বেচ্ছাসেবীদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

লোকনাথ মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর পুরো পরিষদ এলাকায় লোকনাথ মন্দিরে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল লোকনাথ মন্দিরে ঢুকে কেশপাশ চুরি করে নিয়ে যায়। ক্যাশ বাক্স থেকে যাবতীয় টাকাপয়সা হাপিশ করে নিয়েছে চোরের দল।কেশপাশ কটি ভেঙ্গে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে সেটি পার্শবর্তী এলাকায় ফেলে দিয়ে গেছে চোরেরা।কৈলাশহর পুরো পরিষদ এলাকায় লোকনাথ মন্দিরে ক্যাশ বাক্স চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যাপারে কৈলাশহর থানা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। রবিবার সকালে দুই সন্দেহভাজন চোরকে আটক করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ। আটক দুই চোর হল তন্তু পাল এবং প্রসেনজিৎ মালাকার। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ।অবশ্য তাদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার টাকাপয়সা উদ্ধার করতে ছয়ের পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা শারীর শিক্ষক-কর্মচারী সংঘ সিপাহী জলা জেলা কমিটির রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৬ সেপ্টেম্বর।। রবিবার চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সিআরসি হলে ত্রিপুরা শারীর শিক্ষক-কর্মচারী সংঘ সিপাহীজলা জেলা কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরে প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করেন সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত । এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস , ত্রিপুরা শারীর শিক্ষক কর্মচারী সংঘের রাজ্য কমিটির সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত, রাজ্য কমিটির সম্পাদক নিতাই সাহা, রক্তদান শিবির কমিটির কনভেনার প্রবীর দেববর্মা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেণী মাধব দেবনাথ। বর্তমানে কোভিড ১৯ এর জন্য রাজ্যের রক্ত সংকট যাতে না ঘটে সেই কথা মাথায় রেখে ত্রিপুরা শারীর শিক্ষক-কর্মচারী সংঘ রক্তদান শিবির আয়োজন করেছেন। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় সিআরসি হলে অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত তিনি আলোচনা করতে গিয়ে বলেন বর্তমানে কোভিড-১৯ এর মধ্যে কর্মচারী সংঘের রক্তদান শিবির কে তিনি স্বাগত জানান। বর্তমানে এই কোভিড-১৯ থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় সেই কথা লক্ষ রেখে রাজ্য সরকার বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন। রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বলেই সকলে প্রচেষ্টায় চলছে কোভিড এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা মাক্স ব্যবহার করা সে সমস্ত বিষয়গুলো মাথায় রেখে কাজ করতে হবে। রক্ত দান শিবিরের প্রধান অতিথি নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস বলেন রক্ত টাকা দিয়ে কিনা যায় না সকলেই রক্তের ঘাটতি মোচন করা হয় রক্ত দানের মধ্য দিয়ে। আমাদের সরকার আসার পর যেভাবে রক্তদান শিবির শুরু হয়েছিল কোভিড-১৯ এর জন্য সামান্য একটা রক্তের ঘাটতি রয়েগেছে। তবে রক্তের অভাবে ত্রিপুরার লোক মারা গেছে এমন কোন রেকর্ড নেই আমাদের কাছে। কোভিড-১৯ এর মধ্যে রক্তদান শিবির করা যায়। এই রক্তদান শিবির মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন টেস্ট গুলো করা যায়। যাতে কোন ধরনের পয়সা লাগে না বিনা পয়সায় সরকার সেই টেস্টগুলো করিয়ে নেন। শারীর শিক্ষক সংগঠনের এই চিন্তাভাবনা কে সাধুবাদ জানিয়েছেন নলছড় বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস। নিজে বাঁচুন অন্যকে বাঁচানোর জন্যই রক্তদান শিবির। আগামী দিনে আরো কিভাবে রক্তদান শিবিরের সংখ্যা বাড়ানো যায় সেই চিন্তা মাথায় রেখে সামাজিক সংগঠনগুলো এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। আলোচনা করেন শারীর শিক্ষক-কর্মচারী সংঘের রাজ্য কমিটির সভাপতি দিব্যেন্দু দত্ত তিনি বলেন কোভিড -১৯ এর মধ্যে রাজ্যের শারীরিক শিক্ষক কর্মচারী সংঘ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পাঁচ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার চেক দিয়েছেন। এছাড়া খেলোয়ারদের কথা চিন্তা করে আটটি জেলাতেই খেলোয়াড়দের কে প্রোটিন খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে বলেও জানানন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী হাতে ৮ হাজার টাকার চেক দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন ইতিমধ্যে যোগা কোচিং ক্যাম্প শুরু হয়েছে। রক্তদান শিবির ঘুরে দেখেন অতিথিরা। এই রক্তদান শিবিরে. মোট রক্ত দিয়েছেন ৩০ জন। শারির শিক্ষক আলমগীর হোসেন উনি নিজে সহ উনার স্ত্রী প্রথমবার মনোয়ারা বেগম রক্ত দান করেন এবং উনার ছেলে এমডি রিয়াজ হোসেন এমবিবিএস চিটাগাং ইউনিভার্সিটি ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র সেও রক্তদান করলেন। তাদের রক্তদান শিবিরে একই পরিবারের স্ত্রী ছেলে এবং আলমগীর হোসেনের রক্তদান করাতে খুবই খুশি। রক্তদান শিবিরে শেষ সময় আসেন সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণে জেলা বিজেপি সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজকুমার দেবনাথ। রক্তদান শিবিরে এবিপি ছাত্রসংগঠনের যুবক রক্ত দান করেন।

রিয়া চক্রবর্তীর বাড়িতে হানা নারকটিকস কন্টোল ব্যুরো আধিকারিকদেব

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রবিবার সকালে মুম্বইয়ে অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর বাড়িতে হানা দেয় নারকটিকস কন্টোল ব্যুরোর আধিকারিকদের। অভিনেত্রীর হাতে মাদক সংক্রান্ত মামলার নোটিশ ধরায় আধিকারিকেরা। অভিনেত্রীকে তদন্তকারী আধিকারিকেরা জানায় যে এই মামলার স্বার্থে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায়। এদিন সকালে মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজ এলাকায় অবস্থিত রিয়া চক্রবর্তী বাড়িতে হানা দেয় নারকটিকস কন্টোল ব্যুরোর আধিকারিকেরা। এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যুব অধিকর্তা সমীর ওয়াংখেড়ে। এই অভিযানে সাহায্য নেওয়া হয় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের। যে মাদকচক্রের সঙ্গে রিয়া চক্রবর্তীর পরিবার সম্পর্কের কথা উঠে আসছে তা তদন্তের জন্য স্যামুয়েল মিরান্ডা, দীপেশ সাওয়ান্ত, সৌভিক কে মুখোমুখি বসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমনকি এই জিজ্ঞাসাবাদে তারা রিয়া চক্রবর্তীকেও রাখতে চায় বলে জানা গিয়েছে। এদিন তদন্তকারী আধিকারিকদের কাজ থেকে নিজেই নোটিশ সংগ্রহ করেন রিয়া চক্রবর্তী।

গ্রেফতারের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত রিয়া, দাবি তার আইনজীবীর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): গ্রেফতার হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত রিয়া চক্রবর্তী। রবিবাসরীয় সকালে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন অভিনেত্রীর আইনজীবী সতীশ মাহেশিন্ডে। এদিন সংবাদমাধ্যমে এক বিবৃতি দিয়ে অভিনেত্রীর আইনজীবী দাবি করেছেন, ভিলেন খোঁজার যে প্রতিযোগিতা চলছে তাতে করে রিয়া চক্রবর্তী গ্রেফতার হওয়ার জন্য প্রস্তুত। কাউকে ভালোবাসা যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে গ্রেফতারবরণ করে সেই প্রতিদান দেবে রিয়া। সিবিআই, ইডি, এনসিবি সঙ্গে আঁতাত করে বিহার পুলিশ যে মামলা সাজিয়েছিল তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য আগাম জামিনের আবেদন কোনও আদালতে করেননি রিয়া। নির্দোষ বলেই এতটা সাহস দেখাতে পেরেছিলেন রিয়া চক্রবর্তী।

উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার সকাল এই অভিনেত্রীর বাড়িতে গিয়ে তার হাতের নোটিশ ধরিয়ে আসে নারকটিকস কন্টোল ব্যুরোর আধিকারিকরা। একটি মাদকচক্রের সঙ্গে তার ভাইয়ের যোগসাজশ ছিল বলে জানা গিয়েছে। সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু রহস্য উদঘাটনের মামলায় বারে বারে জেরা করা হয়েছে রিয়া চক্রবর্তী ও তার পরিবারের সদস্যদের।

রাজ্যপালদের সম্মেলনে সোমবার বক্তব্য রাখবেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সোমবার রাজ্যপালদের সম্মেলনে নতুন শিক্ষানীতি নিয়ে বক্তব্য রাখবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের তরফ থেকে উচ্চশিক্ষায় পরিবর্তনশীলতায় নতুন শিক্ষানীতি ২০২০ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই আলোচনা সভায় যোগ দেবেন প্রতিটি রাজ্যের রাজ্যপাল, বিদ্যালয়গুলির উপাচার্য, প্রতিটি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীরা। সোমবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে এই আলোচনা সভা শুরু হবে। সভায় নতুন শিক্ষানীতির গুরুত্ব সম্পর্কে রাজ্যপালদের অবগত করাবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। নতুন শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ভারতকে জ্ঞানের দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা।পরম্পরাগত শিক্ষার সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগসুত্র গড়ে তোলাই হচ্ছে এই শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য।

দলিত নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সরব মায়াবতী

জয়পুর, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজস্থানে মূখ বধির দলিত নাবালিকাকে গণধর্ষণকাণ্ডে রাজ্যের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন বিএসপি সুপ্রিমো মায়াবতী।অশোক গেহলটের সরকারকে কটাক্ষ করে মায়াবতী জানিয়েছেন, দলিত বিরোধী মানসিকতা ত্যাগ করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিক রাজস্থান সরকার।

রাজস্থানে দৌসার বিগ্রি গ্রামে মূক-বধির নাবালিকাকে গত ৪ আগস্ট গণধর্ষণ করা হয়। এক মাসেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত এই মামলার সঙ্গে যুক্ত সকল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে উঠতে পারেনি রাজ্য পুলিশ।ধর্ষিতার পরিবারের দাবি সেখানকার স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব অপরাধীদের রক্ষা করে চলেছে। এ বিষয়ে সরব হয়েছেন মায়াবতী। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা দাবি করেছেন তিনি। পাশাপাশি রাজস্থান সরকার যে দলিত বিরোধী মানসিকতা নিয়ে চলছে তার ওপর আলোকপাত করে তিনি জানিয়েছেন যে এই দলিত বিরোধী মানসিকতার ত্যাগ করে অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হোক।

ভারতে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ৯০ হাজারেরও বেশি মানুষ

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর (হি. স.): একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্ত্বেও প্রতিদিন ভারতে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রামিত ৯০৬৩৩। ওই সময়ের মধ্যে গোটা দেশে মৃত ১০৬৫। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৪১ লাখের মাইলফলক পেরিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১১৩৮১২।মৃতের সংখ্যা ৭০ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০৬২৬। গোটা দেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৬২৩২০।সুস্থ হয়ে উঠেছে ৩১৮০৮৬৬। করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রে। সেখানে আক্রান্ত ২১২০১২।তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অন্ধ্র প্রদেশ।আক্রান্তের সংখ্যা সেখানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০৮৮০।ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আইসিএমআর-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিগত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গোটা দেশজুড়ে ১০৯২৬৫৪ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।৪.৮৮ কোটির বেশি নমুনা সব মিলিয়ে এখনো পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। শনিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে ভারতে করোনায় মৃতের হার নেমে দাঁড়িয়েছে ১.৭৩ শতাংশে।

করোনা আক্রান্ত অর্জুন কাপুর

মুম্বই, ৬ সেপ্টেম্বর (হি স): টলিউড থেকে বলিউড দেশজুড়ে অবাধ বিচরণ অদৃশ্য অচেনা ভাইরাস করোনার। ইতিমধ্যেই করোনা থাবা বসিয়েছে বলিউডের অন্দরমহলে। এবার করোনা আক্রান্ত হলেন বলিউড অভিনেতা অর্জুন কাপুর। রবিবার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে নিজেই একথা জানান অভিনেতা।

যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। সাধারণ মানুষ থেকে সেলিব্রিটি কাউকেই ছেরে কথা বলছে না সে। ইতিমধ্যেই বলিউডের বহু অভিনেতা করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। করোনা আক্রান্ত হয়েছেন অমিতাভ বচ্চন ঐশ্বর্য থেকে অভিষেক বচ্চন। অনেকেই করোনা আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন। তবে , এরই মাঝে করোনা হলেন অর্জুন কাপুর। চিকিৎসকের পরামর্শে আপাতত বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন তিনি।

ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে অভিনেতা লেখেন, "আমার উচিত সবাইকে জানানো যে আমি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছি। চিকিৎসকের পরামর্শে আপাতত বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনে আছি। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।